৪র্থ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
জুন ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণ ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন ঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدنی علما

مجلة "التحريك" الشهرية علميةّ أدبية و دينية
جلد:٤ عدد:٩، ربيع الأول و ربيع الثانى ١٤٢٢هـ/ يونيو ٢٠٠١م
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ চারালদার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মেলান্দহ, জামালপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: I. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

❖ শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
❖ দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
❖ তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
❖ সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
❖ সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা ঃ	৮০০/=
❖ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা ঃ	৫০০/=
❖ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা ঃ	২৫০/=

❖ স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজি ঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফ্ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ **মাসিক আত-তাহরীক** এস, এন, ডি-১১৫, **আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক**, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Editor: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post : Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P. O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525. Ph : (0721) 761378, 761741

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ৯৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল ও রবীঃ ছানী	১৪২২ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়	১৪০৮ বাং
জুন	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
E-mail: tahreek@rajbd.com

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - মানব মনে প্রভাব বিস্তারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান ১০
    - নূরুল ইসলাম
  - অব্যক্ত শক্তি 'নস্‌ফ' ১৫
    - রফীক আহমাদ
  - সততা ও সত্যবাদিতাঃ মুমিন চরিত্রের অন্যতম গুণ ১৮
    - ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ২০
    - আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- ছাহাবা চরিতঃ
  - হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) ২২
    -ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী
- মনীষী চরিতঃ
  - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছাইমীন (রহঃ) ২৭
    -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩০
  (১) উচিত জবাব *-মুহাম্মাদ ইলিয়াস*
  (২) পীরভক্তি *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* ৩১
- কবিতা ৩২
  - আমি মুসলমান *-আব্দুল ওয়াকীল*
  - লিমেরিক যমক *-মাহফুযুর রহমান আখন্দ*
  - সত্যের সৈনিক *-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন*
  - একান্ত শহীদুল্লা *-নিজামুদ্দীন*
- সোনামণিদের পাতা ৩৩
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৬
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- পাঠকের মতামত ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গঃ ঈদে মীলাদুন্নবী

মুমিন জীবনে ঈদ দু'টি। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ইসলামের সোনালী যুগে এই দু'টি দিবসই মুসলমানদের মধ্যে মহান উৎসব দিবস হিসাবে পালিত হ'ত। শরী'আতে এর অনুমোদন সুস্পষ্ট। সাম্য-মৈত্রী, সহানুভূতি-সহমর্মিতার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত নিয়ে বছর ঘুরে ফিরে আসে এ দু'টি দিন। ছওয়াবের ডালি নিয়ে আহ্বান জানায় সকল মুমিনকে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, শুধু এই দু'টি উৎসবে এক শ্রেণীর মুসলমান সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। তাই তারা তৃতীয় আরেকটি ঈদ (?) সংযোজন করেছে। যা 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে পরিচিত। এমনিভাবে ইসলামী শরী'আতে ফাতেহা ইয়াযদাহম, আখেরী চাহার শোম্বা ইত্যাদি ধর্মীয় ছুটির কোন অবকাশ নেই।

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এ দিবসটি পালিত হয়। আলোচনা সভা, ওয়ায-মাহফিল, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, জশনে জুলূস, র‍্যালী, শোভাযাত্রা, বাস-ট্রাক মিছিল ইত্যাদি সবকিছুরই আয়োজন চলে মহা সমারোহে। এমনকি 'ঈদ মোবারক' লিখিত বড় মাপের পোষ্টারও আজকাল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অন্য দুই ঈদের ন্যায় এ দিবসেও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথক কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ উপলক্ষে পৃথক প্রথক বাণী দেন। জাতীয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশন ও বেতার এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

সড়ক দ্বীপ ও রোড ডিভাইডার সমূহ জাতীয় পাতাকা ও কালেমা ত্বাইয়েবা খচিত পতাকা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। অনেক সংগঠন এ দিবসে দরিদ্র খাওয়ানোরও ব্যবস্থা করে থাকে। মসজিদে মসজিদে আয়োজন করা হয় বিশেষ মুনাজাতের। ভাবখানা এই যে, এটিই প্রকৃত ঈদ। অন্য দু'টি এর শাখা মাত্র।

জন্মের সময়কালকে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী' অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্মমুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালামু আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' বর্তমানে একটি সাধারণ ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্ব প্রথম ৬০৪ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে এ মীলাদের প্রচলন ঘটান। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের পক্ষে এক শ্রেণীর স্বার্থবাদী আলেম এগিয়ে আসেন। তারা মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে মীলাদের সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ফলে মীলাদুন্নবী নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (?) রূপ নেয় এবং ইসলামের অন্যতম দু'টি ঈদের সাথে স্থান করে নেয়।

অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। তিনি আরও বলেন, '..... তোমাদের উপরে পালনীয় হ'ল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তোমরা উহা কঠিনভাবে আকড়ে ধর এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর। দ্বীনের নামে নতুন সৃষ্টি হ'তে সাবধান! নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। প্রত্যেক গোমরাহ ব্যক্তি জাহান্নামী' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯)*। মদীনার মসজিদে একদল মুছল্লীকে গোলাকার হয়ে বসে হাতে রাখা কংকর সমূহের মাধ্যমে গণনা করে ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' একজন বক্তার সাথে সাথে পাঠ করার দৃশ্য দেখে জলীলুল ক্বদর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছিলেন, وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ؟ 'নিপাত যাও হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল'। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যে সব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন'। নাঊযুবিল্লাহ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এক শ্রেণীর আলেম দ্বীনের নামে সৃষ্ট এই বিদ'আতী অনুষ্ঠানকে প্রকাশ্যভাবে ও সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ সরকার দিবসটি পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে চলেছে। কোটি কোটি টাকার আর্থিক অপচয় করা হচ্ছে। সরকারী হিসাব মতে একদিন মিল-কারখানা বন্ধ থাকলে প্রায় সাড়ে চারশত কোটি টাকার লোকসান হয়। অথচ একটি বিদ'আতী অনুষ্ঠানের জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করে সেই সমপরিমাণ লোকসানই জাতিকে গুণতে হচ্ছে। সেই সাথে বিদ'আতীকে সম্মান ও সহযোগিতার গোনাহ তো আছেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসে সহযোগিতা করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯ হাসান - আলবানী)*।

আমরা মনে করি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মধ্যেই 'রাসূল প্রেমের' প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে, দিবস পালনের মধ্যে নয়। আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন। আমীন!!

পরীক্ষাতেই পুরস্কার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ، قَالُوْا لاَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ، كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ-

অনুবাদঃ অতঃপর ত্বালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হ'ল, তখন বললঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয়ই সে আমার দলভুক্ত। তবে যে নিজ হাতের এক আঁজলা ভরে সামান্য পান করবে, সে ব্যতীত। তারপর সবাই উক্ত পানি পান করল, কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া। অতঃপর ত্বালূত নিজে ও তার ঈমানদার সাথীরা যখন নদী পার হ'ল, তখন তারা বলল, আজকে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যারা এ বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের হাযির হ'তে হবে, তারা বলল যে, বহু সংখ্যালঘু দল বড় বড় দলের উপরে জয়লাভ করেছে আল্লাহ্র হুকুমে। আর আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*। অতঃপর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হ'ল, তখন বললঃ প্রভু হে! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর ও আমাদের পদযুগল দৃঢ় কর এবং আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর' *(ঐ, ২৫০)*।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আলোচ্য আয়াতে মুমিন জীবনে ঈমানের পরীক্ষা দেওয়ার কথা একটি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি বনু ইস্রাঈল বংশের একটি গোত্রের। যাদের উপরে তাদের দুশমনরা বিজয়ী হয়েছিল ও যাদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুঃখ ও দুর্গতি। তখন তারা আল্লাহ্র নিকটে একজন শাসক প্রার্থনা করল। যার পিছনে থেকে তারা জিহাদ করবে ও দুশমনের উপরে বিজয়ী হবে। অতঃপর যখন তাদের জন্য বাদশাহ পাঠানো হ'ল ও তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল, তখন তাদের অধিকাংশ পিছুটান দিল এবং স্বল্প সংখ্যক লোক দৃঢ়ভাবে টিকে থাকল। আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করলেন।[১]

ঘটনাঃ প্রায় আড়াই হাযার বছর পূর্বে বর্তমান জর্ডন ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী নদীতে সত্য মুমিন ও কপট মুমিনের মধ্যে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়কার নবী ছিলেন 'শাম্ভীল' (شَمْوِيْل) বা শ্যামূয়েল। মতান্তরে শাম'উন বা সাম'উন (سَمْعُوْن)। যিনি হারূণ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন।[২] ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ প্রমুখ বিদ্বান বলেন, মূসা (আঃ)-এর পরে বনু ইস্রাঈলগণ অনেকদিন যাবত ঈমান-আমলের উপরে দৃঢ় ছিল। তারপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিদ'আত মাথা চাড়া দেয়। এমনকি কেউ কেউ মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। যদিও সর্বদা তাদের মধ্যে নবী ছিল। যাঁরা তাদেরকে তওরাতের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি সর্বদা আহ্বান জানাতেন। কিন্তু লোকেদের মধ্যে অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায় ও যা ইচ্ছা তাই করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাদের উপরে তাদের শত্রুপক্ষকে বিজয়ী করলেন। শত্রুরা তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করল ও বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করল এবং তাদের অনেক এলাকা দখল করে নিল। কারণ হ'ল এই যে, মূসা (আঃ)-এর যামানা থেকে তাদের বংশে যে 'তাওরাত' ও 'তাবূত' ছিল, তা তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এই 'তাওরাত' ও 'তাবূত'-কে যুদ্ধের সময় সম্মুখে রাখলে তার বরকতে তারা জয়লাভ করত। কিন্তু তাদের বেদ্বীনীর কারণে উক্ত যুদ্ধে তা শত্রুসেনাদের করতলগত হয়। ফলে তাওরাতের হাফেয বলতে হাতে গণা কিছু লোককে পাওয়া যেত। এক সময় তাদের বংশ হ'তে নবুঅত ছিন্ন হ'য়ে গেল। যুদ্ধে তাদের নবীবংশ অর্থাৎ লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে একজন মাত্র গর্ভবতী মহিলা বেঁচে ছিলেন, যার স্বামী যুদ্ধে নিহত হন। এমতাবস্থায় বেঁচে থাকা অবশিষ্ট লোকেরা ঐ মহিলাকে একটি ঘরে লুকিয়ে রাখল এই নিয়তে যে, আল্লাহ যেন একটি পুত্র সন্তান দান করেন, যে তাদের নবী হবে। ঐ মহিলাও সর্বদা ইবাদতে রত থাকতেন ও আল্লাহ্র নিকটে একজন পুত্র ও নবী কামনা করে দো'আ করতেন। যথাসময়ে আল্লাহ তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। তখন মহিলা খুশী হ'য়ে তার নাম রাখলেন 'শামভীল' (شَمْوِيْل) বা শাম'উন। হিব্রু ভাষায় যার অর্থ হ'ল سَمِعَ

১. *কুরতুবী ৩/২৪৪।*
২. *কুরতুবী ৩/২৪৩।*

اللّٰهُ دُعَائِىْ। 'আল্লাহ আমার দো'আ কবুল করেছেন'। অতঃপর ছেলে সুন্দরভাবে বড় হ'তে লাগল ও নবুঅতের বয়স লাভ করল। তখন আল্লাহ তার নিকটে 'অহি' প্রেরণ করলেন ও সেমতে তিনি জনগণকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকলেন। নিজ বংশ বনু ইস্রাঈলকে দাওয়াত দিলে তারা নবীর নিকটে তাদের জন্য একজন শাসক দাবী করল। যিনি তাদের পক্ষে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তখন নবী তাদেরকে বললেন, যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য কোন বাদশাহ প্রেরণ করেন ও তিনি তোমাদেরকে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন, তাহ'লে তোমরা কি লড়াইয়ে বের হবে? তোমরা কি লড়াইয়ের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলি অর্জনে নবীর সাথে সহযোগিতা করবে? জবাবে তারা বলল, وَمَا لَنَا اَلاَّ نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا– 'আমরা কেন আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করব না? অথচ আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তানাদি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি?' *(বাক্বারাহ ২৪৬)*। অর্থাৎ আমাদের এলাকা দখল করা হয়েছে এবং আমাদের সন্তানদের বন্দী করে গোলাম বানানো হয়েছে। তখন নবী শামভীল (বা শ্যামুয়েল) তাদের বললেন, إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا، 'আল্লাহ তোমাদের জন্য ত্বালূতকে বাদশাহ হিসাবে পাঠিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২৪৭)*। একথা শুনে গোত্রের নেতারা দরিদ্র ত্বালূতকে প্রত্যাখ্যান করে বলল, أَنَّى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ 'আমাদের উপরে তাকে কিভাবে শাসনক্ষমতা দেওয়া হবে? অথচ আমরাই শাসন ক্ষমতার অধিক হকদার। কেননা তাকে অর্থ-বিত্তের স্বচ্ছলতা দান করা হয়নি'। নবী জবাবে বললেন, إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে তাকে পসন্দ করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও স্বাস্থ্যে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে শাসনক্ষমতা দান করেন। আল্লাহ হ'লেন বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২৪৭)*। যদিও ত্বালূত তাদেরই একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। কিন্তু শাহী পরিবারের ছিলেন না।[৩] কেননা শাহী পরিবার ছিল ইয়াহূযা বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশের। আর নবুঅত ছিল লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে। পক্ষান্তরে ত্বালূত ছিলেন বেন্ইয়ামীন বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশের। যে বংশে কোন নবী বা শাসক ছিলেন না। আর সে কারণে গোত্রনেতারা ত্বালূতের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিল।[৪]

উক্ত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার মত গুরুত্বপূর্ণ রহমত ইচ্ছা করলে কোন পরিবারকে অবিরত ধারায় দান করতে পারেন। ইচ্ছা করলে বাইরের যে কাউকে দান করতে পারেন। রহমত বিতরণের একচ্ছত্র অধিকার তাঁরই। তাঁর এ কাজে প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার কারু নেই। কেননা তিনিই বান্দাকে অধিকতর ভালবাসেন ও তার মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখেন। তিনি বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী। এই অনুগ্রহ তিনি যাকে খুশী তার জন্য নির্দিষ্ট করতে পারেন। আর তিনিই সবচাইতে ভাল বুঝেন নেতৃত্বের সত্যিকারের হকদার কে? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ এ বিষয়টিও বুঝিয়ে দিলেন যে, নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য দু'টি গুণ হ'ল ইলমী যোগ্যতা এবং স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা। যা ত্বালূতের মধ্যে পুরা মাত্রায় ছিল। বলা বাহুল্য এ দু'টি গুণ সর্বকালে ও সর্বযুগে নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য অংশ।[৫]

নবীর মাধ্যমে উপরোক্ত জবাব শুনে গোত্রনেতারা ত্বালূতের নেতৃত্বের পক্ষে দলীল তলব করল। তখন নবী বললেন, إِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ– 'ত্বালূতের নেতৃত্বের নিদর্শন হ'ল এই যে, তোমাদের কাছে (তোমাদের হারানো সেই) 'তাবূত' বা সিন্দুক (ফিরে) আসবে। যার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে রয়েছে 'সাকীনাহ' বা বিশেষ প্রশান্তি এবং যার মধ্যে রয়েছে মূসা, হারূণ ও তাঁদের পরিবারের কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বহন করে নিয়ে আসবেন ফেরেশতাগণ। এতেই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রকৃত নিদর্শন। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(বাক্বারাহ ২৪৮)*।

'তাবূত' এর আগমনঃ

'তাবূত' কিভাবে এল, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে তাবূত বহন করে এনে ত্বালূত-এর বাড়ীর সামনে রাখে এবং এ দৃশ্য গোত্রের সকল মানুষ প্রত্যক্ষ করে। সুদ্দী বলেন, অতঃপর তাবূত ত্বালূত-এর গৃহে রক্ষিত হয় এবং লোকেরা তখন শাম'উনের নবুঅতের উপরে ঈমান আনে ও ত্বালূতের আনুগত্য কবুল করে। ছওরী তার কয়েকজন উস্তায থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরেশতাগণ তাবূত নিয়ে আসেন একটি

৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৩০৭-৮।*

৪. *কুরতুবী ৩/২৪৫।*

৫. *ইবনু কাছীর ১/৩০৮।*

বা দু'টি গরুর গাড়ীতে করে'। অন্যেরা বলেন, তাবূত ছিল ফিলিস্তীনের 'আরীহা' (أريحاء) মতান্তরে 'আযদূহ' (ازدوه) নামক গ্রামে। মুশরিকরা তাবূতটি তাদের পূজা মন্দিরে রাখে। তাতে তাদের মূর্তি সব ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তখন তাকে বের করে প্রত্যন্ত এক গ্রামে রেখে আসে। কিন্তু সেখানে গ্রামবাসীর মধ্যে মহামারী লেগে যায়। তখন বনী ইস্রাঈলের এক বন্দী দাসী তাদের বলল যে, তোমরা তাবূতটি বনু ইস্রাঈলদের নিকটে ফেরত দিয়ে এসো। নইলে এ মহামারী থেকে রেহাই পাবে না। তখন তারা তাবূতটিকে দু'টি গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরু দু'টিকে হাকিয়ে বনু ইস্রাঈলদের গ্রামের কাছে নিয়ে গেল। এভাবে তাবূত তালূতের বাড়ীতে পৌঁছল।[৬]

শাওকানী বলেন, বিগত বিদ্বানগণ থেকে তাবূত-এর আগমন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বহু বর্ণনা এসেছে। যেগুলির দীর্ঘ বর্ণনায় কোন ফায়েদা নেই।[৭] আমরা মনে করি যে, পবিত্র কুরআনে যতটুকু বর্ণনা এ বিষয়ে এসেছে, ততটুকুতে ঈমান আনা উচিত। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র হুকুমে তাবূত বহন করে এনে ত্বালূত-এর বাড়ীর আঙ্গিনায় রেখে দিল। যা ছিল ত্বালূত-এর নেতৃত্বের স্পষ্ট প্রমাণ।

ত্বালূত-এর পরিচয়ঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ত্বালূত ছিলেন ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেম এবং দীর্ঘ ও সুঠাম দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। যা দেখে শত্রুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হ'ত।[৮]

'ত্বালূত' অনারব শব্দ। যা মু'আররাব অর্থাৎ আরবী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ত্বালূত ছিলেন যুগের সেরা আলেম। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী সৈনিক। পেশায় ছিলেন পানি সরবরাহকারী। কেউ বলেন, চামড়া দাবাগতকারী বা চামড়া শ্রমিক। কেউ বলেন, মাটি শ্রমিক।[৯] অবশ্য দারিদ্র্যের কারণে তিনি সুযোগ-সুবিধামত উপরোক্ত তিনটি পেশাই অবলম্বন করে থাকতে পারেন। তবে তিনি যে সমাজের স্বচ্ছল ও ধনিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, সেকথা কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ২৪৭)*। অনুরূপভাবে তিনি নবী বংশের ছিলেন না বা নিজে কোন নবী ছিলেন না বা শাহী বংশেরও ছিলেন না এবং তার নিকটে কোন 'অহি'ও আসেনি।[১০]

জালূত-এর পরিচয়ঃ

'জালূত' অনারব শব্দ, যাকে মু'আররব করা হয়েছে। জালূত ছিলেন আমালেক্বাদের বাদশাহ। বিরাট সৈন্যবাহিনী ও শান-শওকতের অধিকারী। আমালেক্বা হ'ল 'আদ বংশের একটি গোত্রের নাম। যারা ফিলিস্তীনের 'আরীহা'-তে বসবাস করত।[১১] তিনি ছিলেন বেঁটে, জনমরোগী ও পীত বর্ণের মানুষ। তবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। একাই বিরাট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতেন'।[১২]

তাবূত-এর পরিচয়ঃ

'তাবূত' فَعْلُوْتٌ -এর ওযনে এসেছে। মাদ্দাহ التَّوْبُ। অর্থঃ الرُّجُوْعُ। বা ফিরে আসা। এটা এজন্য যে, বনু ইস্রাঈলগণ বিপদে পড়লে এই তাবূতের কাছে ফিরে আসত।[১৩] তাবূত ও তাওরাত সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করলে তারা জিতে যেত। কিন্তু তাওরাতের প্রতি বনু ইস্রাঈলদের অবাধ্যতার কারণে এই তাবূত শত্রুপক্ষের দখলে চলে যায়।[১৪] কুরতুবী বলেন, এটি প্রথমে আদম (আঃ)-এর নিকটে নাযিল হয়। অতঃপর মূসা (আঃ) হ'য়ে ইয়াকূব (আঃ)-এর নিকটে এসে উপনীত হয়। এইভাবে এটা বনু ইস্রাঈলদের উত্তরাধিকারে থেকে যায়। এর বরকতে তারা যুদ্ধের সময় সর্বদা শত্রুপক্ষের উপরে জয়লাভ করত। কিন্তু যখন তারা অবাধ্য হয়ে গেল ও অন্যায়-অপকর্ম শুরু করল, তখন শত্রু পক্ষ তাদের উপরে জয়লাভ করল ও তাবূত ছিনিয়ে নিল। সুদ্দী বলেন, এইভাবে এক সময় আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূত-এর দখলে তাবূত চলে যায়। কুরতুবী বলেন, 'এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় দলীল এ ব্যাপারে যে, অবাধ্যতাই হ'ল গ্লানির একমাত্র কারণ' (هذا ادل دليل على ان العصيان سبب الخذلان)

নুহাস বলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, তাবূত থেকে এক ধরনের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যেত। যখন লোকেরা এটা শুনত, তখনই তারা যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যেত। ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেলে বা বন্ধ থাকলে তারা যুদ্ধে বের হ'ত না বা তাবূতও সামনে চলত না। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, এই তাবূত বা সিন্দুকের দৈর্ঘ ছিল তিন গজ ও প্রস্থ ছিল দু'গজ। কালবী বলেন, এটি শামসাদ কাঠের তৈরী ছিল। যা দিয়ে চিরুনী তৈরী করা হ'ত।[১৫]

তাবূতে রক্ষিত সামগ্রীঃ এই পবিত্র তাবূত বা সিন্দুকে 'সাকীনাহ' এবং মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর ব্যবহৃত পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিল বলে কুরআনে *(বাক্বারাহ ২৪৮)* উল্লেখিত হয়েছে। শাওকানী বলেন, মূসা ও হারূণ-এর নামের পূর্বে 'আলে' (آل) অর্থাৎ 'পরিবারবর্গ' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে তাঁদের দু'জনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য (لفظ آل مقحمة لتفخيم شأنهما) অবশ্য অনেকে ইয়াকূব

৬. *ইবনু কাছীর ১/৩০৯; কুরতুবী ৩/২৪৮।*
৭. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৬।*
৮. *কুরতুবী ৩/২৪৬।*
৯. *কুরতুবী ৩/২৪৫।*
১০. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৪, ৬৭।*
১১. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৬।*
১২. *কুরতবী ৩/২৫৬।*
১৩. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৫।*
১৪. *তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৩০৮।*
১৫. *কুরতুবী ৩/২৪৭-৪৮।*

(আঃ)-এর বংশের সকল নবী ও বংশধরগণের পরিত্যক্ত সামগ্রী বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন'।[১৬] তবে সেটা যে যুক্তি ও বাস্তবতার বিরোধী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সামগ্রী সমূহ কি ছিল? এ বিষয়ে বিদ্বানদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। যেমন- তাওরাত, মূসার লাঠি বা লাঠির ভগ্নাংশ, কিছু পরিমাণ 'মান্না', এক জোড়া জুতা, মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। সাঈদ বিন মানছূর প্রমুখ-এর বর্ণনায় এসেছে, উপরোক্ত বস্তুসমূহ ছাড়াও 'বিপদ মুক্তির দো'আ' (كَلِمَةُ الْفَرَجِ) লিখিত (কোন বস্তু) ছিল। দো'আটি নিম্নরূপঃ

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ وَ سُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

'ধৈর্যশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। পবিত্রতা ঘোষণা করছি সপ্ত আসমান ও মহান আরশের প্রভুর এবং যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের জন্য'।[১৭]

অতঃপর 'সাকীনাহ' (السَّكِيْنَةُ) 'সুকূন' ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থঃ শান্তি ও স্থিতি। এখানে এর দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, ত্বালূত-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে যে বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিসম্বাদ দূরীকরণের জন্য এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপনের জন্য তাবূত-এর আগমন তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির কারণ হবে। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন 'রহমত' হিসাবে।[১৮]

এতদ্ব্যতীত 'সাকীনাহ'-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন যঈফ সূত্রে বিভিন্ন অলৌকিক বর্ণনা এসেছে। যেমন- (১) ইবনুল মুনযির ও ইবনু আবী হাতেম হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'সাকীনাহ' বিড়ালের ন্যায় একটি জন্তুর নাম, যার জ্যোতির্ময় দু'টি চক্ষু রয়েছে। যখন দু'পক্ষে যুদ্ধ শুরু হ'ত, তখন ঐ জন্তুটি তার দু'খানা হাত বের করে দিত ও চক্ষু দিয়ে তীর্যক আলো ছড়িয়ে তাকিয়ে থাক্ত। এতে শত্রুপক্ষ ভয়ে পালিয়ে যেত। (২) ত্বাবারাণী হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'সাকীনাহ' এমন একটি ঘূর্ণিবায়ুর নাম, যার দু'টি মাথা রয়েছে। (৩) আবদুর রাযযাক, ইবনু জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনু আবী হাতেম প্রমুখ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'সাকীনাহ' এমন একটি তীব্র বায়ুর নাম, যার মানুষের ন্যায় মুখমণ্ডল রয়েছে। (৪) ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতেম, বায়হাক্বী 'দালায়েল'-এর মধ্যে মুজাহিদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'সাকীনাহ' আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বায়ু আকারে আগমন করে। যার বিড়ালের ন্যায় চেহারা রয়েছে এবং দু'টি ডানা ও একটি লেজ রয়েছে। (৫) সাঈদ বিন মানছূর, ইবনু জারীর প্রমুখ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'সাকীনাহ' হ'ল জান্নাতের স্বর্ণ নির্মিত তস্তরীর নাম। যাতে করে নবীদের অন্তঃকরণ সমূহ ধৌত করা হয়। (৬) আব্দ বিন হামীদ, ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতেম প্রমুখ ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, 'সাকীনাহ' হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত একটি আত্মার নাম, যা কথা বলে না। কিন্তু যখন লোকেরা কোন বিষয়ে ঝগড়া করে, তখন কথা বলে এবং তারা যেটা জানতে চায়, সেটা বলে দেয়'।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করার পর ইমাম শাওকানী বলেন, এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সমূহ ঐসব বড় বড় মুফাসসিরগণের নিকটে সম্ভবতঃ ইহুদীদের মাধ্যমে পৌঁছে থাকবে। তারা এসবের মাধ্যমে মুসলমানদের নিয়ে খেলতে চেয়েছে এবং তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে চেয়েছে। তারা কখনো 'সাকীনাহ'-কে প্রাণীদেহ কল্পনা করেছে। কখনো জড় পদার্থ বানিয়েছে। কখনো জ্ঞানহীন বস্তু বলেছে। এসব কিছুই 'ইস্রাঈলিয়াত' মাত্র। এধরনের তাফসীর কখনোই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি'। অতএব আমাদের উপরে ওয়াজিব হ'ল 'সাকীনাহ' শব্দের মূল অর্থের দিকে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ শান্তি ও স্থিতি, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর তিনি বলেন, ছহীহ মুসলিমে হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি সূরায়ে কাহফ পাঠ করছিলেন। এসময় তাকে একটি মেঘখণ্ড এসে ছায়া করে। যা একবার নিকটে আসে আবার দূরে সরে যায়। এ দেখে তার বাঁধা ঘোড়াটি ভয়ে লাফাতে থাকে। অতঃপর লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে সকালে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন যে, এটি হ'ল 'সাকীনাহ' যা কুরআনের জন্য নাযিল হয়েছিল'। বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, লোকটি তার খেজুর শুকানোর স্থানে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিল।.. উক্ত বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, ফেরেশতারা দলে দলে উক্ত কুরআন শুনতে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াত করতে, তাহ'লে ওরা সকাল পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করত'।

ইমাম কুরতুবী এর দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'সাকীনাহ' মেঘরূপে ছাতার ন্যায় লোকটির মাথা বরাবর ছায়া করেছিল। এতে অনুমিত হয় যে, তার মধ্যে রূহ রয়েছে এবং জ্ঞান রয়েছে। নইলে সে কুরআন শুনতে আসবে কেন?।[১৯] শাওকানী বলেন, আগত মেঘটিকে

১৬. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৫।*
১৭. *ইবনু কাছীর ১/৩০৯; কুরতুবী ৩/২৫০; ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৫-৬৭।*
১৮. *ইবনু কাছীর ১/৩০৯।*
১৯. *কুরতুবী ৩/২৪৯।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'সাকীনাহ' নামে অভিহিত করেছেন মাত্র, যা প্রশান্তি হিসাবে কুরআন পাঠকের মাথার উপরে এসে ছায়া করেছে।[২০] এর অর্থ এটা নয় যে, সে একটি প্রাণী এবং তার রূহ আছে ও জ্ঞান আছে'।

অতএব আয়াতে বর্ণিত 'সাকীনাহ' বলতে তার আভিধানিক অর্থ হিসাবে বিশেষ ধরনের মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতি বুঝতে হবে, অন্য কিছু নয়।

ত্বালূত-এর যুদ্ধযাত্রা ও নদীপরীক্ষাঃ

তাবূত আসার পরে ত্বালূত-এর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার কওম আমালেক্বা বাদশাহ জালূত-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। সুদ্দী বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাযার। পথিমধ্যে তারা পিপাসার্ত হয়ে পড়ে সেনাপতি ত্বালূত-এর নিকটে পানি দাবী করে। তখন তিনি বলেন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সেই নদী থেকে এক অঞ্জলী ব্যতীত পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত থাকবে না।

নদীটি ছিল জর্ডন ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী স্থানে, যা 'শরী'আতের নদী' (نَهْرُ الشَّرِيْعَة) বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২১] নদীর পানি ছিল নির্মল ও সুমিষ্ট।[২২] যথাসময়ে তারা নদীর কিনারে পৌঁছে গেল। সুমিষ্ট পানি পেয়ে অধিকাংশ লোক বেশী পান করে অলস হ'য়ে পড়ল এবং বলল, আজকে আমাদের পক্ষে জালূত বাহিনীর মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। অল্প সংখ্যক আল্লাহভীরু লোক বলল, 'কতই না কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকের উপরে জয়লাভ করে আল্লাহ্র হুকুমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দৃঢ়চিত্ত ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন'। একথা বলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হ'ল ও বাকীরা সেখানেই পড়ে রইল।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে পানি পান করাকে পান করা ও খাওয়া দু'টি ক্রিয়াপদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পান করার চাইতে খাওয়া শব্দের মধ্যে আস্বাদনের জোরালো ভাব প্রকাশ পায়। কেননা খাওয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন স্বাদ আস্বাদন করা যায়। অতএব যখন কোন কিছু খেতে নিষেধ করা হয়, তখন তা পান করার কোন সুযোগ আর থাকে না। কিন্তু পান করতে নিষেধ করলে খাওয়ার সুযোগ থেকে যায়। **দ্বিতীয়তঃ** আরেকটি বিষয় এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পানি কেবল পানীয় নয়, বরং খাদ্যও বটে। যা জীবন ধারণের জন্য সর্বাধিক যরূরী। **তৃতীয়তঃ** আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পানি পানকারী কম ঈমানদারদের জন্য পানি পান করা ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সফল ঈমানদারগণের জন্য পানি খাওয়া ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা এক অঞ্জলীর বাইরে পানি পান করা দূরের কথা সামান্যতম পানির স্বাদও আস্বাদন করবে না। এর মাধ্যমে দৃঢ় ঈমানদারদের মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য বুঝানো হয়েছে যে, তারা নেকীর কাজে আমীরের হুকুমকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। অলসতা বা এড়িয়ে যাবার জন্য কোন অজুহাত বা চোরাপথ তালাশ করে না।

ইবনু আসাকির ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, ত্বালূত-এর বাহিনীতে সর্বমোট তিন লক্ষ তিন হাযার তিনশত তের জন লোক ছিল। তাদের সবাই পানি পান করেছিল ৩১৩ জন ব্যতীত এবং তারাই মাত্র নদী পার হ'তে পেরেছিল। সুদ্দী বলেন, এদের সংখ্যা মোট ৮০,০০০ ছিল। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) প্রমুখাৎ বুখারী, ইবনু জারীর প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আমরা আল্লাহ্র নবীর ছাহাবীগণ এই মর্মে আপোষে আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীদের সংখ্যা নদী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ত্বালূত-এর সাথীদের সংখ্যার অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ ৩১০-এর কিছু বেশী এবং সত্যিকারের মুমিন ব্যতীত কেউ সেদিন নদী পার হয়নি।[২৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা তাদের স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী নদী থেকে পানি পান করে। কাফেররা উটের ন্যায় পানি শোষণ করল। অন্যান্য গোনাহগারেরা তার চেয়ে কিছু কম। ৭৬ হাযার লোক তো ফিরেই এলো। কিছু মুমিন এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পান করল। কিছু মুমিন একেবারেই পানি পান করেনি। যারা পানি পান করেছিল, তারা তৃপ্ত হয়নি। বরং তারা কঠিন পিপাসায় কষ্ট পায়। যারা পানি পান করেনি, তারা অধিক সুস্থ ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিল এক অঞ্জলী পানি পানকারীদের চাইতে'। অন্য বর্ণনায় ইবনু আব্বাস ও সুদ্দী বলেন, পানি পান কারীদের মধ্যে ৪০০০ লোক নদী পার হয়েছিল। অতঃপর তারা যখন জালূতের এক লক্ষ সুসজ্জিত সেনাবাহিনী দেখল, তখন তাদের মধ্য থেকে ৩৬৮০-এর কিছু বেশী লোক ফিরে গেল। অতঃপর দৃঢ়চিত্ত বাকী ৩১০-এর কিছু বেশী লোক, যাদের সংখ্যা বদরী যোদ্ধাদের সংখ্যার অনুরূপ ছিল, তারা টিকে থাকল এবং লড়াইয়ে জিতে গেল'।

সংখ্যাগত উপরোক্ত বিভিন্নমুখী বক্তব্য সমূহকে আমরা এভাবে সমন্বয় করতে পারি যে, ত্বালূত-এর সাথে তার গোত্র ও অঞ্চলের ছেলে-বুড়া-নারী-শিশু সব মিলিয়ে তিন লক্ষ তিন হাযার তিন শত তের জন (৩,০৩,৩১৩) লোক ছিল। তন্মধ্যে আশি হাযার (৮০,০০০) যোদ্ধা ছিল। এক অঞ্জলীর অধিক পানি পানকারীদের সংখ্যা ছিল ছিয়াত্তর হাযার (৭৬,০০০)। এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পানকারীদের সংখ্যা ছিল ৩৬৮০-এর কিছু বেশী এবং মোটেই পানি পান করেননি এমন লোকদের সংখ্যা ছিল ৩১০ -এর কিছু বেশী। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, জিহাদ থেকে পিছিয়ে আসে ছেলে-বুড়া ও রোগীরা।[২৪] সুদ্দী বলেন, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে ছিল মুমিন, মুনাফিক, কষ্টসহিষ্ণু ও অলস সব ধরনের লোক।[২৫] এক অঞ্জলী

২০. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৭।*
২১. *ইবনু কাছীর ১/৩১০।*
২২. *কুরতুবী ৩/২৫১।*
২৩. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৮; ইবনু কাছীর ১/৩১০; কুরতুবী ৩/২৫৫।*
২৪. *কুরতুবী ৩/২৫০-২৫১।*
২৫. *ঐ, ৩/২৫২।*

পরিমাণ পানি পানকারী এবং মোটেই পানি পান যারা করেনি, তারাই যে কেবল নদী পার হয়েছিল, সেদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কুরআনে বর্ণিত আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর ত্বালূত নিজে ও তার ঈমানদার সাথীরা যখন নদী পার হ'ল, তখন তারা বলল, আজকে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যারা এ বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের হাযির হ'তে হবে, তারা বলল যে, বহু সংখ্যালঘু দল বড় বড় দলের উপরে জয়লাভ করেছে আল্লাহ্র হুকুমে। আর আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী ও অন্যান্য বর্ণিত হাদীছ-এর বর্ণনা যোগ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে وَمَا جَاءَ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ 'ত্বালূত-এর সঙ্গে নদী পার হয়ে আসতে পারেনি মুমিন ব্যতীত'। এটা পরিষ্কার যে, ঐ বিরাট সংখ্যক লোকের মধ্যে সত্যিকারের মুমিন ছিল তারাই যারা আমীরুল জায়েশ ত্বালূত-এর নির্দেশ মোতাবেক এক অ লী ভরে পানি পান করেছিল অথবা মোটেই পানি পান করেনি। যাদের মোট সংখ্যা ৪,০০০ এবং যাদের মধ্যে ৩৬৮৭ জন বলেছিল যে, আজকে আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। উক্ত হাদীছে একথাও বলা হয়েছে যে, ত্বালূত-এর নদী পার হওয়া সাথীদের সংখ্যা ছিল বদরী ছাহাবীদের সংখ্যার ন্যায় ৩১০-এর কিছু বেশী। অন্য বর্ণনায় ৩১৩ জন'।[২৬] এর দ্বারা ঐসব সাথীদের বুঝানো হয়েছে, যারা এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পান করার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ঐ সুযোগ গ্রহণ করেনি। বরং আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তাদের হাতেই বিজয় দান করেছিলেন।

যুদ্ধের বিবরণঃ

আল্লাহ বলেন, فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ... 'অতঃপর তারা তাদেরকে পরাভূত করে আল্লাহ্র হুকুমে এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করে ও আল্লাহ তাকেই শাসন ক্ষমতা... দান করেন' *(বাক্বারাহ ২৫১)*। এতে বুঝা যায় যে, ব্যাপক যুদ্ধ হয়নি। বরং জালূতের সঙ্গে দাঊদের দ্বৈত যুদ্ধ হয়েছিল, যেমন পুরা কালে নিয়ম ছিল এবং তাতেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল।

দাঊদ-এর পরিচয় হ'লঃ তিনি ছিলেন দাঊদ বিন ঈশা (إِيْشَى اوإِيشا)। কেউ বলেন, দাঊদ বিন যাকারিয়া বিন রিশওয়া (رِشْوَى)। তিনি ইয়াহূযা বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে একজন রাখাল ছিলেন। পরে নবী ও বাদশাহ হন। তাঁর সাতটি ভাই ছিল ত্বালূত-এর সেনাবাহিনীতে। তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার ছোট এবং ছাগল চরাতেন। যুদ্ধ যাত্রার দিন তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে, আমি অবশ্যই যুদ্ধ দেখব। এই বলে যেমনি তিনি যাত্রা করলেন, অমনি পাশ থেকে একটি পাথর তাকে ডেকে বললঃ

يَا دَاوُدُ خُذْنِىْ فَبِىْ تَقْتُلُ جَالُوْتَ 'হে দাঊদ! আমাকে সাথে নাও এবং আমাকে দিয়েই তুমি জালূতকে হত্যা কর'। পরে আরও একটি, অতঃপর আরও একটি পাথর অনুরূপভাবে আহ্বান করে। তখন তিনি তিনটি পাথরকেই থলিতে ভরে নেন।

অতঃপর উভয় পক্ষ মুখোমুখি হ'লে জালূত সদম্ভে সম্মুখে এসে তার মোকাবিলার জন্য বিরোধী পক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। লোকেরা তাকে দেখে ভীত হ'য়ে পড়ল। তখন ত্বালূত বললেন, কে আছ জালূতকে মোকাবিলা করতে পারে? যে তার মোকাবিলা করবে ও তাকে হত্যা করবে, আমি তার সাথে আমার মেয়েকে বিবাহ দিব ও আমার মালের (গণীমতের) অর্ধেক দেব। আমার শাসন কার্যেও তাকে শরীক করব'।[২৭] তখন দাঊদ এগিয়ে এলেন ও মোকাবিলা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তার বয়স কম দেখে ও সাইজে বেঁটে-খাটো দেখে ত্বালূত তাকে পসন্দ করলেন না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার আহ্বান করলেন। কিন্তু প্রতিবারেই দাঊদ এগিয়ে এলেন। তখন ত্বালূত তাকে বললেন, তোমার মধ্যে যুদ্ধের কি অভিজ্ঞতা আছে? দাঊদ বললেন, আমার ছাগল পালের উপরে একবার নেকড়ে বাঘ হামলা করেছিল। আমি তাকে মেরেছিলাম ও তার মাথা দেহ থেকে কেটে ফেলেছিলাম। ত্বালূত বললেন, নেকড়ে একটি দুর্বল জীব। এছাড়া অন্য কিছুর অভিজ্ঞতা আছে কি? দাঊদ বললেন, একবার একটি সিংহ আমার ছাগল পালের উপরে হামলা করে। আমি তাকে শিকার করি এবং তার দুই চোয়াল ফেড়ে ফেলি। হে সেনাপতি! জালূত কি উক্ত সিংহের চাইতে শক্তিশালী হবে? অতঃপর ত্বালূত তাকে নিজের বর্ম, ঘোড়া ও অস্ত্র প্রদান করলেন।

দাঊদ ঘোড়ায় চড়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলেন ও বললেন, এই ঘোড়া ও অস্ত্রে আমার কাজ নেই। আমি আমার নিজস্ব অস্ত্র 'প্রস্তর খণ্ড' দিয়েই লড়াই করব। বলাবাহুল্য যে, দাঊদ ঐ সময়কার একজন নিপুণ তীরন্দাজ ছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়া থেকে নেমে থলি থেকে পাথর খণ্ড বের করে ধনুকে বসালেন ও জালূতের দিকে তাক করে এগোতে লাগলেন। জালূত তাকে দেখে ঘৃণাভরে বললেন, হে ছোকরা! তুমি এসেছ আমাকে মোকাবিলা করতে? এই বলে তাকে হাতে ধরে উঁচু করে ছুঁড়ে ফেলে আছড়ে মারতে চাইলেন। তখন দাঊদ জালূতের নাক লক্ষ্য

২৬. *কুরতুবী ৩/২৫৫।*

২৭. *ইবনু কাছীর ১/৩১০।*

করে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাথর ছুঁড়ে মারলেন, যা তার মাথা চূর্ণ করে দিল। অতঃপর তার মাথাটা কেটে থলিতে ভরে নিয়ে চলে এলেন। এরপর ত্বালূত-এর লোকেরা সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে জালূত বাহিনীকে পলায়নে বাধ্য করে। এভাবে তারা চরম ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়'।[২৮]

ইবনু আবী হাতেম মুজাহিদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ত্বালূত দাঊদকে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে আমার রাজত্বের এক তৃতীয়াংশ দিব ও আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিব।.. অতঃপর দাঊদ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ إِلٰهُ اٰبَائِىْ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ ('সেই আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যিনি আমার পিতা ইব্রাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকুব-এর ইলাহ') বলে পাথর ছুঁড়েন।[২৯] কুরতুবী বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লোকেরা আরও বহু কাহিনীর অবতারণা করেছে। আমি তার মধ্যে উদ্দিষ্ট বিষয়টুকুই মাত্র উল্লেখ করলাম'।[৩০] ইবনু কাছীর বলেন, ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহে লোকেরা উল্লেখ করেছে যে, দাঊদ স্বীয় ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করে জালূতকে হত্যা করেন। সেনাপতি ত্বালূত দাঊদকে ওয়াদা করেছিলেন যে, জালূতকে হত্যা করতে পারলে তাকে নিজ কন্যার সাথে বিবাহ দিবেন, তার ধন-সম্পদের অর্ধেক দিবেন এবং তাকে শাসন কর্তৃত্বের অংশীদার করবেন। অতঃপর তিনি সে ওয়াদা রক্ষা করেন'।[৩১]

শাওকানী বলেন, মুফাসসিরগণ এই ধরনের আরও বহু কাহিনীর অবতারণা করেছেন। তবে আল্লাহ সঠিক খবর জানেন'।[৩২]

প্রথিতযশা এইসব তাফসীরকারগণের মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব বাহিনী ইস্রাঈলী গল্পকারদের তৈরী এবং অধিকাংশ কল্পনা প্রসূত। অতএব এসবের উপরে ঈমান রাখা ঠিক নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত কিছ্ছা সমূহের উপরেই কেবল ঈমান রাখতে হবে। আর তা হ'লঃ ৩১৩ জন ত্বালূত বাহিনীর মধ্যে দাঊদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনিই জালূতকে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহপাক তাকে শাসন ক্ষমতা, হিকমত ও নবুঅত দান করেছিলেন।

আয়াতের শিক্ষাঃ

(১) হক্ব-এর আন্দোলন যারা করেন, তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।
(২) পরীক্ষা ব্যতীত তাদের পদযুগল দৃঢ় হয় না এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুরস্কারও নেমে আসে না।
(৩) পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়।
(৪) পরীক্ষার মাধ্যমে দুর্বল ও সবল ঈমানদার বাছাই হয়ে যায় এবং বিজয়ের পুরস্কার কেবলমাত্র সেই স্বল্পসংখ্যক খাঁটি ঈমানদার লোকদেরকেই দেওয়া হয়, যারা কঠিন মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্র হুকুমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে সক্ষম হয়।

(৫) ঐ স্বল্প সংখ্যক লোককে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মাত্র একজনের মাধ্যমে বিজয় দান করতে পারেন। যেমন দাঊদ-এর মাধ্যমে ত্বালূত বাহিনীকে দান করেছিলেন।

(৬) হক্বপন্থীগণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন। অন্য কোন শক্তির উপরে নয়। যেমন ঐ স্বল্প সংখ্যক অর্থাৎ ৩১৩ জন দৃঢ়চিত্ত ঈমানদার লোকগুলি যখন দুর্ধর্ষ সেনাপতি জালূত-এর লক্ষাধিক বাহিনীর সম্মুখীন হ'ল, তখন তারা জালূত-এর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মহা শক্তিধর আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে এবং প্রার্থনা করে এই বলে,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ– 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ছবর দান করুন ও আমাদের পদযুগল সমূহকে দৃঢ় করুন এবং আমাদেরকে কাফের কওমের উপরে সাহায্য করুন' *(বাক্বারাহ ২৫০)*। অতঃপর অসম সাহসী 'দাঊদ একাই জালূতকে হত্যা করেন এবং আল্লাহ দাঊদকে শাসনক্ষমতা, হিকমত ও নবুঅত দান করেন' *(ঐ ২৫১)*।

(৭) তাক্বদীরের ভুল ব্যাখ্যাকারী অদৃষ্টবাদীর জন্য নয়, বরং আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল প্রচেষ্টাকারীর জন্যই কেবল আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে। সে প্রচেষ্টা যত ক্ষুদ্রই হৌক না কেন, হক্ব হ'লে বিজয় তাদেরই জন্য।

উপসংহারঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের একটি দল হক্ব-এর উপরে দৃঢ়চিত্তে কায়েম থাকবে। পরিত্যাগকারীদের পরিত্যাগ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৩৩] পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল হক্ব-এর চূড়ান্ত মানদণ্ড। যারা যেকোন মূল্যে তার উপরে কায়েম থাকবেন ও তার বিধান সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করবেন, তাদেরকে অবশ্যই কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ হক্বপন্থীদেরকে হক্ব-এর উপরে টিকে থাকার ও জীবনের সকল দিক ও বিভাগে হক্ব প্রতিষ্ঠার দুরূহ সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

২৮. *কুরতুবী ৩/২৪৭।*
২৯. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৮।*
৩০. *ঐ, ৩/২৫৮।*
৩১. *ঐ, তাফসীর ১/৩১০।*
৩২. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৬৮।*
৩৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৭৬; মুসলিম হা/১৯২০।*

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

মানব মনে প্রভাব বিস্তারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান

*-নূরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪. মক্কায় মুসলমানদের উপর ক্রমেই যখন অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকল, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) জা'ফর (রাঃ) সহ একদল মুসলমানকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পেয়ে মুহাজিরদের প্রথম দল হাবশায় হিজরতের নিমিত্তে যাত্রা করল। এ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জা'ফর (রাঃ)। তাঁরা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর দায়িত্বে তথায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু এ খবর জানার পর কুরাইশদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়।

উক্ত মুহাজির দলের অন্যতম সদস্যা উম্মে সালামা (রাঃ) স্বয়ং এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'আমরা হাবশায় গিয়ে উত্তম প্রতিবেশীসুলভ আচরণ প্রাপ্ত হ'লাম। ফলে আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলাম এবং কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলাম। এ সংবাদ অবহিত হয়ে কুরাইশরা সম্রাট নাজাশীর কাছে আমর বিন আস ও আব্দুল্লাহ বিন আবী রাবী'আহকে প্রেরণ করল। সাথে সম্রাট নাজাশী ও তাঁর পুরোহিতদের জন্য প্রচুর উপঢৌকনও প্রেরণ করল'।

প্রতিনিধিদ্বয় হাবশায় পৌঁছে সম্রাট নাজাশীর পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাত করল এবং তাদের প্রত্যেককে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বলল, আমাদের দেশ থেকে কতিপয় অবুঝ ও অবোধ যুবক পলায়ন করেছে। তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে এবং গোত্রীয় শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। যখন আমরা বাদশাহ্‌র সাথে তাঁদের ব্যাপারে বাক্যালাপ করব, তখন আপনারা সম্রাটকে তাদেরকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আমাদের হাতে সোপর্দ করতে বলবেন। পাদ্রীগণ বললেন, ঠিক আছে তাই হবে।

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, 'এমত পরিস্থিতিতে আমর ও তার সাথীর কাছে এর চেয়ে আর কোন খারাপ বিষয় ছিল না যে, বাদশাহ নাজাশী আমাদেরকে ডেকে আমাদের কথা শুনবেন'।

যাহোক, প্রতিনিধিদ্বয় নাজাশীকে উপঢৌকন পেশ করে বলল, 'হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের কতিপয় দুষ্টমতি যুবক আপনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাছাড়া তারা এমন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, যে সম্পর্কে আমরা ও আপনারা কেউই অবগত নই। তাই আমাদেরকে তাদের গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, যাতে আপনি তাদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দেন'।

অতঃপর সম্রাট নাজাশী পাদ্রীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পাদ্রীগণ বললেন, 'মহামান্য সম্রাট! তারা সত্য কথা বলেছে। কারণ তাদের গোত্রীয় ব্যক্তিবর্গই তাদের সম্পর্কে এবং তারা যা করেছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই তাদেরকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া উচিত। যাতে তাদের ব্যাপারে তাদের গোত্রীয় প্রধানগণই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন'।

পাদ্রীদের এহেন দুষ্ট মনোভাবসুলভ উত্তর শুনে সম্রাট অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন- لا والله، لا أسلمهم لاحد حتى أدعوهم، وأسألهم عما ذكر إليهم، فإن كانوا كما يقول هذان الرجلان أسلمتهم لهما، وإن كانوا على غير ذلك حميتهم وأحسنت جوارهم ماجاوروني-

'আল্লাহ্‌র কসম! তাদেরকে যে দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাদের একজনকেও আমি অন্য কারু হাতে অর্পণ করব না। যদি তাদের সম্পর্কে এ দু'জনের বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়, তবেই আমি তাদেরকে তাদের কাছে সমর্পণ করব। আর যদি তা প্রমাণিত না হয়, তবে তারা যতদিন আমার এখানে থাকতে চায়, আমি ততদিন তাদেরকে সহযোগিতা করব'।

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর নাজাশী আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরা তাঁর কাছে যাবার পূর্বে একত্রিত হ'লাম এবং একে অপরকে বললাম, নিশ্চয়ই সম্রাট তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সুতরাং তোমরা যে ধর্মে দীক্ষিত হয়েছ তা প্রকাশ করবে। আর তোমাদের পক্ষ থেকে জা'ফর (রাঃ) কথা বলবেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কোন কথা বলবে না'।

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর আমরা নাজাশীর দরবারে গিয়ে পাদ্রীদেরকে সম্রাটের ডান ও বাম পার্শ্বে আলখেল্লা ও টুপি পরিহিত এবং তাদের কিতাবসমূহ আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা অবস্থায় দেখতে পেলাম'। সম্রাট আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছ সেটি কোন্ ধর্ম'?

প্রত্যুত্তরে জা'ফর (রাঃ) বললেন, 'হে মহামান্য সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে অসদাচরণ করতাম, আমাদের সবলরা দুর্বলদের সম্পদ গ্রাস করত। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ আমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ

---

* আলিম পরীক্ষার্থী, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

১৪. মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাঁগীর নগরী, নবী শ্রেষ্ঠ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৬৪।

করলেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানালেন, যাতে আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। এতদ্ব্যতীত ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা ও রামাযানের ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন। ফলে আমরা তাঁকে সত্যবাদী জ্ঞান করেছি, তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে জীবনাদর্শ নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করছি। তিনি আমাদের জন্য যা বৈধ ঘোষণা করেছেন, তা বৈধ মনে করেছি। আর যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, তা অবৈধ মনে করেছি। এই কারণে আরব সমাজের বিভিন্ন গোত্র এবং সম্প্রদায় আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে এবং আমাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। তারা আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে'।

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর নাজাশী জা'ফর (রাঃ)-কে বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা লাভ করেছেন, তন্মধ্যে কিছু কি তোমার কাছে আছে? তিনি বললেন, জী, আছে। নাজাশী বললেন, তাহ'লে আমাকে কিছু পাঠ করে শুনাও'।[১৫] জা'ফর (রাঃ) তাঁকে সূরা মারইয়ামের প্রথমাংশের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন।[১৬]

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته بالدموع وبكى أساقفته حتى بللوا كتبهم، لما سمعوه من كلام الله... 'নাজাশী ও তাঁর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণ আল্লাহ্র বাণীর অমীয় সুর ঝংকারে এতই মুগ্ধ হ'লেন যে, নাজাশীর দাড়ি অশ্রুসিক্ত হ'ল এবং পাদ্রীগণও কেঁদে তাঁদের কিতাব ভিজিয়ে দিলেন'।

এখানে নাজাশী মন্তব্য করেছিলেন, إن هذا الذى جاء به نبيكم والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة- 'তোমাদের নবী যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন এবং ঈসা (আঃ) যে ধর্ম নিয়ে আগমন করেছিলেন, তা একই উৎস থেকে উৎসারিত'।

অবশেষে নাজাশী কুরাইশ প্রতিনিধিদ্বয়কে ফিরিয়ে দেন।[১৭] মহান আল্লাহ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরা মায়েদার ৮৩ নং আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[১৮] মহান আল্লাহ বলেন- وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ- يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ- 'রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্যবহদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(মায়েদা ৮৩)*।

সুধী পাঠক! উক্ত ঘটনাটি ঠাণ্ডা মেযাজে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দেখুন! কেন সম্রাট নাজাশী ও তাঁর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণ কুরআন তেলাওয়াত শুনে ক্রন্দন করে দাড়ি ও কিতাবসমূহ অশ্রুসিক্ত করেছিলেন? এটা কি কুরআনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতার প্রমাণ নয়? আপনার বিবেক জওয়াব দিবে, নিশ্চয়ই...।

৫. ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ ছিলেন তদানীন্তন জাহেলী সমাজের প্রতাপশালী নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া কাব্যবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে রাসূল (ছাঃ) তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনালেন। এতে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রভাবান্বিত হ'লেন।

আবু জেহেলের নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, চাচা! আপনার সম্প্রদায় তাদের সমস্ত সম্পদ আপনার করকমলে ন্যস্ত করতে সদা প্রস্তুত। কাজেই আপনি কুরআন সম্পর্কে এমন মন্তব্য করুন, যাতে আপনার সম্প্রদায় বুঝতে পারে যে, আপনি কুরআনকে অস্বীকার ও অপসন্দ করেন।

ওয়ালীদ বললেন, আমি কুরআন সম্পর্কে কি বলব? এরপর তিনি কুরআন সম্পর্কে তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করলেন,

والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار منى، أعرف رجزها وقصيدها ولا أشعار الجن، والله مايشبه الذى يقوله شيئا من ذلك، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولايعلى عليه-

'আল্লাহ্র শপথ! আমার চেয়ে তোমাদের মধ্যে কাব্যে কেউ

---

১৫. *ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ (সঊদী আরবঃ ওযারাতুল মা'আরিফ, ১৯৯০ ইং), ৪/৬২-৬৭ পৃঃ।*

১৬. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৮৯ ইং), ৩/১১৬ পৃঃ।*

১৭. *ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিইয়াহ (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১/৩৩৭ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা ৪/৭২-৭৩ পৃঃ।*

১৮. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/১৮৮ পৃঃ; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী তাফসীরুল জালালায়ন (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ১০৫।*

বেশী পারদর্শী নও। আমি কাব্যের রাজায[১৯] ও ক্বাছীদা[২০] উভয় শাখায় সমান পারদর্শী। আর তোমাদের মধ্যে আমার চেয়ে জিনদের কবিতাও কেউ বেশী জানে না। আল্লাহ্‌র শপথ! কিন্তু মুহাম্মাদ যে কুরআন তিলাওয়াত করে, তার সাথে এগুলির কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয়ই এ কুরআনের রয়েছে মাধুর্য ও সঞ্জীবনী শক্তি। এর বহির্ভাগ ফলদায়ক ও অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক। এটি বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে, পরাজিত হ'তে আসেনি'।[২১]

আবু জেহেল বলল, যতক্ষণ আপনি কুরআনকে অবজ্ঞা না করবেন, ততক্ষণ আপনার সম্প্রদায় আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না। ওয়ালীদ বললেন, আমাকে একটু চিন্তা করার অবকাশ দাও। এরপর সে চিন্তা-ভাবনা করে বলল, 'এতো (কুরআন) যাদু বৈ অন্য কিছুই নয়'।[২২]

তার সম্পর্কে কুরআনের সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর ১১-৩০ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২৩] মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ওয়ালীদ বিন মুগীরার বক্তব্য উক্ত আয়াতগুলিতে তুলে ধরেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল, অভিশপ্ত হোক সে। কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে। কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল। সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে পেছন ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল এবং ঘোষণা করল, এটি তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ আর কিছু নয়, এতো মানুষের কথা' *(মুদ্দাছ্ছির ১৮-২৫)*।

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব চমৎকার বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির বক্তব্য, যে ইসলামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে নিজের অজান্তেই তাদের মন ও মাথা ঝুঁকে পড়ে কিন্তু যখন নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে আসে, তখন সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের আকর্ষণী শক্তি কত তীব্র, যা যাদুকেও হার মানায়'।[২৪]

১৯. *রাজাযঃ রণ-সঙ্গীত। রাজায-এ প্রতিপক্ষীয় শৌর্য-বীর্য, সম্মান-খ্যাতি এমনভাবে কীর্তিত থাকত যে, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা তাদের স্ব-স্ব গৌরবের কথা স্মরণ রেখেই যুদ্ধ পরিচালনা করত। যুদ্ধ জয়ের অর্থই হ'ল তাদের 'রাজায' অক্ষুণ্ন রাখা। -দ্রঃ আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৪ ইং), পৃঃ ২০।*

২০. *ক্বাছীদাঃ সাত অথবা সাতের অধিক সংখ্যক পঙক্তি নিয়ে যে কবিতা গঠিত হয়, সেটাকে বলা হয় ক্বাছীদা। ক্বাছীদা মূলতঃ দীর্ঘ কবিতাকে বলে। এর পঙক্তি সংখ্যা একশত পর্যন্ত হ'তে পারে। জাহেলী যুগের অধিকাংশ কবিতা, বিশেষ করে আল-মু'আল্লাকা সাহিত্যের সবগুলি কবিতাই 'ক্বাছীদা'-এর আওতাভুক্ত। -দ্রষ্টব্যঃ মুঃ নকিবুল্লাহ, আরবী ছন্দ বিজ্ঞান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪ ইং), পৃঃ ২৩।*

২১. *মুহাম্মাদ আবু যুহরাহ, আল-মু'জেযাতুল কুবরা আল-কুরআন (বৈরুতঃ দারুল ফিকর আল-আরাবী, তাবি), পৃঃ ৬৭-৬৮।*

২২. ডঃ ওমর মুহাম্মাদ ওমর বাহাযিক, উসলুবুল কুরআনিল কারীম বায়নাল হেদায়াতে ওয়াল এ'জাযিল বায়ানী (বৈরুতঃ দারুল মামুন লিত-তুরাছ, ১৯৯৪ ইং), পৃঃ ৩২৬।

২৩. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/৪৭২ পৃঃ।*

২৪. *সাইয়েদ কুতুব, আল-কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ২৫-২৬।*

৬. একদা আবু সুফইয়ান বিন হারব, আবু জেহেল ও আখনাস রাতের অন্ধকারে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত কুরআন তেলাওয়াত শুনার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হ'ল। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) রাতে বাড়িতে ছালাত আদায় করছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থানে অবস্থান গ্রহণ করল, যেখান থেকে তারা কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু তারা একে অপরের অবস্থান সম্পর্কে অনবহিত ছিল। (এতে তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে) কুরআন শুনতে শুনতেই রাত্রি শেষ হয়ে যায়। ভোরে বাড়ি ফেরার পথে পরস্পর সাক্ষাত হ'লে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে এবং বলতে থাকে, আমরা পুনরায় আর এরূপ করব না। যদি তোমাদের মূর্খ ব্যক্তিরা এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তবে তোমরা মুহাম্মাদের অন্তরে কিছু আশার বাণী সঞ্চার করবে। অতঃপর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যায়।

দ্বিতীয় রাতে প্রত্যেকেই আবার নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করে। এবারও কুরআন শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে যায়। প্রভাতে সেখান থেকে প্রস্থান করলে রাস্তায় তাদের সাক্ষাত হয়। অতঃপর তারা একে অপরকে প্রথমবার যা বলেছিল তাই বলতে থাকল। এরপর তারা বাড়ী ফিরে গেল।

এভাবে তৃতীয় রাত্রিতেও তারা প্রত্যেকেই স্বীয় অবস্থান গ্রহণ করল। আবার কুরআন শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। প্রভাতে বাড়ী ফেরার সময় রাস্তায় তাদের সাক্ষাত হ'লে একে অপরকে বলতে থাকল, 'আমরা আর এরূপ কাজ করব না'। পরিশেষে তারা এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল।

পরদিন সকালে আখনাস লাঠি হাতে নিয়ে আবু সুফইয়ানের বাড়ীতে গিয়ে বলল, 'হে আবু হানযালাহ! মুহাম্মাদের মুখ থেকে যে কালাম শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি'? উত্তরে তিনি বললেন, 'হে আবু ছা'লাবাহ! আমি এমন জিনিস শুনেছি যার মর্মার্থ আমি বুঝি'। আখনাস বলল, আমার সাথে তুমি এ বিষয়ে শপথ করলে। অতঃপর সে তার বাড়ী থেকে বের হয়ে আবু জেহেলের বাড়ীতে গিয়ে বলল, 'হে আবুল হাকাম! তুমি মুহাম্মাদের কাছে যে কালাম শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি'? আবু জেহেল বলল, 'আমি কী শুনেছি? এরপর সে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, পূর্ব থেকেই আমরা ও আবদে মানাফ গোত্র মর্যাদার দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছি। তারা জনসাধারণকে আহার করিয়েছে, আমরাও তা করেছি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, আমরাও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। তারা দান-খয়রাত করেছে, আমরাও তা করেছি। এভাবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সমকক্ষ হয়েছে। আর আমরা ছিলাম বীর সিপাহসালার। এমতাবস্থায় তারা বলল যে, আমাদের বংশে একজন নবী এসেছে। তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র অহি আসে। কবে আমাদের এরূপ সৌভাগ্য হবে? (অর্থাৎ আমাদের বংশ থেকে কখন নবী আসবে?)। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনও তাঁর প্রতি ঈমান আনব না

এবং তাঁকে বিশ্বাস করব না'। ।[২৫]

উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, তারা কেন কুরআন শুনার জন্য রাতের তিমির অন্ধকারের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বাড়ীর আশেপাশে অবস্থান গ্রহণ করত? অবশ্যই কুরআনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতার জন্যই এরূপ হয়েছিল। তবু তারা বংশীয় গৌরব ও কৌলিন্যের কথা চিন্তা করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি।

৭. একদিন উৎবা বিন রাবী'আহ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসে। সেই সময় তিনি সূরা হা-মীম আস-সাজদা পাঠ করছিলেন। যখন উৎবা 'তবু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ' *(হা-মীম আস-সাজদাহ ১৩)* এ আয়াত শুনতে পেল, তখন সে তার হাত রাসূলের মুখের উপর রেখে বলল, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধ করুন। আর শুনার মত শক্তি আমার নেই'। এই বলে উৎবা সেখান থেকে চলে গেল। সে যখন তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিলিত হ'ল, তখন তাদেরকে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, মুহাম্মাদ যে বাক্য আমাকে শুনিয়েছে, আজ পর্যন্ত আমি অনুরূপ বাক্য শ্রবণ করিনি। আমি জানি না, তাকে কি নামে অভিহিত করব'।[২৬]

৮. হযরত মুয়ায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) আউস গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাগ্মিতায় ও বাকপটুতায় বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন বলে তাঁকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানানো হ'লে তিনি বললেন, 'আপনার নিকট যা আছে, আমার নিকটও তা আছে'।

নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নিকট কি আছে'? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার নিকট লোকমানের হিকমত আছে'। নবী করীম (ছাঃ) তাকে পড়ে শুনাতে বললেন। তিনি কতকগুলি কবিতা পড়ে শুনালেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এগুলি ভাল কথা। কিন্তু আমার কিনট কুরআন পাক আছে। এটি তোমার কথা অপেক্ষা উত্তম'। এরপর নবী করীম (ছাঃ) কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনালেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, ইহা সত্যিই আলোকবর্তিকা। অতঃপর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।[২৭]

৯. নবুঅতের চতুর্থ বর্ষের রামাযান মাসে নবী করীম (ছাঃ) একদা হারাম শরীফে গমন করেন। কুরাইশদের এক বিশাল জনতা ও নেতৃবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিল। নবী করীম (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়েই আকস্মিকভাবে 'সূরা নাজম' তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন। ইতিপূর্বে ঐ কাফেররা কুরআন শ্রবণ করত না। তারা একে অপরকে এই বলে উপদেশ দিত, কুরআনের ভাষায়-

لاَتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ-

'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ কর না এবং কুরআন পাঠের সময় গোলমাল সৃষ্টি করবে, তাহ'লেই তোমরা বিজয়ী হবে' *(হা-মীম আস-সাজদাহ ২৬)*। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) যখন উক্ত সূরাটি পাঠ করতে আরম্ভ করলেন এবং এর অশ্রুতপূর্ব সুললিত বাণী, অবর্ণনীয় কমনীয়তা ও অপরূপ মিষ্টতা তাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'ল, তখন তারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবাবিষ্ট এবং হতচকিত হয়ে পড়ল। ইতিপূর্বে কুরআন পাঠের সময় তারা যেভাবে গণ্ডগোল করত সেরকম গণ্ডগোল করা তো দূরের কথা; বরং আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে তারা কুরআন তেলাওয়াত শুনতে থাকল।

তাদের অন্তরে অন্য কোন ভাবের উদ্রেকই হ'ল না। এভাবে যখন নবী করীম (ছাঃ) উক্ত সূরার শেষের আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকলেন, তখন তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হ'তে লাগল। তিনি যখন 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা কর এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর' *(নাজম ৬২)*! এ আয়াত পাঠ করে সিজদা দিলেন, তখন আত্মসমাহিত অবস্থায় সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় কালামে পাকের অলৌকিক কমনীয়তা, মহিমাময় মাধুর্য এবং নিঃসর্গীয় নির্দেশনা অহংকারী ও বিদ্রূপকারী কুরাইশদের চৈতন্যকে এমনভাবে প্রভাবিত এবং বশীভূত করে ফেলেছিল যে, সিজদায় লুটিয়ে পড়া ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না।[২৮]

সাইয়েদ কুতুব (রহঃ) হা-মীম সাজদার ২৬ নং আয়াতে কাফেরদের উক্তি কুরআনের ভাষায় 'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ কর না এবং কুরআন পাঠের সময় চেঁচামেচি শুরু করবে, তাহ'লেই তোমরা বিজয়ী হবে' এ সম্পর্কে বলেছেন- 'এখানেও কুরআনের সম্মোহনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের ভয় ছিল যদি সুষ্ঠুভাবে কুরআনকে শুনতে দেয়া হয় বা শুনা হয়, তবে তার প্রভাব শ্রোতার উপর অবশ্যই পড়বে এবং সে তার অনুসারী হয়ে যাবে। কাজেই সকাল-সন্ধ্যায় যাতে কেউ কুরআন শুনেই মোহগ্রস্ত হ'তে না পারে, সেজন্যই শোরগোল করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য তাদেরকেও প্রতিনিয়ত কুরআন আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু যাদের ভিতর সামান্য মাত্রায় হ'লেও আল্লাহভীতি ছিল শুধু তারাই তাদের জাহেলিয়াতের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। যদি তারা এতে প্রভাবিত না হ'ত কিংবা প্রভাবিত হওয়ার ভয় না থাকতো তবে অনর্থক কেন তারা কুরআনের বিরুদ্ধে এত কাঠখড় পোড়াল? এতেই প্রমাণিত হয়, এ কুরআনের আকর্ষণ কত তীব্র, কত দুর্নিবার।[২৯]

---

২৫. আস-সীরাহ আন-নাবাবিইয়াহ ১/৩১৫-৩১৬ পৃঃ।
২৬. কুরআন পরিচিতি, পৃঃ ২৫৯-২৬০।
২৭. ওবায়দুল হক মিয়া, আল-কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ৭।
২৮. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৯৩-৯৪।
২৯. আল-কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য, পৃঃ ২৬।

প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতাঃ

১. প্রখ্যাত খৃষ্টান মনীষী নলডেক বলেন, 'গ্রন্থটি (কুরআন) তার বাণীর মাধ্যমে শ্রোতাদের হৃদয়-মনে দৃঢ়তার সাথে এত বেশী প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল, যার ফলে সমস্ত বিচ্ছিন্ন, বহির্মুখী ও পরস্পর বিরোধী সত্তা একটি অখণ্ড ও সুসংগঠিত সংঘে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল'।

২. বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি ও দার্শনিক ভন গুয়েথ বলেন, 'যতবারই আমরা এই গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তা আমাদেরকে আকৃষ্ট, বিস্ময়াপ্লুত এবং পরিশেষে শ্রদ্ধাবনত করে তোলে। বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এর রচনাশৈলী বলিষ্ঠ, উন্নত ও সময় সময় ভীতি উৎপাদনকারী এবং সত্য সত্যই সমুন্নত ও সুসমৃদ্ধ। এভাবেই এই গ্রন্থ যুগে যুগে একটি অতি সম্ভাবনাময় শক্তি হিসাবে প্রভাব বিস্তার করে যাবে'।

৩. ওলিয়ারী বলেন, "The Quran is powerful enough to conquire the tearts". অর্থাৎ 'কুরআন মানুষের অন্তর জয়ে পরম আকর্ষণীয় ও মনোরম মোহনীয় শক্তির অধিকারী'।[৩০]

৪. ডঃ ষ্টীনগেস বলেন, 'মন্ময় ও সাধারণ সৌন্দর্যতাত্ত্বিক আদর্শের বিচারে এ গ্রন্থের সাহিত্যিক উৎকর্ষ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বরং এর মূল্যায়ন হ'তে পারে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সমসাময়িক ও স্বদেশীয় জনসাধারণের উপর এর প্রভাবের সাহায্যে। এ গ্রন্থ তার শ্রোতার হৃদয়ে এমন নিমগ্ন নিবিড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, তাদের পরস্পর বিরোধী মানসিকতা ও বৈশিষ্ট্য সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে একটি অনুপম আদর্শ জীবন কাঠামো নির্মিত হয়েছিল'।

৫. জে. মারগোলিয়াথ বলেন, 'কুরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দেয়া ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে এটি সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু তা যে বিশাল মানবগোষ্ঠীর উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে, তা আর কোন ধর্মগ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয়নি'।

৬. মহাকবি গ্যোটে বলেন, 'আমরা যতই গ্রন্থের (কুরআনের) নিকটবর্তী হই অর্থাৎ যতই মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি, এটি ততই আমাদেরকে মুগ্ধ এবং আশ্চর্যান্বিত করে এবং পরিশেষে আমাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করে। এরূপে এর প্রত্যেক অধ্যয়নকারীর অন্তরে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে'।

৭. তিনি আরো বলেন, 'যত বেশী বিরক্তি নিয়েই আমরা এই গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন? সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থ সকল বিরক্তির অবসান ঘটায়, পাঠককে শান্ত ও সন্তুষ্ট করে, আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পাঠককে বাধ্য করে। উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এর স্টাইল, এর ভাষা এত বেশী জোরালো, প্রত্যয় দীপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ যে, যে কোন যুগে ও কালে যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এই গ্রন্থ সঠিক অর্থেই শাশ্বত ও জীবন্ত গ্রন্থ হিসাবে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম'।[৩১]

৮. দি পপুলার ইনসাইক্লোপেডিয়াতে (The popular Encyclopaedia) বলা হয়েছে, 'কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাব এত মনোমুগ্ধকর যে, ২৩ বছরের মধ্যে আরবের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। পৌত্তলিকগণকে একত্ববাদী, কলুষিত অন্তর ও দুশ্চরিত্রদেরকে অপূর্ব ধার্মিক, পবিত্র, চরিত্রবান, নির্দয়-নিষ্ঠুরতাকে পরম দয়াশীল, অসত্য কলহপ্রিয় জানোয়ারের মত মানুষগুলিকে একতা ও শৃঙ্খলাপ্রিয়, অলস ও সাহসহীনকে ধর্মপ্রিয় বীর পুরুষ করেছিল'।

৯. ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী গোমতী মাদ্রাজ থেকে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত 'কৌমুদ' পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'আমি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছি, কিন্তু কুরআন আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এর সহজ সরল প্রাণোচ্ছল বক্তব্য যে কোন মানুষকে মুগ্ধ করবে'।[৩২]

১০. পাশ্চাত্য মনীষী জীমী বলেন, 'কুরআনের বৈশিষ্ট্য এই যে, কুরআন শ্রবণে অন্তরাত্মা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং ঈমান ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায়'।[৩৩]

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, কুরআনের প্রভাববিস্তার ক্ষমতা অপরিসীম। যদি কুরআন বুঝে পড়া যায় অথবা সুন্দর লেহানের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা হয়, তবে তা অবশ্যই শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে সন্দেহ নেই। এটা কুরআনের অলৌকিকতার অনবদ্য দলীল নয় কি?

[সমাপ্ত]

---

৩০. ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, আধুনিক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০০ অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে আল-কুরআন (ঢাকাঃ ইশায়াতে ইসলাম কুতুব খানা, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৩৩, ৪৭ ও ৫০।

৩১. ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, কমপিউটার ও আল-কুরআন (ঢাকাঃ ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ১৩১-৩২, ১৩৭ ও ১৫০।

৩২. আধুনিক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০০ অমুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে আল-কুরআন, পৃঃ ৪১ ও ১৬।

৩৩. খাছায়িছুল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ২১৯।

অব্যক্ত শক্তি 'নফ্স'

-রফীক আহমাদ*

'নফ্স' আরবী শব্দ। এর অর্থঃ প্রাণ, আত্মা, মন, অন্তর, হৃদয়, ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি। নফ্স মানব জীবনের একটি অমূল্য শক্তি। পৃথিবীতে এর উপযোগিতা বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। বিশ্বজগতের প্রতিটি মানুষ এই মহামূল্যবান রাজকীয় মহাশক্তির অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ এর উপর হস্তক্ষেপ করতে মোটেও সক্ষম নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি অদৃশ্য শক্তি। এই শক্তির শুভ আশীর্বাদ যেকোন ব্যক্তিকে অকল্যাণের অভিসম্পাত হ'তে আত্মসম্মান রক্ষায় সহায়তা করে। অপরদিকে এর অশুভ তৎপরতা যেকোন ব্যক্তিকে অমনোযোগী করে অপমান ও অপদস্থ করে এবং অবশেষে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

মানুষের এই নফ্স, যা তার অন্তরেই সীমাবদ্ধ, এর সম্প্রসারণ ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর সংরক্ষণ ব্যবস্থাও অত্যন্ত সুদৃঢ়। দৈহিক বা আত্মিক পার্থক্যের মতই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর বা জ্ঞানের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। তবে বহির্দেশের আশ্চর্যতম সৃষ্টি অপেক্ষা অদৃশ্য সৃষ্টি 'নফ্স'-এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশী। এই নফ্সের অনাবিল তাড়নায় আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম এক অনভিপ্রেত ঘটনার শিকার হন। ঐতিহাসিক এই ঘটনার অপরিণামদর্শী ফলাফল আবহমানকাল ধরে বিশ্বের সকল ঈমানদার মুসলমান নর-নারী অবগত আছে। অবশ্য এই ঘটনার কাহিনী অবলম্বনেই নফ্সের প্রথম অসংযমরূপ আত্মপ্রকাশ করে। মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর ফেরেশতাকুলকে আদম (আঃ)-এর সম্মুখে সিজদা করতে আদেশ করেছিল। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে অভিসম্পাত করেছিলেন। কিন্তু পরে তার আবেদনক্রমে আল্লাহ তাকে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে কলাকৌশল প্রদান পূর্বক বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা দান করেন। আল্লাহ্র প্রিয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মানব সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই অনুমোদন দেওয়া হয়। ইবলীস শয়তান তার প্রথম অভিযানেই সফল হয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে (ইবলীস) বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি, তবে তা একারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক সে তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফলভোগ আছে। তিনি বললেন, তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আ'রাফ ১৯-২৬)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি' *(ত্বাহা ১১৫)*। এই সূরার পরবর্তী আয়াতের বাণী হচ্ছে- 'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? অতঃপর তারা উভয়ই এর ফল ভোগ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হ'লেন এবং তাকে সৎ পথে আনয়ন করলেন' *(ত্বাহা ১২০-১২২)*।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 'নফ্স'-এর উপর শয়তানের প্রভাব ও প্রথমার্ধের বিজয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানবদেহের অবিচ্ছেদ্য ও মূল্যবান অদৃশ্য অঙ্গ নফ্স বা অন্তরের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞানের একটি নিদর্শন স্বরূপ

* শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

শয়তানকে এই সুযোগ দান করেন। এতদ্সংগে মানুষকেও সতর্ক করেছেন, শয়তানের চক্রান্ত হ'তে আত্মরক্ষাপূর্বক সম্ভাব্য পূতঃপবিত্র থাকতে। হযরত আদম (আঃ) মহান আল্লাহপাকের নিষেধবাণী ভুলে গিয়েছিলেন এবং সরলতার জন্য মানসিকভাবে দৃঢ় থাকতে না পেরে শয়তানের কথামত কাজ করেছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য শয়তান আর কোনদিন হযরত আদম (আঃ)-এর ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু কিছুকাল পর হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবীল ও ক্বাবীলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'লে ক্বাবীল নফ্সের তাড়নায় হাবীলকে হত্যা করে। এভাবে শয়তান নফ্সের মাধ্যমে তার হীনকৌশল প্রয়োগ করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। কালক্রমে পৃথিবীতে শয়তানের তাবেদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্র অনুগত ও প্রিয় চিন্তাশীলগণ অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী অবলোকন করেন। তাঁরা পরম ধৈর্যসহকারে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, অবুঝ ও দুষ্টলোকদের সৎ পথে আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু শয়তান তার কৃত্রিম প্রীতির মুগ্ধতায় নফ্স বা অন্তরের উপর বিজয়ী হয়ে যায়। পৃথিবীর লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, আকর্ষণীয় ধন-সম্পদ. অতুলনীয় সৌন্দর্য মানবত্ত্বকে অস্বীকার করে নফ্স বা কল্পনার বশীভূত হয়ে যায়।

এভাবে যখন যে জাতি বা সম্প্রদায় আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ অমান্য করে নিদারুণভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ত, নবী-রাসূলগণকেও এরা মিথ্যারোপ করত এবং সময় সুযোগমত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তখন সে জাতির উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গযব নেমে আসত। এসব ঘটনাবলীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল, হযরত নূহ (আঃ), হযরত লূত্ব (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর ক্বওমের সীমালংঘনকারী দলের ধ্বংসকাহিনী। এরা জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ চরম সুখ-স্বাচ্ছন্দে ছিল। এদের চক্ষু অন্ধ ছিল না, কিন্তু বক্ষস্থিত মনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এরা প্রকাশ্য নির্লজ্জ অপরাধে সীমালংঘন করলে আল্লাহ তা'আলা ঐ পাপীদলকে যুগে যুগে বিভিন্ন আযাব ও গযব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দেন। পবিত্র কুরআনে এসব ধ্বংসকাহিনী চমৎকারভাবে একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকে শয়তানের কূচক্রান্ত হ'তে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই পাক-কালামে বিস্তারিত (সতর্কবাণী) ধ্বংসকাহিনী অবতীর্ণ হয়েছে।

যাহোক, আমরা নফ্সের বৈচিত্র্যময় ভাসমান প্রবাহমালাকে প্রধাণতঃ তিনভাগে বিভাজন করতে পারি। (১) প্রথমভাগ সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র অনুকূলে, (২) দ্বিতীয়ভাগ সহিংস প্রতিকূলতায় নিয়োজিত, (৩) তৃতীয়ভাগ উপরোক্ত উভয়ভাগের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

(১) বিশ্বজগতের বুকে আল্লাহপাকের মহান দরবারে প্রকৃত আত্মসমর্পনকারীর দল খুবই নগণ্য। এরাই আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রথম দল। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'লঃ নফ্সের উপযোগিতা সাধারণতঃ মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে উৎপত্তি লাভ করে এবং মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে বা জোরালো আহ্বান জানায়। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও সাধনার বলে সে নফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে এবং মন্দকাজ বা ভুল-ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হয়। এরপর ধীরে ধীরে মন্দ ও অপরাধমূলক কাজ হ'তে বিরত হয়ে যায় এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য নিজেকে তিরস্কার করে। এমনকি সৎকাজ ও সৎচিন্তার মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ করার কামনা-বাসনায় মুমিন ব্যক্তিরা নিজেকে তিরস্কারই করে। কেননা নফ্স ইচ্ছা করলে আরও অনেক বেশী সৎকর্ম করতে পারত বলে ঈমানদার ব্যক্তিরা ধারণা করে থাকেন। মুমিন ব্যক্তির এই ধারণার উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই অতীব উচ্চমর্যাদা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। নফ্সের অসাধারণ গুরুত্বের অনুকূলে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, 'আমি শপথ করি ক্বিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করি সেই নফ্সের যে নিজেকে ধিক্কার দেয়' *(ক্বিয়ামাহ ১-২)*। এখানে ক্বিয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের সতর্ক ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে।

ক্বিয়ামত আসন্ন ভবিষ্যতের এক ভয়াবহ ও অবর্ণনীয় তথা অকল্পনীয় সৃষ্টি। অনুরূপ মাপকাঠিতে 'নফ্সে লাওয়ামার' বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। 'নফ্সে লাওয়ামা'র দ্বারা এমন নফ্স বুঝানো হয়েছে, যে নিজের কর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এমনকি মুমিন বান্দাও সর্বাবস্থায় নিজের সৎকর্মসমূহকে আল্লাহ্র শানের মোকাবিলায় যথেষ্ট নয় বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এরূপ নফ্সের অধিকারীরা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। মহাপবিত্র নফ্সের প্রতি সন্তুষ্টির উজ্জ্বল স্বাক্ষর স্বরূপ মহান আল্লাহ্র বাণীঃ 'হে প্রশান্ত মন বা নফ্স, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ফজর ২৭-২৯)*। এখানে মুমিনদের আত্মা বা মনকে প্রশান্ত বা অতিশয় শান্ত সম্বোধন করা হয়েছে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করা যায়। পবিত্র কালামে নফসের সাদৃশ্য আরও বহু আয়াত রয়েছে, যা সামান্যতম ঈমানদার বান্দাকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে সংশোধনের পথে আনতে ও সে পথে বহাল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(২) নফসের দ্বিতীয় ভাগে বিপুল সমর্থক ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান। কারণ নফসের উপর মহান আল্লাহপাকের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকলেও শয়তানকে কিছু ছাড় দেওয়ার

কারণে সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। শয়তান মন্দ, নির্লজ্জ অপকর্মগুলিকে মানুষের চোখে শোভনীয় ও আকর্ষণীয় করে নফসকে প্রতারিত করতে সক্ষম হচ্ছে। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন হ'তেই মানুষের সুকোমল নফ্সের উপর শয়তানের কুশ্রী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষ তথা মানুষের মনকে স্বাধীন ক্ষমতা দান করেছেন। ফলে সে নিজেকে মাত্রাতিরিক্ত অধ্যায়ে স্থানান্তর করে ফেলে। এ ছাড়া বাস্তব জগতে দ্রুতগতি সম্পন্ন আলো, তাপ, শব্দ, বিদ্যুৎ, বায়ু ইত্যাদি শক্তিগুলির যেকোনটি অপেক্ষা নফস-এর গতি অনেক অনেক গুণ বেশী, যা নির্ণয় করা কোন জ্ঞানী বা বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনই এর সঠিক গতিবেগ অবগত আছেন। যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করলে আল্লাহ্ও তাকে দেখেন, তার খবর রাখেন, এতে এক সেকেণ্ড সময়েরও প্রয়োজন হয় না। এরপর ইচ্ছা করলেই নফস বা আত্মার সাহায্যে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, বৃটেনের মত বহু দূরবর্তী দেশগুলির রাজধানীও এক সেকেণ্ডের মধ্যে ভ্রমণ করা অতীব সহজ। অনুরূপভাবে নফ্স বিশ্বজগতের ভাল-মন্দ, উত্তম-অধম, পবিত্র-অপবিত্র, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, সত্য-মিথ্যা, সৎকর্ম-অপকর্ম, প্রশান্ত-অশান্ত, সুন্দর-অসুন্দর, উন্নত-অনুন্নত ইত্যাদির অমূল্য উপযোগিতা পরিপূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল। এভাবে শেষ পর্যন্ত ইহা বিশ্ব সমুদ্রের মহানাবিকরূপে আবির্ভূত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিস্মৃতি ঘটে।

বর্তমান সমাজে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ব্যভিচার, সন্ত্রাস, মিথ্যা, নির্লজ্জ অপকর্ম, মারাত্মক অপরাধ ইত্যাদিতে নফ্স-এর দুর্লভ আক্রমণ নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। এতে শুধু নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই নয়; বরং উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও অতি সংগোপনে নানারূপ জঘন্য পেশায় লিপ্ত রয়েছে। আর এদের সহায়তা বা প্রশ্রয় দিচ্ছে দেশের কোন না কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনও। এদের মধ্যে পরপার বা আখেরাত চিন্তা বিলুপ্ত প্রায়। যদিও সন্ত্রাস, খুন, ব্যভিচার ইত্যাদি আতঙ্কজনক, তবুও আমাদের জনগণ এটাকে বরণ করে নিয়েছে এবং এদের সঙ্গে মিশেই বসবাস করছে। ফলে নফ্সের পবিত্রতার বিনিময়ে অপবিত্রতার হারই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতেও এরূপ বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে। তন্মধ্যে পাক কালামে বর্ণিত নমরূদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, হামান, ক্বারূন, আবরাহা ইত্যাদি মহানায়কের সদলবলে ধ্বংসের কাহিনী বর্তমান প্রজন্মের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

(৩) উল্লিখিত মহাসত্যের কাহিনী অবলম্বনেই নফ্স বা হৃদয়ের তৃতীয় বা মধ্যমপন্থী দলের অবস্থান। এরা আবহমানকাল ধরে আল্লাহ ও তাঁর নবী-রাসূলগণকে ভালবেসেছে একান্ত গোপনে ও প্রকাশ্যে। উদাহরণস্বরূপ হযরত মূসা (আঃ) তাঁর অনিচ্ছাকৃত ক্বিবত্বী হত্যার ঘটনায় সন্দেহাত্মক মনভাব নিয়ে শহরে প্রবেশ করলে, তাঁর এক অজ্ঞাত হিতৈষী তাঁকে যে খবরটি দিয়েছিল তা পবিত্র কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- 'এসময় শহরের প্রান্ত থেকে ছুটে এল এক ব্যক্তি এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাংখী। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন 'হে আমার পালনকর্তা। আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর' *(ক্বাছাছ ২০-২১)*।

আলোচ্য আয়াতে দু'জন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা। এখানে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর দলের লোকটিকে সাহায্য করার জন্য ক্বিবত্বীকে একটা ঘুসি মেরেছিলেন, হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। এটা নফসের প্ররোচনায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভাবেই ঘটেছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেন। অপর একব্যক্তি মূসা (আঃ)-কে গোপনে ভালবাসত, সে তার নফসের স্বচ্ছতার কারণে তাড়াতাড়ি হযরত মূসা (আঃ)-কে রাজ্যসভার গোপন সংবাদটি পৌঁছে দিয়েছিল। বাস্তব জগতে এরূপ আরও বহু ঘটনাপ্রবাহ রয়েছে, যা মানুষের বা সমাজের অজান্তেই থেকে যায়। যেমন- একজন আল্লাহভীরু বা ধর্মভীরু ব্যক্তিকে অপর একজন অচেনা ধর্মভীরু ব্যক্তি নৈতিক কারণেই ভালবাসে। যেহেতু নফস বা অন্তরের আহুত-অনাহুত সার্বক্ষণিক ভাবাবেগ, মহান আল্লাহ্র পরিপূর্ণ আয়ত্ত্বের বহু ইঙ্গিত রয়েছে। তাই বহু রক্ষণশীল বান্দা নফসের কুপ্রবৃত্তি দমনে তীব্র ভূমিকা পালন করে। ঘটনাক্রমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নফসের চাপে উজ্জীবিত হয়ে সম্ভাব্য হালকা অন্যায় বা অবিচার হয়ে যায়, যা তওবার মাধ্যমে সংশোধন যোগ্য আশা করা যায়। যেহেতু শিরক ছাড়া অন্য যে কোন পাপ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করতে পারেন, কাজেই আমরা নফস, হৃদয় বা অন্তরের অযাচিত প্ররোচনায় ছোট-বড় যেকোন ভুল বা পাপের ক্ষমা ভিক্ষার আশা রাখি।

উপসংহারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নফসের বিচিত্র শাখা প্রশাখার একক প্রভু আল্লাহ। এ প্রভুত্বে ইবলীস বা শয়তানের বিন্দুমাত্র অংশও নেই। শুধুমাত্র তাকে মানুষের ক্ষতি করার জন্য হীন ও দুর্বল কৌশল প্রদান করা হয়েছে। কাজেই নফসের সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে সতর্কতা অবলম্বনই সর্বোত্তম জ্ঞানীর পরিচয়। কারণ নফ্সের বা অন্তরের গোপনীয় যে কোন সৎ বা অসৎ চিন্তা, ষড়যন্ত্র, উত্তম-অধম ইত্যাদির অবয়ব মহান আল্লাহ্র দরবারে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। এগুলির সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী ফায়ছালা বা বিচার হবে ক্বিয়ামত দিবসে। কিন্তু স্বয়ং ইবলীসের মত কিছু সীমালংঘনকারী বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তি পৃথিবীতেই নিকৃষ্টভাবে লাঞ্ছিত হবে। যেমন শয়তান হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে পথভ্রষ্ট করার জন্য তৎকালীন সেরা সুন্দরী নারীর প্রলোভনে প্ররোচিত করেছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) নফস বা অন্তরের দ্বারা চরম আক্রান্ত হ'লেও আল্লাহ্র রহমতে আত্মসমর্পণ করে

নেন। এসময় তিনি যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন তা পবিত্র কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু' *(ইউসুফ ৫৩)*। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়, শয়তান নফসের অভ্যন্তরে তাঁর উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিল এবং তাঁকে হতবুদ্ধি করার উপক্রমই করে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণীতে ও মানসিক দৃঢ়তায় এই অপরিণামদর্শী সর্বনাশ হ'তে তিনি রক্ষা পান। সংযমের এই অতুলনীয় ইতিহাস সারা মুসলিম মিল্লাত চিরদিন বিশেষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে এবং একান্ত নির্জনে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে আত্মশুদ্ধি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ হবে।

'নফ্স' সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে আমাদের প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাছাড়াও নফস, অন্তর, মন, ইচ্ছা, ক্বলব ইত্যাদি অযাচিত শক্তিগুলির কবল হ'তে আত্মরক্ষার আরও অধিক উপায় অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারীকে অন্তিমকাল পর্যন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হবে। এজন্য মহাবিচারক আল্লাহ্র পথের মহাপথিকের আদর্শের প্রতি নীরব-নিস্তব্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় তথা আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় লাভের আবেগে নিবিড় নির্জনে ক্রন্দনরত অবস্থায় আত্মনিবেদন বা দো'আ করতে হবে। কারণ নফ্স বা অন্তরের প্রশস্ততা চিন্তা, গবেষণা বা সাধনার সমন্বয়ে অনেক উন্নত হ'তে পারে। অতএব আমাদের যে কোন দুর্বল ধ্যান-ধারণাকে উৎকৃষ্ট মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। অতীব দয়ালু ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ তা'আলা নফসের উদ্দেশ্যহীন বা অলীক তৎপরতা হ'তে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন!!

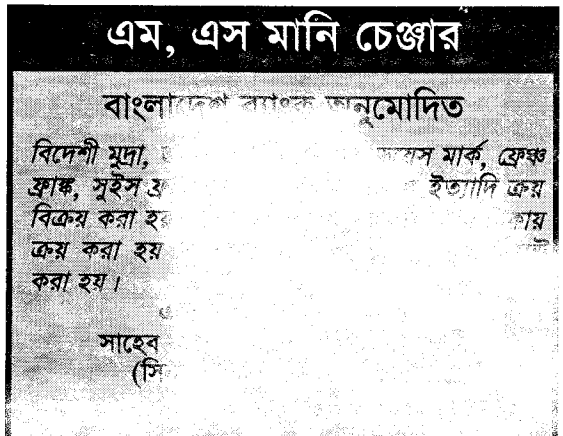

সততা ও সত্যবাদিতাঃ মুমিন চরিত্রের অন্যতম গুণ

*-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক**

আরবী "صِدْقٌ" 'ছিদকুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য, সততা সত্যবাদিতা। মুমিন চরিত্রের অন্যতম বিশেষ গুণ হচ্ছে সততা ও সত্যবাদিতা। সততা বলতে শুধুমাত্র সত্যবাদিতাকেই বুঝায় না। কথায় ও কাজে এক থাকা, মুখে ও অন্তরে, বিশ্বাসে ও আমলে একমুখী হওয়া এবং নির্ভেজাল-নিখাদ ও খাঁটি হওয়াকেই বলা হয় 'ছিদ্ক্ব' বা সততা। সততার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের উপর যেকোন অবস্থাতেই অটল-অবিচল থাকা এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা। হযরত আবুবকর (রাঃ) ছিলেন এ সর্বোত্তম গুণের অধিকারী। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে 'ছিদ্দীক্ব' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল এবং সত্যবাদীদের দলভুক্ত হয়ে যাও' *(তওবা ১১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সত্যানুসারী হওয়া উচিৎ। কেননা সত্যবাদিতা পূণ্যের দিক প্রদর্শন করে। আর পূণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার নাম সত্যবাদী বলে লিখা হয়'।[১]

সততার বিপরীত হচ্ছে মিথ্যাচার ও মুনাফেক্বী। মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল বা তারতম্য দেখা গেলেই সততার অভাব ধরা পড়ে। এ ধরনের মানুষকে কেউ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে না। বরং সমাজের জন্য বিপজ্জনক মনে করে। সুবিধাবাদী লোকের আচরণ সাধারণতঃ এ রকম হয়ে থাকে এবং যখন যেদিকে সুবিধা দেখে তখন সেদিকেই দৌড়ায়। কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ তা বিচার করে না। ষোলআনাই লাভের প্রত্যাশায় ও ব্যক্তিস্বার্থ হাছিলের কামনায় ব্যস্ত থাকে। এ ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা যেমন ভালবাসেন না, তেমনি সমাজেও তারা হয় ঘৃণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে মিথ্যুক বলে লিখা হয়'।[২]

---

* *ডি,এইচ,এম,এস, (হোমিওপ্যাথ)। কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

১ ও ২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪ 'আদব' অধ্যায়, 'জিহ্বা সংযত, গীবত ও গালমন্দ' অনুচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, 'যখন বান্দা মিথ্যা কথা বলে, তখন (তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত) ফেরেশতা মিথ্যার দুর্গন্ধে একক্রোশ দূরে চলে যায়।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল এবং সরল-সত্য কথা বল' *(আহযাব ৭০)*। সততা হচ্ছে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সততার উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির নিকট হেদায়াতের জন্য যে সকল নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। সততাই ছিল তাঁদের চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। অসত্য, অন্যায়, যুলুম, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি আল্লাহদ্রোহী কার্যকলাপে মানব জীবনকে যখন নিষ্পেষিত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তখন এ সকল নবী ও রাসূল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের পয়গাম নিয়ে এসে তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন।

মহানবী (ছাঃ) মানব জাতির মুক্তির লক্ষ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম বা শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। এই সত্যের স্থান সবকিছুর উপরে। তাই সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে যদি নিজের আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা, এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, তবুও ইতস্ততঃ করা চলবে না। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে সে বিত্তশালী হৌক অথবা বিত্তহীন হৌক তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বাবস্থায় যা সত্য ও ন্যায্য তার উপরই সুদৃঢ় থাকতে হবে। কেননা ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত শত্রুতা যতই আসুক না কেন হক্ব-এর উপর যাতে কোনরূপ বিরূপ প্রভাব না আসে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

অপর দিকে অর্থ-সম্পদ ও লোভ-লালসার কবলে পড়ে সততা থেকে বিন্দুমাত্র পিছপা হওয়া চলবে না। এজন্য একজন সত্যনিষ্ঠ মুমিনের আসল পরিচয় হচ্ছে, সে সবসময় এবং সর্বাবস্থাতেই সত্যবাদী। কোন প্রকার লোভ-লালসা, স্বজনপ্রীতি, ভয়-ভীতি তাকে সত্যপথ থেকে পদস্খলিত করতে পারে না। তাই দ্বীন ইসলামের হেফাযতের জন্য সে যেকোন প্রকারের ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-মুছীবত বরদাস্ত করতে প্রস্তুত থাকে। সে যেমন সহজ-সরল পথে চলতে চায়, তেমনি সত্যকথা বলতে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।

আজকাল অধিকাংশ লোকই সততার ধার ধারে না। কোর্ট-কাচারীতে, বিচার-শালিশে হর-হামেশা লক্ষ্য করা যায় মিথ্যাচারের ছড়াছড়ি, সত্য যেন মিথ্যার কাছে পরাজিত। ফলে মিথ্যাই সত্যের উপর বিজয়ী হচ্ছে। মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে প্রকৃত অপরাধী বেকসুর মুক্তি পাচ্ছে। অপরদিকে নিরপরাধী জেল-জরিমানার শিকার হচ্ছে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সততার তোয়াক্কা না করে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য খাদ্যদ্রব্যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রে চলছে ভেজাল। তাছাড়া বেচা-কেনায় মাপেও রয়েছে কম-বেশীর কারসাজি।

৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৪৪ 'আদব' অধ্যায়, 'জিহ্বা সংযত, গীবত ও গালমন্দ' অনুচ্ছেদ।

সততা মুমিনদের জন্য একটি পরীক্ষা স্বরূপ। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে হয়তবা তাকে অভাব-অনটনে, এমনকি বিপদ-আপদ বা কঠিন ঝুঁকির মধ্যেও পড়তে হ'তে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে, ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবুও সততা থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। তাহ'লে তারাই হবে সফলকাম ও নাজাতপ্রাপ্ত দল।

বর্তমান সমাজ, দেশ ও জাতি আজ বিপর্যস্ত, বিদগ্ধ, নিপীড়িত ও দিশেহারা। সুদ-ঘুষ, যেনা-ব্যভিচার, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, লুটতরাজ, চুরি-ডাকাতি, খুন-যখম প্রভৃতি ন্যাক্কারজনক কাজে দেশ সয়লাব। বন্টন ও বিচার ক্ষেত্রে চলছে দুর্নীতি। এসবের মূল কারণই হচ্ছে সততা ও ন্যায়নীতি থেকে সরে পড়া; মিথ্যাচার, লোভ-লালসা, আমিত্ব ও কর্তৃত্বকে বজায় রাখা; আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্যক্তি বিশেষের মতানুযায়ী চলা ও তাদের তাবেদারী করা; ইসলামী বিধি-বিধানের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটানো, ত্বাগূতের সাথে হাত মিলানো এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্যের ধোঁকাবাজি গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

যারা গণতন্ত্রে পুরোপুরি বিশ্বাসী, দ্বিমুখী স্বভাবের, যারা ইসলামকে স্রেফ ছালাত, ছিয়াম, হজ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তারা প্রকৃতপক্ষে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ধার ধারে না। এরা মুখে ইসলামের বুলি আওড়ালেও এদের অন্তরে রয়েছে কুটিলতা।

কোন জাতির মধ্য থেকে যদি সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বিদায় নেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে সে জাতির ধ্বংস অতি নিকটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا- 'আর যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার বিত্তশালী লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আমার বিধান কার্যকরী হয়ে থাকে। আর আমি তাদেরকে সমূলে নিপাত করে দেই' *(বনী ইসরাঈল ১৬)*।

বস্তুতঃ ঈমানের মূল কথাই হচ্ছে সততা। আর সততাই হ'ল একটি আদর্শমুখী সমাজের ভিত্তি। কোন সমাজের মানুষের মধ্যে যদি সততা থাকে তবে তারা কখনও একে অপরকে ঠকাবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, ওয়াদা করলে তার খেলাপ করবে না। এ ধরনের সমাজের মানুষ এ দুনিয়াতেই জান্নাতের নে'মত অনুভব করতে পারে। কারণ তাদেরকে শাসন করে কোন পুলিশ বা সেনাবাহিনী নয়; বরং সর্বশক্তিমান সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের তীব্র অনুভূতি। সততা না থাকলে ঈমান আছে কি নেই তা বুঝার কোন উপায় থাকে না। মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সততার উপরই।

মহান আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সকল মুসলিম নর-নারীকে সততার উপর অটল-অবিচল থাকার এবং সার্বিক জীবন পরিচালনা করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(٥٩) عن عبد الله بن سرجس أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهى أَنْ يُّبَالَ فِيْ الْحُجْرِ قَالُوْا لِقَتَادَةَ مَايُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِيْ الْحُجْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ" رواه ابوداؤد-

(৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনে সারজেস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। ছাহাবাগণ কাতাদাহ (রাঃ)-কে গর্তে পেশাব করা অপসন্দনীয় কেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, বলা হয় যে, গর্ত জিনদের বাসস্থান' *(আবুদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ।[১]

(٦٠) عن انس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَرَأَ فِيْ إِثْرِ وَضُوْئِهِ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِيْ دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ اللّٰهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ -

(৬০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ শেষে (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) *(ক্বদর ১)* আয়াতটি একবার পাঠ করবে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে দু'বার পাঠ করবে, তার নাম শহীদদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন নবীদের সাথে উঠানো হবে। হাদীছটি জাল।[২]

(٦١) عن عبد الله ابن مسعود أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَافِيْ أَدَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ رواه ابوداؤد-

(৬১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিনের রাতে বলেছিলেন, 'তোমার চামড়ার পাত্রে কি কি রয়েছে'? আমি বললাম, খেজুর ভিজানো পানি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, খেজুর বৈধ এবং তার পানি পবিত্র' *(আবুদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ।[৩]

(٦٢) عن ثوبان قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثٌ لَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّفْعَلَهُنَّ لَايَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَايَنْظُرْ فِيْ قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَّسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَايُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ" رواه ابوداؤد-

(৬২) ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, তিনটি কাজ কারু জন্য করা হালাল নয়। (১) কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করা অবস্থায় শুধু নিজের জন্য দো'আ করা। যদি কেউ এরূপ করে তাহ'লে সে তাদের খেয়ানত করবে। (২) অনুমতি ছাড়া কারু বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্য করা। যদি কেউ করে তাহ'লে সে খেয়ানত করবে। (৩) পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন থাকলে প্রয়োজন পূরণ না করে ছালাত আদায় করা' (আবুদাঊদ)। হাদীছটি জাল।[৪]

(٦٣) عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

(৬৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন কুকুর তোমাদের পাতিলে মুখ দেয় তাহ'লে তা মাটি দ্বারা পরিষ্কার কর এবং তিনবার পানি দ্বারা ধৌত কর'। হাদীছটি যঈফ ও মুনকার।[৫] উল্লেখ্য যে, তিনবার ধৌত করার প্রমাণে উপরোক্ত হাদীছটি যঈফ। তবে সাতবার ধৌত করার হাদীছটি ছহীহ।[৬] সুতরাং তিনবার নয় সাতবার ধৌত করতে হবে।

(٦٤) عن مجاهد قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيْحًا فَقَالَ لِيَقُمْ صَاحِبُ الرِّيْحِ فَلْيَتَوَضَّأْ فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ أَنْ يَّقُوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقُمْ صَاحِبُ هٰذَا الرِّيْحِ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اَفَلَا نَقُوْمُ كُلُّنَا نَتَوَضَّأُ فَقَالَ قُوْمُوْا كُلُّكُمْ فَتَوَضَّأُوْا-

(৬৪) মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়ুর গন্ধ পেয়ে বললেন, বায়ু ছাড়া ব্যক্তি যেন বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে ওযূ করে আসে। কিন্তু লোকটি যেতে লজ্জাবোধ করল। নবী করীম (ছাঃ) আবারো অনুরূপ বললেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হকের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমরা সকলে কি উঠে গিয়ে ওযূ করে আসব? নবী করীম

** সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৬০০৩ ও ৬৩২৪; ইরওয়াউল গালীল ১/৯৩ পৃঃ, হা/৫৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৯; যঈফ নাসাঈ হা/৩০।

২. আলবানী, সিলসিলাতু আহাদীছিয যাঈফা ২/৬৪৬ পৃঃ হা/১৪৪৯।

৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৪ পৃঃ ১৭; যঈফ তিরমিযী হা/১৩; তাহকীক মিশকাত হা/৪৮০ 'ত্বাহারাত' অধ্যায়, 'পানির হুকম' অনুচ্ছেদ।

৪. যঈফ তিরমিযী হা/৫৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৯০; তাহকীক মিশকাত হা/১০৭০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাতের জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

৫. সিলসিলা যাঈফাহ ৩/১২৭ পৃঃ হা/১০৩৭। ৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯০।

(ছাঃ) বললেন, তোমরা সবাই ওযূ করে এসো' *(ইবনু আসাকির)* হাদীছটি বাতিল।[৭]

(٦٥) عن انس بن مالك أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ" رواه ابوداؤد-

(৬৫) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব-পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন' (আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়)। হাদীছটি যঈফ।[৮]

(٦٦) عن يزداد اليمانى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

(৬৬) ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি পেশাব করবে তখন যেন সে তার পুরুষাঙ্গ তিনবার ঝেঁকে নেয়'(ইবনু মাজাহ 'পবিত্রতা' অধ্যায় হা/৩২৬; বুলূগুল মারাম হা/১০৩)। হাদীছটি যঈফ।[৯]

৭. *সিলসিলা যাঈফা ৩/২৬৭ পৃঃ হা/১১৩২।*
৮. যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৩৯০; যঈফ তিরমিযী হা/২৯২; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৮; তাহকীক মিশকাত হা/৩৪৩ 'পায়খানা-পেশাব করার আদব' অনুচ্ছেদ।
৯. সিলসিলা যাঈফাহ ৪/১২৪ পৃঃ, হা/১৬২১; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৬৮ পৃঃ ৩২।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

'রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হ্যারিটেইজ সোসাইটি' কুয়েত পরিচালিত 'ইসলামী উচ্চশিক্ষা ইনষ্টিটিউট' নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ১৪২২-১৪২৩ হিঃ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তির ভাইভা পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে-

শর্তাবলীঃ

১। *আলিম বা সমমানের সার্টিফিকেট (সরকারী বা বেসরকারী মাদরাসায় পাঁচ বছর বয়স হওয়া থেকে নিম্নে বার বৎসরের ক্লাসিক্যাল শিক্ষা)।*
২। *সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধ আক্বীদা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।*
৩। *দু'জন পরিচিত ব্যক্তিত্বের প্রশংসা পত্র।*
৪। *আরবী ভাষার মৌলিক শিক্ষায় সম্যক জ্ঞান।*
৫। *নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট।*
৬। *স্থায়ী ও সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত সাব্যস্তকারী ডাক্তারী সার্টিফিকেট।*
৭। *ভাইভা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সার্বক্ষণিক শিক্ষা গ্রহণের ওয়াদা প্রদান।*

প্রতিদিন সকাল থেকে ইনিষ্টিটিউট বিল্ডিং এ পরীক্ষা চলবে।
বিস্তারিত জানার জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুনঃ ৮৯১৬৩৯৫।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ বাড়ী নং ১৭, রোড নং ২, সেক্টর ৬, উত্তরা ঢাকা

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব কর্তৃক প্রণীত

কুরআন ও সহীহ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত আরো দু'টি মূল্যবান তাফসীর বের হয়েছে।

তাফসীর আল-মাদানী ২য় খণ্ড (৪, ৫ ও ৬ পারা)

তাফসীর আল-মাদানী ৩য় খণ্ড (৭, ৮ ও ৯ পারা)

ইন্‌শাআল্লাহ আগামী মাসেই বের হচ্ছে তাফসীর আল-মাদানী ৪র্থ খণ্ড (১০, ১১, ১২ পারা) ও ৫ম খণ্ড (১৩, ১৪, ১৫ পারা)

ফ্রি! ফ্রি!! ফ্রি!!!
১৫০/= টাকার বই (খুচরা) কিনে পাচ্ছেন একটি ছোট গিফ্‌ট ব্যাগ এবং ৫০০/= টাকার বই কিনে পাচ্ছেন একটি বড় গিফ্‌ট ব্যাগ।

রবীউল আউয়াল মাস উপলক্ষে আমাদের প্রকাশনী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ধর্মীয় বই মেলায় অংশ নিতে যাচ্ছে। আপনিও আমন্ত্রিত।

প্রাপ্তিস্থানঃ

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১)
৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২)
২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
কাটাবন মসজিদের পশ্চিমে

আল-আমীন এজেন্সী (৩)
১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬০৩৫৯, ৯৫৫৫৫৮৮

ছাহাবা চরিত

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)

*-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

সালমান ফারেসী এক মহান সত্য সন্ধানীর নাম। জীবনে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর কাংখিত শ্বাশত সত্যের সন্ধান। তাঁর সত্য সন্ধানের বৈচিত্র্যময় কাহিনী রূপকথাকেও হার মানায়। সত্যের জন্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন পিতার অপত্যস্নেহ, মাতার সীমাহীন ভালবাসা। বাল্যকালে পিতার অজস্র অর্থ-সম্পদে শাহজাদার মতো গড়ে উঠা সালমান সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন গোলামীর জীবন। সুদীর্ঘ প্রায় আড়াইশ' বছর তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন সত্যের সন্ধানে। রাব্বুল 'আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে তাঁকে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ূ দান করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এ মহান সত্য সাধকের বৈচিত্র্যময় জীবনেতিহাস পাঠক সমাজের নিকট সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও পরিচয়ঃ নাম সালমান।[১] উপাধি আবু আব্দুল্লাহ আল-ফারেসী। তাঁকে সালমান ইবনুল ইসলাম ও সালমান আল-খায়েরও বলা হয়।[২] তাঁর পিতা ছিলেন গ্রামের সর্দার ও সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য ব্যক্তি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সালমান ছিলেন স্বীয় পিতার সবচেয়ে প্রিয়তম।[৩] তিনি পারস্যের ইস্পাহান অঞ্চলের জাইয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের অছী-র (ঈসা (আঃ)-এর প্রতিনিধি হাওয়ারী নেতার) সাক্ষাত পেয়েছিলেন।[৫] তিনি সাড়ে তিনশত বছর জীবিত ছিলেন।[৬] ৩৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭]

সত্যের সন্ধানে সালমান ফারেসীঃ হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁর সত্য সন্ধানের অবিস্মরণীয় কাহিনী নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ

'আমার পিতা ছিলেন আমাদের অঞ্চলের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। আর আমি ছিলাম তার নিকট আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার প্রতি আমার পিতা-মাতা এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, প্রায় সব সময়ই তাঁরা আমাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতেন কোন অমঙ্গলের আশংকায়।[৮] তাঁরা ছিলেন মাজূসী (অগ্নিপূজারী)। ফলে আমিও মাজূসী ধর্ম অনুযায়ী পূজা-অর্চনা শুরু করলাম। এমনকি সর্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখার দায়িত্বটা আমার উপর অর্পিত হয়।[৯]

একদা কোন এক কারণ বশতঃ আমার পিতা খামার দেখা-শোনা করার জন্য বাইরে যেতে পারলেন না। আমাকে ডেকে বললেন, 'প্রিয় বৎস! তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে, আজ আমি খামার পরিদর্শনে যেতে পারছি না। তাই আমার পরিবর্তে তুমি একটু খামারগুলি পরিদর্শন করে এসো'। তখন আমি খামারের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হ'লাম। পথিমধ্যে আমার কর্ণকুহরে ভেসে এল সুমিষ্ট প্রার্থনার আওয়াজ। আমার মন সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল। আমি প্রার্থনালয়ের দিকে গেলাম। সেটি ছিল খৃষ্টানদের গির্জা। তাদের প্রার্থনায় আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হ'লাম। অনেকক্ষণ গভীর ভাবে তাদের প্রার্থনা নিরীক্ষণ করে তাদের ধর্মের প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যে ধর্মের অনুসারী সে ধর্মের চেয়ে এ ধর্ম কতইনা উত্তম। আমি খামারে না গিয়ে সারাটি দিন কাটিয়ে দিলাম তাদের সাথে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ধর্মের মূল উৎস কোথায়? তারা বলল, শামে। এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। আমি বাড়ীতে ফিরে আসলাম।[১০]

বাড়ীতে ফিরে আসার পর আমার পিতা বললেন, সারাটি দিন তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে যেসব কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলাম সেগুলি সম্পাদন করেছ কি? আমি বললাম, 'হে আমার পিতা! আমি খৃষ্টানদের একটি প্রার্থনালয়ের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। তাদের প্রার্থনা ধ্বনি আমার মনকে আকৃষ্ট করল। আমি তাদের প্রার্থনালয়ে গেলাম। তাদের প্রার্থনা পদ্ধতি আমাকে মোহাবিষ্ট ও অভিভূত করেছে। পিতা বললেনঃ আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম নেই।

دينك ودين أبائك خير منه

'তোমার ও তোমার বাপ-দাদাদের ধর্ম ঐ ধর্ম হ'তে উত্তম'। আমি বললাম, كلا والله إنه لخير من ديننا 'কখনোই নয়, আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই তাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম হ'তে উত্তম'। এতে আমার পিতা আমার

---

* কামিল পরীক্ষার্থী (হাদীছ বিভাগ), আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৪ইং/১৪১৪ হিঃ), পৃঃ ৭২।
২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ (মিসরঃ মাতবায়াতুস সা'দাত, ১৩২৮ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২।
৩. মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বূদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ইং/১৪০০ বাং/১৪১৪ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।
৪. মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭২।
৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (লাহোরঃ নাশারুস সুন্নাহ আল-ফযল মার্কেট, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২২।
৬. আল-ইছাবা ফী তামিয়ীযিছ ছাহাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২।
৭. তাহযীবুত তাহযীব, ৪/১২২ পৃঃ।
৮. ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুন নাফাইস, পঞ্চদশ সংস্করণ ২০ মে ১৯৮০ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮; শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৪ইং/১৪১৪ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৪-৫৫।
৯. মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭২।
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫০৯-১০ পৃঃ।

ধর্মান্তরিতের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়লেন এবং আমার পায়ে শিকল পরিয়ে গৃহবন্দী করে রাখলেন। অতঃপর গোপনে আমি খৃষ্টানদের নিকট সংবাদ পাঠালাম যে, যদি এখান থেকে কোন কাফেলা শামে যায়, তবে আমাকে যেন সংবাদ দেয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই শাম থেকে একটি খৃষ্টান বণিক কাফেলা তাদের কাছে আসলে তারা আমাকে গোপনে সংবাদ দিল। আমি বললাম, তারা তাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজন সেরে যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করবে তখন যেন পুনরায় আমাকে সংবাদ দেয়া হয়। কিছুদিন পর যখন তারা তাদের প্রয়োজন সেরে শামে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিল, তখন আমাকে সংবাদ দেওয়া হ'ল। আমি কৌশলে আমার পায়ের শিকল খুলে তাদের নিকট উপস্থিত হ'লাম এবং শামে চলে গেলাম।[১১]

শামে পৌঁছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই ধর্মের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তারা বলল, বিশপ, গির্জার পুরোহিত। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আমি খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার খেদমত করা। আপনার নিকট থেকে শিক্ষালাভ ও আপনার সাথে প্রার্থনা করা। তিনি আমাকে ভিতরে ডাকলেন।

আমি ভিতরে ঢুকে তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর খেদমত শুরু করলাম। কিছুদিন যেতে না যেতে আমি বুঝতে পারলাম, লোকটি অসৎ। কারণ সে তার সাথীদেরকে দান-খয়রাতের উপদেশ দেয়, ছওয়াব লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার জন্য তার হাতে কোন কিছু তুলে দেয়, তখন সে নিজেই তা আত্মসাৎ করে এবং নিজের জন্য পুঁজি করে রাখে। গরীব-মিসকীনদের কিছুই দেয় না। এভাবে সে সাত কলস স্বর্ণ পুঞ্জীভূত করেছে।

তার এই চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য আমি মনে মনে তাকে ভীষণ ঘৃণা করতাম। কিছুদিনের মধ্যেই লোকটি মারা গেল। এলাকার খৃষ্টান সম্প্রদায় তাকে দাফনের জন্য সমবেত হ'ল। তাদেরকে আমি বললাম, আপনাদের এ বন্ধুটি খুবই অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। আপনাদের সে দান খয়রাত করার উপদেশ দিত এবং অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু যখন তা তার হাতে তুলে দিতেন সে তা সবই আত্মসাৎ করত। গরীব-মিসকীনদের সে কিছুই দিত না। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানলেন? আমি বললাম, আপনাদেরকে আমি তার পুঞ্জীভূত সম্পদের গোপন ভান্ডার দেখাচ্ছি। তারা বললঃ আচ্ছা- তাহ'লে দেখান। আমি তাদেরকে গোপন ভাণ্ডারটি দেখিয়ে দিলাম। তারা সেখান থেকে সাত কলস স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্ধার করল। এ দেখে তারা বলল, আল্লাহ্র কসম, আমরা তাকে দাফন করব না। তাকে তারা শূলে চড়িয়ে পাথর মেরে তার দেহ জর্জরিত করে দিল।[১২]

১১. *মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৩।*
১২. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১/১৬৭-৬৮ পৃঃ।*

কিছুদিন পর অন্য একজন লোক তার স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। আমি বুঝতে পারলাম এ লোকটি পূর্বের লোকটির চেয়ে অনেক উত্তম। তিনি সর্বদা প্রার্থনায় মশগূল থাকতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এবং আখেরাতের প্রতি অধিক অনুরাগী। আমি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতাম। ইতিপূর্বে অন্য কাউকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসতাম না। আমি তাঁর সাথে প্রায় একযুগ কাটালাম। অতঃপর তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত হ'লেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আমার উস্তাদ! আমি আপনাকে গভীরভাবে ভাল বেসেছি, ইতিপূর্বে অন্য কাউকে এমনভাবে ভাল বাসিনি। কিন্তু আপনার তো অন্তিম কাল সমাগত। সুতরাং আমাকে অছিয়ত করুন! আপনার অবর্তমানে আমি কার সাহচর্যে যাব। তিনি বললেন, আমি যে সত্যকে আঁকড়ে রেখেছিলাম, এখানে সে সত্যের ধারক-বাহক হিসাবে অন্য কাউকে আমার জানা নেই। সকলেই ধর্মকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। তবে হ্যাঁ 'মূছেলে' এখনও একজন লোক ধর্মের প্রতি অটল আছেন, তার নাম অমুক। তুমি তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করবে। এই বলে তিনি ইহকাল ত্যাগ করলেন।[১৩]

অতঃপর আমি মূছেলে গিয়ে সে লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং ইতিপূর্বের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললাম, আমার পূর্বের উস্তায অন্তিম শয্যায় আমাকে অছিয়ত করে গেছেন আপনার সাহচর্যে থাকতে। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর নিকট থাকার অনুমতি দিলেন। আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতে লাগলাম। তাঁকে আমি সত্যের উপরই পেলাম। কিছুদনি পর তাঁরও মৃত্যুর ঘন্টা বেজে উঠল। আমি তাঁকে বললাম, হে আমার উস্তায! আপনিও তো আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছেন, আমার সম্পর্কে তো আপনি ভাল ভাবেই জানেন। আপনি আমাকে অছিয়ত করুন! আপনার অবর্তমানে আমি কার সাহচর্য লাভ করব।

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র কসম, আমি জানি না এখনও কোন লোক সত্যের উপর অটল ও অবিচল আছে কি-না। তবে হ্যাঁ, 'নাসিবীন' শহরে একজন লোক আছেন যিনি এখনও সত্যের উপর অটল ও অবিচল আছেন। তুমি তাঁর সাহচর্য লাভ করতে পার। এই বলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।[১৪]

অতঃপর আমি নাসিবীনে সেই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং পূর্বের সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে থাক। অতঃপর আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতে লাগলাম এবং তাঁকেও পূর্বের বন্ধুদ্বয়ের মতো হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত পেলাম। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় কিছুদিন পর তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এল। পূর্বের মত আমি তাঁকে বললাম, হে আমার উস্তায! এরপর

১৩. *মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৩-৭৪।*
১৪. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ২/৪৪ পৃঃ।*

আপনি আমাকে কার নিকট যেতে উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমার জানা নেই যে, এখনও কোন লোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে কি-না। তবে রোম সাম্রাজ্যের 'আম্মুরিয়ায়' একজন লোক আছেন তিনি আমার মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। তুমি তার নিকট সাক্ষাত করবে। এই বলে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হ'লেন।[১৫]

অতঃপর আমি রোম দেশের আম্মুরিয়াতে সেই লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আমার সমস্ত কাহিনী তাঁর কাছে বললাম। তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে অবস্থান কর। আমি তার কাছে অবস্থান করতে লাগলাম। তাঁকেও আমি নিষ্কলুষ চরিত্রের ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পেলাম। আমি তার কাছে থাকাকালেই অনেকগুলি গরু-বকরীর অধিকারী হয়েছিলাম। আল্লাহ্র কি মহিমা অল্পদিন পর তারও মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলাম। তাঁকে বললাম, আমার ব্যাপারে আপনি তো সবই জানেন। আপনার পর আমাকে কার কাছে যেতে পরামর্শ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আমরা যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম সে ধর্মের উপরে একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন লোকের সন্ধান আমার জানা নেই। তবে অদূর ভবিষ্যতে আরব দেশে দ্বীনে ইব্রাহীমের মত দ্বীন নিয়ে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে কালো পাথরের ভূমির মাঝখানে খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। তার কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তিনি ছাদাক্বা ভক্ষণ করবেন না, তবে হাদিয়া গ্রহণ করবেন। তাঁর কাঁধের মাঝখানে নবুঅতের মোহর থাকবে। যদি তুমি পার তাহ'লে সে দেশে চলে যেয়ো। এই বলে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত হ'লেন।[১৬]

অতঃপর আমি আম্মুরিয়াতে আরো কিছুদিন থাকলাম। কিছুদিন পর আরবের 'কালব' গোত্রের একটি বণিক দল আসল। আমি তাদেরকে বললাম, যদি তোমরা আমাকে আরব দেশে নিয়ে যাও, তবে আমার সব গরু ও ছাগল তোমাদেরকে দিয়ে দিব। তারা বলল, আচ্ছা তাহ'লে আমাদের সাথে চল। আমি তাদেরকে সব গরু ও ছাগল দিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে আরব অভিমুখে যাত্রা করলাম। কিন্তু 'ওয়াদীউল কুরা' (শাম ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের নাম) নামক স্থানে পৌঁছলে তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমাকে এক ইহুদীর নিকট বিক্রি করে দিল।[১৭]

আমি ইহুদী লোকটির খেদমত করতে লাগলাম। কিছুদিন পর সে 'বনু কুরাইযা' গোত্রের তার এক চাচাতো ভাইয়ের নিকট আমাকে বিক্রি করে দিল। সে আমাকে (ইয়াছরিব) মদীনায় নিয়ে আসল। মদীনায় এসে আম্মুরিয়ার উস্তাযের বর্ণিত খেজুরের গাছ ও কালো পাথরের ভূমি দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম আমি আমার কাংখিত স্থানে এসে পৌঁছেছি।[১৮]

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, এক মালিক থেকে আর এক মালিক এভাবে প্রায় দশজন মালিকের হাতে আমি বদল হয়েছি।[১৯]

এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় ইসলাম প্রচার করছিলেন। কিন্তু আমি সে সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেদিন মদীনায় হিজরত করে ক্বোবায় অবস্থান করছিলেন, সেদিন আমি খেজুরের গাছে উঠে কাজ করছিলাম এবং আমার মনিব গাছের নীচেই উপবিষ্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে তার ভাতিজা এসে বলল, 'হে চাচা! বনু কায়লা (আউস ও খাজরাজ গোত্র) ধ্বংস হোক। আল্লাহ্র কসম, ক্বোবাতে মক্কা থেকে একজন লোক এসেছে, সে নাকি নিজেকে নবী বলে দাবী করে। লোকেরা তার নিকট একত্রিত হয়েছে। এ কথাগুলি আমার কানে পৌঁছতেই মনে হ'ল ঝাঁকুনি দিয়ে আমার শরীরে জ্বর এসে গেল, শরীরের লোমগুলি দাঁড়িয়ে গেল। আমার শরীরে এমনভাবে কম্পন শুরু হ'ল যে, আমি ভয় করতে লাগলাম, গাছ থেকে আমার মনিবের ঘাড়ের উপর ধপাস করে পড়ে যাই কি-না। অতঃপর দ্রুত গাছ থেকে নেমে মনিবের ভাতিজাকে বললাম, ব্যাপার কি আমাকে খুলে বল। একথা বলতেই আমার মনিব রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং প্রচণ্ডভাবে আমার কপোলে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল এবং বলল, এগুলি তোমার জেনে লাভ কি? তোমার কাজ তুমি কর।[২০]

আমার সংগ্রহে কিছু খেজুর ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমি সেখান থেকে কিছু খেজুর নিয়ে ক্বোবায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিশ্চয়ই আপনি একজন পূণ্যবান লোক। আর আপনার নিকট কিছু সহায়-সম্বলহীন সাথী রয়েছে। আমার কাছে ছাদাক্বার কিছু খেজুর আছে। আমি ভেবে চিন্তে দেখলাম আপনিই এগুলোর সবচেয়ে বেশী হক্বদার। একথা বলে আমি খেজুরগুলি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন, তোমরা খাও। তিনি তাঁর হাতকে সংকুচিত করলেন, তিনি উহা হ'তে কিছুই খেলেন না। আমি মনে মনে বললাম, এটা হ'ল প্রথম পরীক্ষা।[২১]

সেদিন আমি ফিরে আসলাম এবং কিছু খেজুর সংগ্রহ করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বোবা থেকে মদীনায় আসলেন। আমি পুনরায় তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে বললাম, আমি আপনাকে সেদিন দেখলাম আপনি ছাদাক্বা ভক্ষণ করেন না। তাই আজ আপনার সম্মানের জন্য হাদিয়া হিসাবে কিছু খেজুর এনেছি। এই বলে আমি খেজুরগুলি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি সেখান থেকে খেলেন এবং সাথীদেরকে দিলেন। অতঃপর আমি মনে মনে বললাম- এটি হ'ল দ্বিতীয় পরীক্ষা।[২২]

---

১৫. মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), ৭৪ পৃঃ।
১৬. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৫-৪৬।
১৭. মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৭৫।
১৮. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা ২/৪৭ পৃঃ।
১৯. ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, শেষ পৃষ্ঠা।
২০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫০৯-১০ পৃঃ।
২১. মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), ৭৫-৭৬ পৃঃ।
২২. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, ২/৪৯-৫০ পৃঃ।

অন্য একদিন আমি তাঁর নিকট গেলাম। সেদিন তিনি 'বাক্বী আল-গারক্বাদ' নামক স্থানে তাঁর এক ছাহাবীর জানাযায় শ্যামল বর্ণের একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অন্যান্য ছাহাবীদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন।

আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং আম্বুরিয়ার উস্তাযের বর্ণিত নবুঅতের মোহর দেখার জন্য ঘন ঘন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিঠের দিকে তাকাচ্ছিলাম। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন এবং পিঠ থেকে তাঁর চাদর সরিয়ে দিলেন। আমি তাঁর পিঠের দিকে তাকিয়ে নবুঅতের মোহর দেখতে পেলাম। আমি তাতে চুম্বন করতে লাগলাম ও কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? এই বলে তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। অতঃপর আমি তাঁকে আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী শুনালাম। তিনি আমার কাহিনী শুনে খুবই আশ্চর্যান্বিত ও অভিভূত হ'লেন এবং তার সাথীদেরকেও এ কাহিনী শুনানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি আবার কাহিনী বর্ণনা করে ছাহাবীদেরকেও শুনালাম। তারাও খুবই আশ্চর্যান্বিত হ'লেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করলাম।[২৩]

দাসত্ব থেকে মুক্তি ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণঃ

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে সালমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ফলে তিনি খুবই মর্মজ্বালা ভোগ করতে থাকেন।[২৪]

তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ডেকে বললেন, সালমান তুমি তোমার মনিবের সাথে দাসত্বের শৃঙ্খল হ'তে মুক্তির জন্য চুক্তি কর। অতঃপর আমি আমার মনিবের সাথে চুক্তি করলাম এই মর্মে যে, আমি তাকে তিনশ' খেজুরের চারা রোপণ করে দিব এবং সেই সাথে চল্লিশ আওক্বিয়া স্বর্ণও দিব। বিনিময়ে সে আমাকে মুক্ত করে দিবে।

আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে চুক্তির শর্তের কথা অবহিত করলাম। তিনি ছাহাবীদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের ভাই সালমান দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভের জন্য তার মনিবের সাথে তিনশ' খেজুরের চারা রোপণ করে দেওয়ার ও চল্লিশ আওক্বিয়া স্বর্ণ দেওয়ার চুক্তি করেছে। তোমরা যে যতটুকু পার তোমার ভাইকে সাহায্য কর। অতঃপর ছাহাবীগণ দশ, বিশ, পঁচিশ এভাবে চারা দিতে লাগলেন। এভাবে আমার তিনশ চারা সংগ্রহ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি গিয়ে চারা রোপণের স্থানে গর্ত খনন কর। আমি গর্ত খনন করে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি আমার সাথে গেলেন। আমি এক একটি করে চারা উঠিয়ে দিলাম, তিনি তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা সেগুলি রোপণ করলেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মোবারক হাতে রোপিত একটি চারাও মরে যায়নি। এভাবে আমি আমার চুক্তির কিয়দাংশ পূর্ণ করলাম। বাকী থাকল অর্থ। অর্থাৎ চল্লিশ আওক্বিয়া স্বর্ণ।[২৫]

একদিন আমাকে ডেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুরগীর ডিমের মতো দেখতে স্বর্ণ জাতীয় কিছু পদার্থ আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও! তোমার মনিবের সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ কর। আমি বললাম, এতে কি সম্পূর্ণ পরিশোধ হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ এতেই পরিশোধ করার তাওফীক্ব দিবেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা ওযন করে দেখলাম তাতে চল্লিশ আওক্বিয়াই আছে। এভাবে সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁর চুক্তি পূরণ করে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করেন।[২৬]

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) সর্বপ্রথম খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৭] এরপর আর কোন যুদ্ধে তিনি অনুপস্থিত থাকেননি।[২৮]

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর পরামর্শ মোতাবেকই নগরীর তিন দিকে ছয় হাযার হাত দীর্ঘ, দশ হাত প্রস্থ, দশ হাত গভীর খন্দক খনন করেন। এই অভিনব রণকৌশল দেখে কাফের-মুশরেকরা বিস্মিত হয় এবং হার মানতে বাধ্য হয়।[২৯]

ইল্‌মে হাদীছে অবদানঃ

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই অতিবাহিত হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছোহবতে। এ কারণে তিনি ইল্‌মে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, সালমান ইল্‌ম ও হিকমতের ক্ষেত্রে লোকমান হাকীমের সমতুল্য। তিনি ইল্‌মে আউয়াল ও ইল্‌মে আখের সকল ইল্‌মের আলিম। তাঁর থেকে ষাটটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি বুখারী-মুসলিমে সম্মিলিত ভাবে, তিনটি বুখারীতে এককভাবে ও একটি মুসলিমে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩০]

তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন- আনাস বিন মালিক, জুনদুব আযদী, হারিছা বিন মুজ্জারাব, আবু সাঈদ খুদরী, সাঈদ বিন ইয়াযীদ, আলক্বামা বিন ক্বায়েস, কা'ব বিন আজরা, মুহাম্মাদ বিন মুনকাদের, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু ওছমান আল-হিন্দী, ত্বারিক বিন শিহাব, আবু তুফাইল প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈগণ।[৩১]

---

২৩. *মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৬।*
২৪. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১/১৭১ পৃঃ।*
২৫. *মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৬-৭৭।*
২৬. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১/১৭১ পৃঃ।*
২৭. *তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২২; আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ২/৬২ পৃঃ।*
২৮. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫১০ পৃঃ।*
২৯. *গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৭৩ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩-৫৪।*
৩০. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১/১৭২ পৃঃ।*
৩১. হাফেজ জালালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ মাযয়ী, তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, হা-রাতু হারিক, ১৯৯৪ ইং/১৪১৪ হিঃ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৪; আল-ইছাবা ফী তামিয়ীযিছ ছাহাবাহ, ২/৬২; তাহযীবুত তাহযীব, ৪/১২২ পৃঃ।

চরিত্রঃ

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যুহদ ও তাক্বওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। মুসাফির হিসাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। জীবদ্দশায় কোন বাড়ীঘর তৈরী করেননি তিনি। কোথাও কোন প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে যেতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে একটি ঘর তৈরী করে দেওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি নিষেধ করেন। বারবার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কেমন ঘর বানাবে? লোকটি বলল, এত ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায় চাল বেঁধে যাবে এবং শুইলে দেয়ালে পা ঠেকে যাবে। এ কথায় তিনি রাযী হ'লেন। তাঁর জন্য ছোট একটি কুড়েঘর বানিয়ে দিলেন লোকটি। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, সালমান ফারেসী (রাঃ) যখন (মাদায়েনে গভর্ণর থাকা কালে) পাঁচ হাযার দিরহাম ভাতা পেতেন, তিরিশ হাযার লোকের উপর কর্তৃত্ব করতেন, তখনও তাঁর একটি মাত্র 'আবা' (এক ধরনের পোশাক) ছিল। তার মধ্যে ভরে তিনি কাঠ সংগ্রহ করতেন। ঘুমানোর সময় সেটির এক অংশ গায়ে দিতেন এবং অন্য অংশ বিছাতেন।[৩২]

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত তখন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছিনা। আমি কাঁদছি এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমাদের আসবাবপত্র যেন একজন মুসাফিরের আসবাব পত্রের চেয়ে বেশী না হয়। অথচ আমার কাছে এতগুলি আসবাবপত্র জমা হয়ে গেছে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, তাঁর সে আসবাব পত্রগুলির মধ্যে একটি বড় পেয়ালা একটি থালা ও একটি পানির পাত্র ছাড়া বেশী কিছুই ছিল না।[৩৩]

মর্যাদাঃ

সালমান ফারেসী (রাঃ) ছিলেন একজন জলীলুর ক্বদর ছাহাবী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আনছার-মুহাজির এককথায় সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন। খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। মুহাজিরগণ দাবী করলেন, সালমান আমাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সালমান আমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমার পরিবারের একজন সদস্য।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِىْ أَرْبَعَةً وَأَمَرَنِىْ أَنْ أُحِبَّهُمْ وَهُمْ على ابنُ أَبِىْ طالبٍ وَأَبُوْ ذَرالغفارى وسلمان الفارسى والمقداد بن الاسواد الكندى

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার ছাহাবীদের মধ্যে চারজনকে বেশী ভালবাসেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদেরকে ভালবাসতে। তারা হ'ল আলী ইবনু আবী ত্বালিব, আবু যার আল-গিফারী, সালমান ফারেসী ও মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, তিন জনের জন্য জান্নাতকে সুশোভিত করা হয়েছে। তারা হ'ল আলী ইবনু আবী ত্বালিব, আম্মার ইবনে ইয়াসির ও সালমান ফারেসী।[৩৬]

ইন্তেকালঃ

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর স্ত্রী বলেন, মৃত্যুর সায়াহ্নে সালমান আমাকে ডেকে বলল, ঘরের দরজাগুলি খুলে দাও, আমি জানিনা কোন দরজা দিয়ে মালাকুল মউত প্রবেশ করবে। অতঃপর যখন তাঁর প্রাণপাখি উড়ে গেল, মনে হচ্ছিল তিনি যেন স্বীয় বিছানায় পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন।[৩৭]

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর মৃত্যু তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশের মতে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ৩৬ হিজরীতে মাদায়েনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে ৩৭ হিজরী।[৩৯] আরেক বর্ণনায় এসেছে ৩৩ হিজরী।[৪০]

মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫০ বছর।[৪১] অন্য বর্ণনায় এসেছে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫০ বছর।[৪২]

---

৩২. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১/১৭৩ পৃঃ।*
৩৩. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫৫২ পৃঃ।*
৩৪. *তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৭/৪১৭ পৃঃ।*
৩৫. *তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৭/৪১৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫৪০; তাহযীবুত তাহযীব, ৪/১২২ পৃঃ।*
৩৬. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫৪১ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৭/৪১৭ পৃঃ।*
৩৭. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫৫৩ পৃঃ।*
৩৮. *তাহযীবুত তাহযীব, ৪/১২২ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৭/৪২০ পৃঃ।*
৩৯. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/৫৫৪-৫৫ পৃঃ।*
৪০. *তাহযীবুত তাহযীব, ৪/১২২ পৃঃ।*
৪১. *আল-ইছাবা ফী আমিয়ীযিছ ছাহাবাহ, ২/৬২ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৪/১২২ পৃঃ।*
৪২. *তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৭/৪১৫ পৃঃ।*

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)

(১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/ ১৯২৭-২০০১ খৃঃ)

- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব*

ভূমিকাঃ

অন্ধকার প্রদোষের দীপ্ত তারকার ন্যায় সমকালীন বিশ্বে যে ক'জন মহামনীষী স্বীয় জ্ঞান মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে রয়েছেন প্রতিনিয়ত, যাঁরা তাঁদের হেদায়াতের আলোকবর্তিকা দ্বারা বিশ্বজগতকে আলোকিত করার সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন মুসলিম বিশ্বের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন উছমান (রহঃ)। আমরা অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, তিনিও সম্প্রতি তাঁর দুই অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায এবং শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর সহযাত্রী হয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না... তাঁর মৃত্যুতে আমরা পিতৃহারার বেদনা অনুভব করছি। আমরা শোকাভিভূত ও আবেগ আপ্লুত এই কারণে যে, আমরা তাঁর দ্বীনী খেদমত থেকে চিরকালের জন্য ইয়াতীম হয়ে গেলাম। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন। আমীন!

দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে তিনি তাঁর অনিরুদ্ধ লেখনী আর সমাধান মূলক ওজস্বিনী বক্তব্যের মাধ্যমে যে বিশাল জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন, তার প্রতিটি অনুরণনে অনুরণিত মুসলিম হৃদয়ে তিনি চির জাগরুক হয়ে থাকবেন। জ্ঞানের যে আলোকিত রাস্তায় তাঁর পদচারণা ছিল, সে পথকে আঁকড়ে ধরে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, দেশের দু'একটি ধর্মীয় পত্রিকা ছাড়া অন্য কোন পত্রিকা এই সংগ্রামী মনীষীর মৃত্যু সংবাদ পর্যন্ত উল্লেখ করেনি। কিছুটা দেরীতে হ'লেও আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী ভাই-বোনদের উপকারার্থে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্ক আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচিতিঃ

তাঁর লক্বব ছিল ওয়াহাইবী ও তামীমী। কুনিয়াত ছিল আবু আব্দুল্লাহ। পুরা নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন উছমান তামীমী আলে উছাইমীন।[১] তিনি ১৩৪৭ হিজরীর ২৭ রামাযান মোতাবেক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সঊদী আরবের আল-ক্বাছীম প্রদেশের উনাইযা নগরীর 'উশাইক্বির' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃপুরুষগণ নাজদ থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। নাজদের ইলমী এবং ফিকহী জ্ঞানে সমৃদ্ধ গোত্র আলে উছাইমীন, আলে হাসান, আলে ক্বাযী, আলে বাসসাম, আলে মুক্বিল, আলে যাখের প্রভৃতি গোত্রসমূহ শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী তামীমীর দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাম্বলী মাযহাব ছেড়ে সালাফী দাওয়াতের স্তম্ভে পরিণত হয়। তন্মধ্যে আলে উছাইমীন গোত্রের আধুনিক কালের দীপ্ত প্রতিভা ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ (রহঃ)। তাঁর বংশধারা নিম্নরূপঃ

'মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন উছমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন মুক্বিল বিন উক্বাহ বিন রাজেহ বিন আসাকির বিন বাসসাম বিন উক্বাহ বিন রীস বিন যাখের বিন মুহাম্মাদ বিন আলুভী বিন ওয়াহাইব বিন ক্বাসেম বিন মূসা বিন সঊদ বিন উক্বাহ বিন সামী' বিন নাহশাল বিন শাদ্দাদ বিন যুহাইর বিন শিহাব বিন রাবী'আহ বিন আসওয়াদ বিন মালিক বিন হানযালাহ বিন মালিক বিন যায়েদ মানাত বিন তামীম বিন মুর বিন আদ বিন ত্বাবিখা বিন ইল্য়াস বিন মুযার বিন নাযযার বিন সা'দ বিন আদনান'। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই আদনানের বংশধর ছিলেন। মযলূম সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হিঃ)-এর বংশধারা মি'যাদ বিন রীস বিন যাখের-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[২]

প্রাথমিক শিক্ষাঃ

তিনি শৈশব থেকেই খাঁটি ইসলামী পরিবেশে লালিত পালিত হ'তে থাকেন এবং মাত্র ৫ বছর বয়সেই স্বীয় মাতামহ আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আলে দাফে'-এর নিকট পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেন ও অল্প বয়সেই কুরআনের হাফেয হন। এ সময় তিনি হস্তলিপি, অংকশাস্ত্র এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৩]

উচ্চশিক্ষাঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ প্রখর মেধা সম্পন্ন, সৎ এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই ইল্ম শিক্ষায় অদম্য অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিতদের মজলিসে ইল্ম শিক্ষায় নিয়োজিত রাখেন। তৎকালীন বিখ্যাত নাজদী পণ্ডিত ও মুফাসসিরে কুরআন শায়খ আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী এবং তাঁর দুই ছাত্র শায়খ আলী বিন হামাদ আছ-ছালেহ এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুত্বাউওয়া'-এর নিকট দীর্ঘ ১১ বৎসর যাবৎ আক্বীদা, তাওহীদ, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, ফারায়েয, মুছত্বালাহুল হাদীছ, নাহু, ছারফ প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।[৪] তাঁর শিক্ষক তাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দিতেন। শায়খ নিজেও তাঁকে

---

* দাখিল ফলপ্রার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মাসিক আর-রিবাত্ব (আরবী), লাহোর, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী '২০০১ ইং, পৃঃ ২১।

২. মাসিক নূরে তাওহীদ (উর্দূ), ঝাণ্ডানগর, নেপালঃ ১৩ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১৫-১৬।

৩. প্রাগুক্ত; সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান (কুয়েত) ১২৯ সংখ্যা পৃঃ ৩, সেখানে 'আলে দামেগ' বলা হয়েছে।-লেখক।

৪. সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান পৃঃ ৩; মাসিক আর-রিবাত্ব, পৃঃ ২১।

খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি দরস দান, ইল্‌ম অর্জন ও ছাত্রদের নিকট উদাহরণ পেশের ক্ষেত্রে শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দীর প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছি। একইভাবে শায়খের অনুপম চরিত্র মাধুর্য্যেও প্রভাবিত হয়েছি। তিনি ছিলেন যেরূপ বিশাল জ্ঞানের অধিকারী, তদ্রুপ ছিলেন একজন খাঁটি আবেদ ব্যক্তি। তিনি সর্বদা বড়দের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন এবং ছোটদের সাথে কৌতুক করতেন। তাঁর ন্যায় সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি'।[৫]

এভাবে শৈশব থেকেই তিনি দ্বীনী ইলমের প্রতি গভীর আগ্রহী হয়ে উঠেন। জ্ঞানের প্রতি প্রবল স্পৃহাই তাঁকে পরবর্তীতে বিশ্বসেরা আলেমে দ্বীনের স্তরে আসীন করে। যখন সঊদী আরবে ইউনিভার্সিটি ও কলেজ সমূহ প্রতিষ্ঠিত হ'তে শুরু করে, তখন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে রিয়াদ গমন করেন। সেখানে তিনি জগত বিখ্যাত পণ্ডিত শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের নিকট ছহীহ বুখারী এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্‌র কিছু মূল্যবান কিতাব অধ্যয়ন করেন।[৬] শায়খ বিন বায (রহঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, 'আমি তাঁর নিকট থেকে তিনটি বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছি। এক- হাদীছ শিক্ষায় কঠোর সাধনা। দুই- বিশুদ্ধ চরিত্র অর্জন ও তিন- জনগণের জন্য হৃদয়কে প্রসারিত করা'।[৭]

এ সময় ১৩৭২ হিজরীতে রিয়াদে সরকারী ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর প্রতি ক্লাসে ডবল প্রমোশন নিয়ে কলেজ স্তরে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলেজে শরী'আহ ফ্যাকাল্টিতে প্রাইভেটে লেসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন।[৮] পরবর্তীতে তিনি সেখানকার শিক্ষক নিযুক্ত হন।[৯]

শায়খের বিশিষ্ট শিক্ষক মণ্ডলীঃ

রিয়াদে এবং উনাইযাতে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি যে সকল বিদ্বানের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান হ'লেন-

(১) শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (রহঃ) (১৩০৭-১৩৭৬ হিঃ)। যিনি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان -এর রচয়িতা। তার অন্য একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হ'ল طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول । তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মূল্যবান ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ রয়েছে।

(২) সঊদী আরবের সাবেক মুফতীয়ে 'আম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ ইং)। যিনি সঊদী আরবের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদে'র প্রধান ছিলেন।

(৩) শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) (১৩২৫-১৩৯৩ হিঃ)। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য এই অধ্যাপক বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -এর প্রণেতা। রিয়াদে মা'হাদ আল-ইলমীতে থাকাকালীন সময় শায়খ উছাইমীন তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন।

(৪) শায়খ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আওদান (রহঃ) (১৩১৫-১৩৭৪ হিঃ)। (৫) শায়খ আলী বিন হামাদ আছ-ছালেহী (সম্ভবতঃ জীবিত)। (৬) শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুত্বাউওয়া' (রহঃ)। (৭) শায়খ আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আলে দামেগ (রহঃ)।[১০]

কর্মজীবনঃ

রিয়াদ থাকাকালীন সময়েই তিনি ইমামত ও খিত্বাবত-এর শুভ সূচনা করেন। পরবর্তীতে ১৩৭৬ হিজরীতে উনাইযার বিখ্যাত পণ্ডিত শায়খ উছাইমীনের প্রিয় উস্তায শায়খ আব্দুর রহমান সা'দীর মৃত্যুর পর উনাইযার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ইমামত এবং খিত্বাবাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে সর্বপ্রথম খুৎবা দেন ২রা রজব ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি তাঁর শিক্ষক শায়খ বিন বাযের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আক্বীদা সংশোধন, সৎ কাজের নির্দেশ, অন্যায় কাজের নিষেধ, ইলমে দ্বীন শিক্ষার ফযীলত প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতেন। ইমামতিতে নিয়মিত না হ'লেও খিত্বাবাতের দায়িত্ব মৃত্যু পর্যন্ত একটানা ৪৫ বছর যাবৎ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।[১১] দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত মানুষ তাঁর জুম'আর খুৎবা শুনতে আসত।[১২]

সালাফে ছালেহীনের যোগ্য উত্তরসূরী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আলে উছাইমীন কখনো সরকারী চাকুরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি সর্বদা নিজেকে দ্বীনের খাদেম ভেবে এসব দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইতেন। তবে তিনি শুধু

---

৫. প্রাগুক্ত।
৬. মাসিক আদ-দা'ওয়াহ, লাহোরঃ ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১৬; মাসিক শাহাদত, ইসলামাবাদঃ ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩১।
৭. মাসিক আর-রিবাত্ব।
৮. ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ২য় সংখ্যা ২০০১, পৃঃ ২৮১; গৃহীতঃ দৈনিক আল-জাযিরা, রিয়াদ, ১২ই জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১২।
৯. মাসিক আদ-দা'ওয়াহ।
১০. সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান।
১১. মাসিক আদ-দা'ওয়াহ।
১২. সাপ্তাহিক তর্জুমান, দিল্লীঃ ২১ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, ২৬শে জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩১।

মাত্র তাদরীসী খেদমতের জন্য ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ক্বাছীম শাখায় 'কুল্লিয়া শারী'আহ ও উছূলুদ্দীন' বিভাগে দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবত অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে তিনি সঊদী আরবের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদে'র সদস্যপদ লাভ করেন।[১৩] তিনি উনাইযাতে جماعة تحفيظ القرآن الكريم -এর প্রধান ছিলেন। এছাড়া نور على الدرب নামক বেতার প্রোগ্রামেরও সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি এর মাধ্যমে সমাজ সংশোধন মূলক বক্তব্য রাখতেন। এছাড়াও দেশ-বিদেশের বহু সংস্থার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।[১৪]

শিক্ষাদান কার্যক্রমঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আলে উছাইমীন ১৯৫১ সাল থেকেই বিভিন্ন মসজিদে তিনি তাদরীসী কার্যক্রম শুরু করেন।[১৫] তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে উনাইযার বড় মসজিদে তিনি দরস দিতেন। সে সময় হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র তাঁর দারসে যোগদান করত। কিছু কালের মধ্যে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে উনাইযার বড় মসজিদে তাঁর দরসে নিয়মিত ছাত্রসংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ৫০০ ছিল। তিনি রামাযানের শেষ দশকে মক্কায় মাসজিদুল হারামে দরস দিতেন। এ সময় লক্ষাধিক ছাত্র এবং সাধারণ জনতা তাঁর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য শুনে পরিতৃপ্ত হ'ত।[১৬] তাঁর নিকটে সারা বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। বিগত চার বছর যাবত তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে ক্বাছীমে ছাত্রদের জন্য পাঁচ সপ্তাহের বিশেষ ট্রেনিং কোর্স চালু করেছিলেন। যেখানে সঊদী আরব সহ উপসাগরীয় দেশ সমূহের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করত। গত বছর এদের সংখ্যা ছিল ৫০০-এর অধিক ছাত্র ও ৬০-এর অধিক ছাত্রী। এদের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার শায়খ উছাইমীন নিজেই বহন করতেন'।[১৭]

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে। তবুও চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং বাদশাহের অনুরোধ উপেক্ষা করে অগণিত ছাত্রের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতা দান অব্যাহত রাখেন। গত রামাযানে রিয়াদ হাসপাতাল থেকে মক্কায় আগমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সবাই তাঁকে এ সফর স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আদর্শ শিক্ষক শায়খ উছাইমীন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি বলেন, এ রামাযানই হয়ত আমার জীবনের শেষ রামাযান হবে। অতঃপর তাঁকে মক্কায় আনা হয়। সেখানে হারামে অবস্থানকালে একাধিকবার তিনি জ্ঞান হারান। কিন্তু জ্ঞান ফিরলেই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর মূল্যবান ওয়ায-নছীহত অব্যাহত রাখতেন। মাসজিদুল হারামের লাখ লাখ মুছল্লী তাঁর এ বক্তব্য শ্রবণ করতেন।[১৮]

তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে যেকোন বিষয় সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আর কোন বিষয় একবার সংকল্প করলে তা থেকে পিছপা হতেন না। এ নীতি তিনি শরী'আতের মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতেন। যেমন কোন ছাত্র/গবেষক যখন কোন হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করতেন অথবা সমকালীন কোন আলেমের উক্তি পেশ করতেন, তখন সেই ছাত্র বা গবেষককে পুনরায় গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তিনি বাধ্য করতেন। নিজে প্রথমে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতেন না। নিঃসন্দেহে এটি গবেষকদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা।[১৯]

ছাত্রদেরকে প্রায়ই তিনি শরী'আতের মাসআলা-মাসায়েল অনুসন্ধানে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করতেন এবং সত্য ও সঠিক মতের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিতেন।[২০]

শায়খের এক ছাত্রের বর্ণনা মতে জানা যায়, দীর্ঘ ১৮ বছরে তিনি ৫ পারা কুরআনের তাফসীর করতে সক্ষম হন। তার মতে ধারাবাহিক তাফসীর করলে এই হিসাবে পুরা কুরআনের জন্য ৬০ বছর সময়ের প্রয়োজন ছিল। শায়খ তাফসীর ক্লাসে ভাষা, ব্যকরণ, আক্বীদা এবং ফিক্বহী মাসায়েল সবিস্তারে আলোচনা করতেন। যার কারণে এত সময়ের প্রয়োজন হ'ত।[২১]

শায়খের শিক্ষাদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোন প্রশ্নকারী যখন কোন প্রশ্ন বুঝাতে অসমর্থ হ'ত, তখন তার প্রশ্ন বুঝে নিয়ে ছাত্রদের সহ সাধারণ জনগণকে পুনরায় ভালভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তারপর তার উত্তর প্রদান করতেন। এতে সকলেই প্রশ্নানুযায়ী উত্তর বুঝতে সমর্থ হ'ত।

ফৎওয়া দানকালে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, যেকোন বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ পেশ করা। আর তা অবশ্যই দলীল ভিত্তিক হ'ত।[২২]

দাওয়াতী খেদমতঃ

সঊদী আরবের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বছরে একবার করে বক্তব্য রাখতেন। বিশেষ করে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে একাধিকবার বক্তব্য পেশ করতেন। এ সমস্ত সেমিনারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতের আগমন ঘটত। বিশেষ করে মদীনার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাঁর ভক্ত দ্বীন শিক্ষার্থীরা তাঁর আলোচনা শুনতে আসত।[২৩]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

সঊদী আরবে আলেমদের দ্বীনী খেদমতের জন্য সরকারের পক্ষ হ'তে প্রচুর সম্মানী দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে তিনি বহু সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আড়ম্বরহীন গৃহে বাস করতেন। একবার সঊদী আরবের সাবেক বাদশাহ খালিদ বিন আব্দুল আযীয তাঁর বাড়ী সংস্কার করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং বহু অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

---

১৩. *মাসিক আর-রিবাত্ব।* ১৪. *সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান।*
১৫. *মাসিক শাহাদত।* ১৬. ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, রাজশাহী পৃঃ ২৮৪।
১৭. *মাসিক শাহাদত।* ১৮. ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, রাজশাহী পৃঃ ২৮৪।

১৯ ও ২০. *প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯২।* ২১. *প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৮।*
২২. *মাসিক আর-রিবাত্ব, পৃঃ ১৮।* ২৩. *আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।*

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক

কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে নিজের ছাত্রদের জন্য মসজিদের পার্শ্বে একটি বিল্ডিং তৈরী করে দেওয়ার আহ্বান জানান। অবশেষে বাদশাহ খালিদের হুকুমে মসজিদকে আরো প্রশস্ত করে তার পার্শ্বে একটি ছাত্রাবাস নির্মান করা হয়। তিনি শুধু এইদিকে মনোযোগ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং সর্বদা ছাত্রদের আর্থিক দিকেও খেয়াল রাখতেন। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বই ক্রয়ের জন্য তিনি অনেক সময় নিজ পকেট থেকে তাদের আর্থিক সহযোগিতা করতেন। এমনকি ছাত্রাবাসে তিনি তাদের জন্য একটি খোলা ড্রয়ারে টাকা-পয়সা রেখে দিতেন। যেখান থেকে ছাত্ররা তাদের প্রয়োজন মত খরচ করত। ছাত্রদের সাথে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি কখনো বড় বড় পদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না।[২৪] সেজন্য সঊদী আরবের সাবেক মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়েখ (১৩১১-১৩৮৯ হিঃ) তাঁকে আল-আহসা প্রদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করলে তিনি বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন।[২৫]

এক ইলমী মসলিসের ঘটনাঃ

১৪৯৮ হিঃ মোতাবেক ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালীন ছুটির কিছু আগে লাহোরের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা যাফর ইকবাল তাঁর মসলিসে যোগদান করেন। মসলিসটি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এই মসলিসে শায়খ আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ আল-'আব্বাদ, শায়খ আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনুল উছাইমীন উপস্থিত ছিলেন।

মজলিসে জনৈক ছাত্র 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতে'র ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এক চমৎকার বক্তব্য পেশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, অনেকে ধারণা করেন যে, সত্তাগত দিক দিয়ে মহান আল্লাহ আরশে অবস্থান করছেন। কিন্তু ইলমী দিক দিয়ে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ সমস্ত ধারণা মু'তাযিলা, জাহমিয়া, মুশাব্বিহা এবং মাতুরিদিয়া ফেরকা হ'তে উদ্ভূত। আসল কথা হ'লঃ আল্লাহ তা'আলা আরশে সেভাবেই আছেন, যেভাবে থাকার তিনি যোগ্য (كَمَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ)। অর্থাৎ যেভাবে থাকলে তাঁর মর্যাদার খেলাফ না হয়, আরশে তিনি সেভাবেই অবস্থান করছেন। কেননা আমরা তাঁর সম্পর্কে জানি না, তিনি এ বিষয়কে আমাদের নিকট থেকে অজ্ঞাত রেখেছেন। অতএব না জেনে তাঁর সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা পোষণ করা অন্যায় হবে'।[২৬] এই আলোচনা থেকে শায়খের 'তাওহীদ' বিষয়ে নিষ্ঠাবান আক্বীদা ফুটে উঠে। যে আক্বীদা ছাহাবীগণ হ'তে পরবর্তী সকল হকপন্থী আলেমের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং আছে।

[চলবে]

২৪. আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭। ২৫. সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান, পৃঃ ৩। ২৬ ও ২৭. আদ-দা'ওয়াহ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

উচিত জবাব

*-সংকলনেঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস**

একবার এক নাস্তিক এক দরবেশের কাছে এসে চারটি প্রশ্নের জবাব জানতে চেয়ে বলল, আপনি যদি আমাকে এ চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব। প্রশ্ন চারিটি হ'লঃ

(১) বলা হয় যে, আল্লাহ সকল জিনিষের উপর ক্ষমতাবান। যদি তাই হয়, তবে আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন?

(২) না দেখেই আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার কথা বলা হয় কেন?

(৩) ইবলীস তথা জিন জাতি আগুনের তৈরী। ওরা জাহান্নামের আগুনে কিভাবে পুড়বে? অর্থাৎ আগুনকে আগুন দিয়ে কিভাবে পোড়ানো যাবে?

(৪) বলা হয় যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তাই যদি হয়, তবে মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাবে কেন?

দরবেশ নাস্তিক লোকটির প্রশ্নগুলো শুনে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে পার্শ্বে পড়ে থাকা একটি মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে ঐ নাস্তিক লোকটিকে ছুঁড়ে মারলেন। এতে লোকটির মাথায় আঘাত লেগে কেটে গেল। তখন দরবেশ বললেন, এ হচ্ছে তোমার চারটি প্রশ্নের জবাব।

অতঃপর মাটির ঢেলার আঘাতে আহত নাস্তিক লোকটি আদালতে গিয়ে কাযীর দরবারে দরবেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। কাযী ঐ দরবেশকে আদালতে হাযির করালেন। কাযী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এভাবে মারলেন কেন?'

উত্তরে দরবেশ বললেন, এ হচ্ছে তার চারটি প্রশ্নের সঠিক জবাব। এর দ্বারা তাকে আহত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ঢিল ছুঁড়ে কিভাবে প্রশ্ন চারটির জবাব দেওয়া হ'ল, এ রহস্য উদঘাটন করার অনুরোধ করা হ'লে দরবেশ বললেন, লোকটির প্রথম প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ সর্বশক্তিমান অথচ তাঁকে দেখা যায় না কেন? জবাব হ'লঃ ঢিলের আঘাতে এ ব্যক্তি ব্যথা পাওয়ার কথা বলছে। এর অস্তিত্ব কোথায়? ব্যথার যদি অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে তা দেখা যায় না কেন? ব্যথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেমন তা চোখে দেখা যায় না, তেমনি আল্লাহ সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চোখে দেখা যায় না।

তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ্কে না দেখে বিশ্বাস করব কেন?

চোখে না দেখে যদি ব্যথার কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে আল্লাহ্কে না দেখে বিশ্বাস করায় কি অসুবিধা?

তার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল- শয়তান ও জিন আগুনের তৈরী হয়েও জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কিভাবে? উত্তরঃ মানুষও মাটির তৈরী। মাটির তৈরী মানুষকে যদি মাটির ঢেলার আঘাতে ব্যথা দেওয়া যায়, তবে আগুনের তৈরী জিনকে

** প্রভাষক, নরসিংহপুর ফাযিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী।*

আগুনে পোড়ানো যাবে না কেন?

তার চতুর্থ প্রশ্ন ছিল- আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না, তাহ'লে মানুষের কৃতকর্মের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যখন সবকিছু হয়, তবে ঢিল ছুঁড়া, তার গায়ে আঘাত লাগা, রক্তপাত ও ব্যথা সবইতো তাঁর ইচ্ছায়ই হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে অভিযোগ করার কি আছে? এর যদি অভিযোগ ও বিচার চলে এবং শাস্তি বর্তায়, তবে মানুষের কৃতকর্মের বিচার, সুফল ও কুফল ভোগ কেন মিথ্যা হবে?

দরবেশের এ অভিনব জবাব শুনে নাস্তিক লোকটি হতবাক হয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

উপদেশঃ 'আল্লাহ আরশে সমাসীন' *(ত্বা-হা ৫)*। তিনি সেখান থেকে গোটা সৃষ্টি জগত পরিচালনা করছেন। তাঁর এখতিয়ারের বাইরে কোন কিছু নেই। তাঁকে না দেখে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। তাই আমাদেরকে বিনা দ্বিধায় আল্লাহ্‌র আদেশ, নিষেধ এবং হেদায়াতকে মেনে নিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে। আমরা সবাই যেন শিরক এবং বিদ'আত মুক্ত ইবাদত করে খাঁটি মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে পারি এবং মৃত্যুর সময় ঈমানের হালতে মৃত্যুবরণ করতে পারি, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

***

পীরভক্তি

*-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

জনৈক পীর পীরগিরিতে যদিও সফলকাম হয়েছিলেন, তথাপি তাঁর ছেলেকে ঐ বিদ্যায় পারদর্শী না করে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ইচ্ছুক হ'লেন। এস, এস, সি পাশের পর ছেলেকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন এবং তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর তিনি মারা গেলেন।

ছেলের নাম আব্দুল্লাহ। ছেলের আই,এ ফাইনাল পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এলো। পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। পীরগিরি করেই তিনি সংসার চালাতেন। পিতার মৃত্যুতে ছেলে আর্থিক দিক দিয়ে চরম ক্ষতির মধ্যে পড়ল। কিন্তু পড়াশুনা ত্যাগ করল না। পরীক্ষার ফী বাবদ শ্বশুরের নিকট থেকে টাকা পাবার প্রত্যাশায় সে একদিন শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মাঝ পথে তার পিতার অনেক মুরীদ রয়েছে। ক্বাসেম গোলদার নামে এক বুড়ো সংগতিপন্ন মুরীদের বাড়ীতে ঠিক দুপুরে আব্দুল্লাহ ক্লান্ত-ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। উদ্দেশ্য এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকালের দিকে পুনরায় যাত্রা করবে।

বুড়ো ক্বাসেম গোলদার আব্দুল্লাহ্‌কে দেখতে পেয়েই ব্যস্ত হয়ে তার কদমবুসি করার জন্য অগ্রসর হ'ল। পথ চলতে চলতে হঠাৎ সাপ দেখে মানুষ যেভাবে আঁতকে উঠে এক পাশে সরে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে আব্দুল্লাহ ক্বাসেম গোলদারকে কদমবুসি করতে না দিয়ে ত্বরিত একপাশে সরে দাঁড়াল। ক্বাসেম গোলদারের মনে হ'ল, বেহেস্তের দুয়ারের চাবি তার হাতের কাছ থেকে সরে গেল। সে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলল, 'আমাদেরকে কি পায়ে ঠেললেন হুযূর?' আব্দুল্লাহ জবাব দিল, 'আপনি আমার মুরুব্বী, তাই আমারই উচিত আপনার কদমবুসি করা।' শুনে ক্বাসেম গোলদার তওবা তওবা বলতে লাগল এবং বলল, 'আমাদেরকে আর গোনাহগার করবেন না হুযূর। আপনি যে বংশে জন্মেছেন, সে বংশের একজন বালকের পদধূলি পেলেও আমাদের জান্নাতের পথ খোলাসা হয়ে যায়।'

প্রসংগ পাল্টানোর জন্য আব্দুল্লাহ বলল, 'দেখুন! আমি খুবই ক্লান্ত। আগে আমার একটু বিশ্রামের দরকার।' তখন বুড়ো ক্বাসেম গোলদার পানি নিয়ে আয়, পাখা আন ইত্যাদির শোরগোল তুলল। সঙ্গে সঙ্গে ওযূর পানি এলো, পাখাও আনা হ'ল। ওযূর পর একটি সুন্দর ঘরে আব্দুল্লাহ্‌কে বসিয়ে পাখা দ্বারা বাতাস করতে লোক নিয়োজিত হ'ল। উপস্থিত মোরগের গোশত দিয়ে দুপুরের খাবার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু রাতের জন্য একটি খাসী জবাই করা হ'ল এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও দা'ওয়াত করা হ'ল। গ্রামবাসী সকলে আব্দুল্লাহ্‌র পিতার মুরীদ। পিতার অভাবে আব্দুল্লাহ্‌ই তাঁর স্থলাভিষিক্ত। অন্ততঃ মুরীদগণ আব্দুল্লাহ্‌কে মনে মনে সেই আসনে বসিয়েছে।

রাতের খাওয়া-দাওয়া বেশ সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হ'ল। ক্বাসেম গোলদার আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনায় বসল। আব্দুল্লাহ্‌কে লক্ষ্য করে ক্বাসেম বলল, হুযূর আপনাদের পূর্ব পুরুষ সুদূর আরব থেকে মাছের পীঠে চড়ে এদেশে এসেছিলেন। তাই তাকে 'মাহী সাওয়ার' বলা হ'ত। তাঁর কেরামতির কথা লোকের মুখে মুখে। নদীতে নৌকা ডুবে গেলে তিনি বৈঠকখানায় বসে থেকে তা টেনে তুলতেন। ফলে তাঁর আস্তিন ভিজে যেত। হাতে কিছু খাবার নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে 'আও আও' করলে লক্ষ লক্ষ কবুতর এসে জমা হ'ত। তিনি সেগুলিকে ঐভাবে খাওয়াতেন। আব্দুল্লাহ অতি মনোযোগ সহকারে বুড়োর কথাগুলো শুনছিল।

এক সময় ক্বাসেম বলল, হুযূর! আপনাদের বংশে সবাই কামেল পীর হয়েই জন্মায়। এক পীর নিজ হাতে একটি কাঁঠাল গাছ রোপন করে সেবা-যত্নে সেটি বড় করেছেন। গাছে প্রথমবার মাত্র একটি কাঁঠালই ধরেছে। পীর মনে মনে স্থির করেছেন, কাঁঠালটি তিনি খাবেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর এক নাবালক ছেলে কাঁঠালটি খেয়ে ফেলে। বাড়ী এসেই তিনি কাঁঠালের খোঁজে যান। দেখেন, গাছে কাঁঠাল নেই। তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে যান। ফলে কেউ বলে না, কাঁঠাল কে খেয়েছে। ঐ নাবালক ছেলের বিমাতার কাছ থেকে পীর জানতে পারলেন, কাঁঠালটি কে খেয়েছে। পীর ছেলেকে ডাকলেন। ছেলে এলে পিতা বললেন, 'তুমি কাঁঠাল খেয়েছ কেন!' ছেলে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে জবাব দিল 'কেন, আব্বা, গাছের কাঁঠাল তো গাছেই আছে।' পিতা তখন পুনরায় গাছের কাছে গিয়ে বিস্মিত নয়নে দেখলেন, সত্যিই তো কাঁঠাল গাছেই রয়েছে। পিতার বুঝতে বাকী রইল না। তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'কিয়া, এক ঘরমে দো পীর? যাও বাছা শুয়ে রও।' বাছা সেই যে শুইল। আর উঠল না।

আব্দুল্লাহ তার পিতার মুরীদদের পীরদের কেরামতির অতিরিত গল্প শুনে একেবারে 'থ' বনে গেল। আর একটা ভাবনা তার মনকে আলোড়িত করতে থাকল যে, পুত্রের পীরগিরিতে পিতার হিংসার কাহিনী তারা কিভাবে ব্যক্ত করতে পারে, আর এহেন পীরকে তারা মাথায় নিয়ে জান্নাতের পথ খোলাসা করতে চায়।

[কাজী ইমদাদুল হক রচিত 'আব্দুল্লাহ' অবলম্বনে]

** সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, যেলাঃ নওগাঁ।*

কবিতা

আমি মুসলমান

-আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট,
বিরল, দিনাজপুর।

আমি মুসলমান, মুসলিম আমার মূল পরিচিতি
এইতো আমার জাতীয়তা, এটাই আমার সংস্কৃতি।
আমার সংস্কৃতি হাযার বছরের নয়; অতি প্রাচীন।
পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) থেকে-
আর আমার সাংস্কৃতিক ধারা থাকবে ততদিন,
যতদিন না হবে এই পৃথিবী বিলীন।
আমি এসেছি পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী হ'তে
নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবন পাড়ি দিয়ে
ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত ধরে
বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের ইত্তেবা করে।
খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শের পথ বেয়ে
উমাইয়া খিলাফতে ধূসর মরুর বালুকনা উড়িয়ে
সিন্ধু নদের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে
কুতুবুদ্দীন আইবেকের ভারত বর্ষে এসেছি আমি
বখতিয়ারের সাথে দেখেছি বাংলার মুখ
কত প্রাচীন আমার সংস্কৃতি; ভাবতেই পাই অসীম সুখ।
জানা-অজানা কত মহাপুরুষ; তাঁদের কীর্তি
সহস্রাব্দ থেকে সহস্রাব্দ লালন করেছে আমার সংস্কৃতি।
মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হবে না ম্লান,
থাকবে যতদিন এই ধরা তথা যমীন হ'তে আসমান।

***

লিমেরিক যমজ

-মাহফূযুর রহমান আখন্দ
পি-এইচ.ডি. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(এক)
আল্লাহদ্রোহীর ধমক দেখে থামতে নেই
গোলা বারুদ অস্ত্র দেখে ঘামতে নেই
আসবে গুলী লাগবে বুকে
শহীদ হবো হাসি মুখে
আল্লাহ্র রাহে মরব তবু রামতে নেই॥

(দুই)
পাহাড় সম বিপদ দেখে কানতে নেই
অলস মরা সাথী করে টানতে নেই
তিতুর সাথী ভীতু নয়
বিপদ এলে করবে জয়
দ্বীনের পথে চলতে বাধা মানতে নেই॥

***

সত্যের সৈনিক

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন

সত্যের সৈনিক চলো সদা নির্ভীক নেই কোন ভয়
তোমরা যে বীরের জাতি জগতের মহাবিস্ময়।
করোনা দেরি ছুটে এস তড়ি তাড়াতে বাতিল সব
জগতের বুকে থামিয়ে দিব বাতিলের কলরব।
ইহুদী-খৃষ্টান শক্তি আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে
মুসলমানদের কব্জা করে ধন-সম্পদ সব লুটছে।
কি বিভৎস চিত্র দেখি চারিদিকে আজ
বাতিলের রাজত্ব, বাতিলের শাসন, বাতিলের কুচকাওয়াজ।
মুসলিম আজও ঘুমিয়ে আছে নাই জিহাদের খোঁজ
তাইতো বাতিল হামলা করে চালায় আগ্রাসন হররোজ।
ভুলে গেছি ইতিহাস মোরা খোলাফায়ে রাশেদার কথা
যার কারণেই আজ মোদের পদে-পদে লাঞ্ছনা-ব্যর্থতা।
মুসলিম উম্মাহ দ্বিধাবিভক্ত ঐক্য নাই আজ হায়
মানবতা যেন ভূলুণ্ঠিত কাঁদে আজ নিরালায়।
হায়! মুসলিম উম্মাহ্র এ কি হবে গতি
দিনে দিনে শুধুই দুর্দশা বাড়ে চরম যে অবনতি।
ঘুমিয়ে থাকা নহে মুজাহিদ উঠ জাগি, দিয়ে হংকার
ছুটতে হবে জিহাদের পানে নিয়ে আলীর জুলফিকার।
বজ্রের বেগে এসো তাই এসো সত্যের সৈনিক আজ
ধরার যত তাড়িয়ে বাতিল কায়েম করি আল্লাহ্র রাজ॥

***

একান্ত শহীদুল

-নিজামুদ্দীন (কুষ্টিয়া)
সদস্য, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী।

একান্ত ও বিশ্বস্ততার প্রতীক, ভাই আমাদের শহীদুল
ভুলের মাঝে জড়িয়ে রেখে শেষ করে গেছে তার ভুল।
হাস্য বদন সারাক্ষণে তাড়া ছিল তার অতি
মনিব আজ্ঞা পালন করতে মনে ভাবেনিকো ক্ষতি।
পরের ছেলেকে নিজের ছেলে ভেবে ভালোবেসে,
উজাড় করেছে জীবন খানি জীবনের অবশেষে।
দেশ-বিদেশের অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নে ছিল পটু
তাইতো সবে বেসেছে ভালো নযর করেনি কটু।
এসো আমরা রাখাল বনি ধৈর্যের গড়ি বাঁধ
সবাই সবার রাখাল হয়ে এক সাথে রাখি কাঁধ।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নামঃ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ মুহাম্মাদ মফীযুল ইসলাম, আতাউর রহমান ও মোস্তফা কামাল।

বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ থেকেঃ মুসাম্মাৎ লুতফা খাতুন, আলিফ লায়লা ও আয়েশা নাছরীন।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)-এর সঠিক উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

১. আত-তাহরীক ৪. বিশ ৫. মাছুরা ৬. তরুণ ৮. হেরা ৯. তারা ১২. বদর ১৩. আদর্শ।

উপর-নীচঃ

১. আসমানী কিতাব ২. তাওরাত ৩. কবিতা ৭. পরামর্শ ১০. রা'দ ১১. দো'আ।

গত সংখ্যার 'একটুখানি বুদ্ধি খাটাও'-এর সঠিক উত্তরঃ

১. রুমাল ২. ছাগল ৩. চিরুনি ৪. মগজ ৫. মাছি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা

(ক) শব্দ অনুসন্ধানঃ

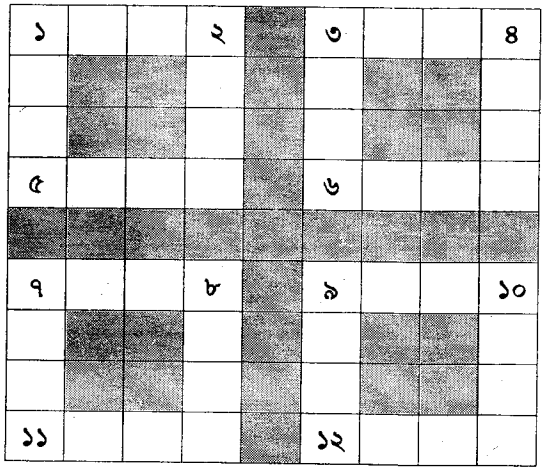

শব্দ তৈরীর নীতিমালাঃ

❐ পাশাপাশিঃ

১. বহু লোকের একত্র হওয়া, জনগণকে মিলিত করা।
৩. দ্বীন প্রচারের একটি মাধ্যম।
৫. সঞ্চিত টাকা কড়ি, নগদ জমা, ধন ভাণ্ডার।
৬. ভয়ংকর শব্দ, অতি উচ্চ শব্দ।
৭. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শিশু-কিশোর সংগঠন।
৯. বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা।
১১. উত্তরবঙ্গের একটি যেলার নাম।
১২. আরবী বর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ মাসের নাম।

❐ উপর-নীচঃ

১. উপঢৌকন-এর প্রতিশব্দ।
২. বাংলাদেশের জাতীয় কবি।
৩. আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত দ্বীন।
৪. মুসলমানদের ইবাদত গৃহের নাম।
৭. সপ্তাহের একটি দিনের নাম।
৮. বর্ণ জ্ঞানহীন।
৯. ললাট, ভাগ্য।
১০. তীব্র শীতবোধ।

(খ) বর্ণজটঃ

নিম্নে কয়েক সারি এলোমেলো বর্ণ আর তাদের জন্য নির্ধারিত ঘর দেওয়া হ'ল। প্রতি সারির এলোমেলো বর্ণগুলি সাজালে একটি করে অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যাবে। শব্দগুলি নির্ধারিত বাক্সে এমনভাবে সাজাতে হবে, যেন বাক্সের প্রতিটি ঘরে একটি করে বর্ণ পড়ে।

নন্দোআল

কতারীহ

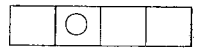

হালেনলি

পঞ্জপুদী

টটছফ

তাহলর

বাবোন্নাকা

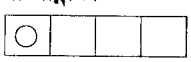

প্রতি সারির আলাদা শব্দ তৈরির পর বাক্সগুলোর গোলাকার ঘরে যে বর্ণগুলো পড়েছে, সে এলোমেলো বর্ণগুলো

ছবিঘরের সূত্র ধরে সাজালেই উত্তর।

** মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান*
শিক্ষক, হরিপুর আলিম মাদরাসা
পীরগঞ্জ, রংপুর।

যাদু নয় বিজ্ঞান

বন্টন করার অভিনব কৌশলঃ

তিনজন সোনামণি সদস্য সাংগঠনিক কাজে সফরে বের হয়েছে। তাদের একজনের নিকট ৫টি রুটি এবং একজনের নিকট ৩টি রুটি ছিল। কিন্তু তৃতীয় জনের নিকট কোন রুটি ছিল না। খাওয়ার সময় হ'লে তিনজন ৮টি রুটি সমানভাবে ভাগ করে খেল। যার কোন রুটি ছিল না, সে মূল্য বাবদ ৮ টাকা দিল। এখন ঐ ৮টাকা ১ম জন ও ২য় জন কিভাবে ভাগ করে নিবে?

বন্টন করার নিয়মঃ ৮টি রুটি ৩ জন সমানভাবে ভাগ করে খেতে হ'লে ভাগ করতে হবে (৮×৩)=২৪টি খণ্ডে। অতএব, ২৪ ভাগ ৩=৮ খণ্ড করে প্রত্যেকে খেয়েছে।

১ম জনের ৫টি রুটি = (৫×৩)=১৫ খণ্ড।

১৫ খণ্ড - ৮ খণ্ড =৭ খণ্ড তৃতীয় জনকে দিল।

অতএব, ৭ খণ্ড =৭ টাকা পাবে।

২য় জনের ৩টি রুটি= (৩×৩)=৯ খণ্ড।

৯ খণ্ড - ৮খণ্ড= ১খণ্ড তৃতীয় জনকে দিল।

অতএব ১ খণ্ড = ১ টাকা পাবে।

** সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৩৫)* চাঁদপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রূপসা, খুলনাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুল করীম
উপদেষ্টা ঃ শামসুর রহমান
পরিচালক ঃ নাজমুল হুদা
সহ-পরিচালক ঃ আখতারুযযামান
সহ-পরিচালক ঃ ফেরদাউস হুসাইন।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আযীযুর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ তাজুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ দেলোয়ার হুসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ওবায়দুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ কফীলুদ্দীন।

(২৩৬) চাঁদপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রূপসা, খুলনাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুল করীম
উপদেষ্টা ঃ শামসুর রহমান
পরিচালক ঃ নাজমুল হুদা
সহ-পরিচালক ঃ আখতারুযযামান
সহ-পরিচালক ঃ ফেরদাউস হুসাইন।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ সুরাইয়া পারভীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ রাযিয়া সুলতানা
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ শাহারা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ আদুরী খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ কুলছুম খাতুন।

(২৩৭) বুরূজ ফরক্বানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আসলামুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ আযীমুদ্দীন
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ দুররুল হুদা
সহ-পরিচালিকা ঃ শেফালী খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ মুরশিদা খাতুন

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মিরা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ রেশমী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ তাজমীন খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ বুলবুলি খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ আমেনা খাতুন।

(২৩৮) বড়িকান্দী দারুস-সুন্নাহ ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, বড়িকান্দী, নবীনগর, বি-বাড়ীয়াঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আবু নছর মুহাম্মাদ আবদুন নূর
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন (মাহমূদ)
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মাকছুদুর রহমান (মাছুম)
সহ-পরিচালক ঃ এইচ,এম, গোলাম কিবরিয়া (আলাওল)
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন (নাঈম)

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ইরফাত জাহান (স্বপ্না)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাজমুন নাহার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ছাবিনা আখতার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রোযীনা আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুসাম্মাৎ তাহমীনা সুলতানা।

(২৩৯) চাঁনগাঁও (হেজারদী টেক) ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালক) শাখা, আমাদিয়া, নরসিংদীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ বকুল মিয়া
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আলমাছ মিয়া
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হুসাইন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম।
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সেলিম মিয়া।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সানোয়ার হুসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রিপন মিয়া
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইকবাল কবীর
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ দেলোয়ার হুসাইন
৬. অর্থ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সেলিম মিয়া।

(২৪০) চাঁনগাঁও (হেজারদী টেক) ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, আমাদিয়া, নরসিংদীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সুরুজ মিয়া
সহ- উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের
সহ- উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ রোখসানা আখতার
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ তাসলীমা আখতার
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ সুলতানা আখতার।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আসমা আখতার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নিপা আখতার

৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মালেকা আখতার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আকলিমা আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাছিমা আখতার
৬. অর্থ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ জামিনা আখতার।

সোনামণি প্রশিক্ষণঃ

(১) **মোহনপুর, রাজশাহীঃ** গত ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৮টায় রাজশাহী যেলার মোহনপুর থানাধীন খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৮১ জন বালক ও ৮৭ জন বালিকা সোনামণি এবং ১০ জন সুধী ও উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর **শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী**। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সোনামণিরাই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। তাদের চরিত্র সোনার মত সুন্দর ও পবিত্র হ'তে হবে। তিনি সোনামণি সংগঠনের প্রশিক্ষণের পরিবেশে মুগ্ধ হন। তিনি সোনামণি সংগঠনের সকল প্রকার দায়িত্বশীলদের অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতে এরূপ প্রশিক্ষণে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর জুম'আর ছালাত শেষে প্রায় ৫০ জন মুছল্লীর উপস্থিতিতে আন্দোলন, যুবসংঘ, মহিলা সংস্থা ও সোনামণি সংগঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

আলহাজ্জ আরযেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম, মোহনপুর উপযেলা পরিচালক মুহাম্মাদ মোস্তফা প্রমুখ। কুরআন তিলাওয়াত ও জাগরণী পাঠ করে সোনামণি নার্গিস আরা ও আছিয়া খাতুন। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহাম্মাদ রেযাউল করীম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার। সার্বিক সহযোগিতা করেন জনাব জান মুহাম্মাদ (শিক্ষক) ও মুহাম্মাদ শমসের আলী।

(২) **কাযিরগঞ্জ, রাজশাহীঃ** গত ১লা মে মঙ্গলবার বাদ যোহর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কাযিরগঞ্জ, রাজশাহীতে ৭৫ জন সোনামণি ও ১১ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন রাজশাহী যেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। সোনামণি সংগঠনের উপর প্রশিক্ষণ দেন রাজশাহী যেলার সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ ইদরীস আলী। ওযূর উপর প্রশিক্ষণ দেন। রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ছালাত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র আব্দুল মুকীত এবং আল্লাহ্কে চেনার উপায় ও সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ দেন রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক খুরশীদ আলম ও মুস্তাফীযুর রহমান। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ এবং তরীকুল ইসলাম।

সমাবেশঃ

কুলবাড়িয়া, মেহেরপুরঃ গত ১৯শে মার্চ সোমবার মেহেরপুর যেলার সদর থানাধীন কুলবাড়িয়া গ্রামে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মেহেরপুর যেলার সভাপতি অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি সমবেত সোনামণিদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি সোনামণিদের নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর বাল্যজীবন তুলে ধরেন। সমাবেশ শেষে প্রায় দুই শতাধিক সোনামণিকে নিয়ে এক বিশাল র‍্যালি বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ সময়ে কচি সোনামণিদের মুখে ধ্বনিত হয় 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর; মুক্তির একই পথ, দা'ওয়াত ও জিহাদ; সোনামণি সংগঠন, সফল হৌক সফল হৌক ইত্যাদি শ্লোগান সমূহ। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা আন্দোলন-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, যুবসংঘের যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ প্রমুখ।

সোনামণি

-মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী
তাবলীগ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

সোনামণি আমাদের, সংগঠন ছোটদের,
ওরা সবে ফোটা ফুল, ওরা সবে বুলবুল,
ছোট ছোট নদী সম বয়ে চলে কুল কুল,
মোরা দেলে উহাদের গতি দিব ইসলামের। ঐ
সকালের পাখি ওরা ভোরে করে কলরব,
সাঁঝ হ'লে নীড়ে ফিরে চুপ করে ঘুমে সব
জাগিয়ে দিব মোরা ওদের সুর দিয়া কুরআনের॥ ঐ
কবুতরের ন্যায় ওরা ডাকে বাঁকে রাত দিন
ক্লান্তি ও অবসাদের দিকে মনে নাই চিন
বীর সেনা হবে ওরা একদিন ইসলামের॥ ঐ
ওরা গান-বাজনা ভালবাসে শোর গোল যেখানে
ছুটে চলে দল বেঁধে, পিলপিল সেখানে
বিজাতীরা জোট বেঁধে ভুলাইছে উহাদের॥ ঐ
ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি ওরা কিছু বুঝে না
মজা পেলে ছুটে যায় পরিণাম জানে না।
ভাল পথ মোরা সবে দেখাইব উহাদের॥ ঐ

***

ছুটে আয়

-মুস্তাফীযুর রহমান (মুন্না)
সহ-পরিচালক, সোনামণি মহানগর
হেতমখাঁ, রাজশাহী।

একি তোর দুর্দশা
কেন এত নিঃশ্চুপ থাকা?
ওরে আয় আয়!
কালেমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তুই
বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে,
উত্তাল সাগরের ঢেউ-এর সাথে
আলোকছটার বিদ্যুৎ গতিতে
বজ্র স্বরের ধ্বনিতে তুই,
ওরে মুসলিম ছুটে আয়
বীর মুজাহিদ ছুটে আয়।
জাহেলিয়াত আজ মাথা চাড়া দেয়
আরো কি তোদের চুপ থাকা চাই?
ওরে মুসলিম ছুটে আয়
বীর মুজাহিদ ছুটে আয়॥

***

স্বদেশ-

স্বদেশ

শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায়

গত ৩০শে এপ্রিল সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার আপীল ও ডেথ রেফারেন্সের দ্বিধা-বিভক্ত রায়ের নিষ্পত্তির জন্য গঠিত তৃতীয় বেঞ্চের বিচারক বিচারপতি ফযলুল করীম নিম্ন আদালতের দেওয়া ১৫ জনের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখে ৩ জনকে খালাস প্রদান করেছেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তরা হ'লেন কর্ণেল (অবঃ) ফারুক রহমান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, মেজর (অবঃ) বজলু হুদা, কর্ণেল (অবঃ) এ,কে,এম মহিউদ্দীন, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আবদুর রশীদ, লেঃ কর্ণেল শরীফুল ইসলাম ডালিম, কর্ণেল (অবঃ) এ,এম রাশেদ চৌধুরী, উইং কমাণ্ডার (অবঃ) মুহাম্মাদ আযীয পাশা, কর্ণেল (অবঃ) মহিউদ্দীন আহমাদ, রিসালদার মোসলেম উদ্দীন এবং আব্দুল মাজেদ। খালাসপ্রাপ্ত তিনজন হ'লেন, মেজর (বরখাস্ত) আহমাদ শরীফুল হোসাইন, ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম ও নাজমুল হোসাইন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের ধানমণ্ডির বাসভবনে এক সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান-এর তৎকালীন পিএ মোহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমণ্ডি থানায় এ বিষয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারী এ মামলায় ২০ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে ঢাকা যেলা জজ গোলাম রসূল ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর এই মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে চার্জশীটে অভিযুক্ত ২০ জনের মধ্যে ১৫ জনকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাকি ৪ জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

পরে আসামী পক্ষ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করেন। হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীন ও বিচারপতি এ,বি,এম, খায়রুল হক সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে গত বছরের ২৮শে জুন থেকে শুনানি শুরু হয়। ৬৩টি কার্যদিবসে শুনানির পর গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর এই ২ বিচারপতি শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপীলের দ্বিধা-বিভক্ত রায় প্রদান করেন। রায়ে বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীন নিম্ন আদালতের দেয়া রায়ের ১৫ জনের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন এবং ৫ জনকে খালাস দেন। একই বেঞ্চের জুনিয়র বিচারপতি এ.বি.এম খায়রুল হক নিম্ন আদালতের দেওয়া ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। তবে নিম্ন আদালতের দেওয়া রায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলী করে হত্যা করার নির্দেশের পরিবর্তে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়ে হাইকোর্টের উভয় বিচারপতি একমত হন।

দ্বিধা-বিভক্ত রায় প্রদানের কারণে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি লতীফুর রহমান মামলার নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি ফযলুল করীমের সমন্বয়ে তৃতীয় বেঞ্চ গঠন করেন। বিচারপতি ফযলুল করীম দীর্ঘ শুনানির পর নিম্ন আদালতের জজ গোলাম রসূলের দেওয়া ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩ জনকে খালাস দিয়ে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ উক্ত রায়ের কার্যকারিতা আগামী ২৬শে জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আসামী পক্ষ ২৬শে জুনের মধ্যে নিয়মিত লীভ পিটিশন দায়ের করতে পারবেন।

আসামীদের মধ্যে প্রথম ৪ জন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন। বাকী সবাই বিদেশে পলাতক অবস্থায় রয়েছেন। তন্মধ্যে আসামী আযীয পাশা গত ৩রা জুন রবিবার জিম্বাবুয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

বছরে লুট হচ্ছে ৬শ' কোটি টাকার গ্যাস

তিতাস গ্যাসের 'সিস্টেম লস' নামক চুরি ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। কোম্পানীর গোঁজামিলপূর্ণ হিসাবে ৪ মাসের ব্যবধানে সিস্টেম লস বেড়েছে সাড়ে ৪ শতাংশ। এতে বছরে লুট হচ্ছে ৬শ' কোটি টাকার গ্যাস। এদিকে ক্রমাগত সিস্টেম লসের কারণে দাতা সংস্থা 'এডিবি' গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০০০-এর মধ্যে সিস্টেম লস ৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার তাগিদ দিয়েছিল। অন্যথায় সাহায্য বন্ধ করে দিবে মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিল। এরপরও সিস্টেম লস হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বৃহত্তম গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর ভবিষ্যত নিয়ে পেট্রোবাংলা শংকিত হয়ে পরেছে।

এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী সিস্টেম লসের নামে গ্যাস চুরির অর্থে বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন। তাদের এই চুরি অব্যাহত রাখার মানসে 'সিস্টেম লস রিডাকশন প্রজেক্ট' নামক একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পের কার্যক্রম তারা স্থগিত করে দেয়। ঐ প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যক্রমেই সিস্টেম লসের নামে বছর বছর কোটি কোটি টাকার গ্যাস চোরাই সংযোগের মাধ্যমে লুটে নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পেট্রোবাংলার একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ বরাবরই গোঁজামিলপূর্ণ হিসাবে প্রকৃত অবস্থার চেয়ে অনেক কম সিস্টেম লস দেখিয়ে আসছে। সর্বশেষ গত জানুয়ারী '০১ মাসে সিস্টেম লসের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১০ দশমিক ৭৪ শতাংশ। যদিও তিতাসেরই ওয়াকিফহাল সূত্র মতে, তিতাসের প্রকৃত সিস্টেম লস ২০ শতাংশের উপরে। তিতাস গ্যাসের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সিস্টেম লসের নামে যে পরিমাণ গ্যাসের বিল দুর্নীতিবাজদের পকেটস্থ হচ্ছে, তার পরিমাণ প্রতিমাসে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। এ হিসাবে বছরে কমপক্ষে ৬০০ কোটি টাকা থেকে তিতাস বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

'বাংলাদেশঃ শাসন, প্রতিষ্ঠান, অপরাধ ও দুর্নীতি' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, রাষ্ট্রের উচ্চাসনে যারা আছেন তাদের দুর্নীতিমুক্ত করা না গেলে, সেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে, সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বা সমাজকে দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত করা সম্ভব নয়। বক্তারা আরো বলেন, বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়।

গত ৪ঠা মে 'বাংলাদেশ সোশ্যাল এণ্ড ইকনোমিক ফোরাম ২০০১'-এর উদ্যোগে ঢাকাস্থ বিয়াম ভবনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তারা উল্লেখিত কথাগুলি বলেন। আবুল মাল আবদুল মুহীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রফেসর হারূণ অর রশীদ। বক্তব্য রাখেন প্রফেসর রেহমান সোবহান, সৈয়দ মোয়াযযম হোসায়েন, প্রফেসর আমীরুল ইসলাম, প্রফেসর গোলাম ফারূকী, ডঃ আবদুস সাত্তার, সৈয়দ ফখরুদ্দীন আহমাদ, এস,এ জলীল, তরফদার রবীউল ইসলাম, বিলকিস বেগম, আনোয়ার ইকবাল, ফযলুর রহমান খান, এম

চৌধুরী, লুৎফর রহমান, তপন কুমার নাথ ও নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

[বাম বুদ্ধিজীবীদের মুখ দিয়ে অবশেষে হক কথা বেরিয়ে এলো। ইসলাম কখনোই প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতি সমর্থন করে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ইমারত ও শূরা পদ্ধতিতে সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেবল সুশাসন আশা করা যেতে পারে। -সম্পাদক]

মিছিলে না যাওয়ার খেসারত!

মিছিলে না যাওয়ার খেসারতে জীবন দিতে হ'ল নির্মাণ শ্রমিক রাজু (২০)-কে। গত ১লা মে রাজু বগুড়া শহরতলীর কলোনীতে একটি মসজিদের নির্মাণ কাজ করছিল। এসময় ঐ মসজিদের পাশ দিয়ে মে দিবসের শ্লোগান নিয়ে একটি মিছিল যাচ্ছিল। মিছিলকারীরা মসজিদে কাজ হচ্ছে দেখে থেমে যায় এবং কর্মরত শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে তাদের মিছিলে যাওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু মসজিদে শ্রমিকরা মিছিলে যেতে অস্বীকার করলে মিছিলকারীরা তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বোমা হামলা চালায়। এতে রাজু ও তার সহকর্মী সাঈদুর রহমান গুরুতর আহত হয়। বগুড়া মোহাম্মাদ আলী হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার রাজুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অতঃপর ঢাকা নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

[শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য যে দিবস পালন করা হচ্ছে, খোদ শ্রমিককেই তার শ্রম দানের অপরাধে (?) শ্রমিক নেতাদের হাতে জীবন দিতে হ'ল। অতএব দিবস পালন নয়; বরং ইসলামী নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমের যথাযথ মর্যাদা দিলেই কেবল ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখে আমেরিকার শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটে নিহত শ্রমিকদের কাংখিত দাবী পূর্ণ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। -সম্পাদক]

গত ২ বছরে দেশে এসিড হামলার শিকার ৪ শতাধিক

গত ২ বছরে দেশে এসিড হামলার শিকার প্রায় ৪ শতাধিক। 'এসিড সারভাইভরস ফাউণ্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে একথা জানানো হয়েছে। এদের মধ্যে গত এপ্রিল মাসে আক্রান্ত হয়েছে ৩২ জন। ফাউণ্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডঃ জন মরিসন বলেছেন, প্রায় ২ বছর পূর্বে এ সম্পর্কে পরিসংখ্যান শুরু করার পর আমরা সর্বোচ্চ এসিড হামলার ঘটনা রেকর্ড করেছি। তাদের মতে, নারীদের পাশাপাশি ২৫ শতাংশ পুরুষও এসিড হামলার শিকার হয়েছে। ফাউণ্ডেশন এসিড নিক্ষেপের জন্য অভিযুক্তদের সংখ্যাও প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায় এসিড নিক্ষেপের জন্য গত দু'বছরে মাত্র ৯ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড এবং ২৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে, সাজা প্রাপ্তদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

ভিক্ষুকের টাকা ছিনতাই!

অভিনব কায়দায় ছিনতাই করা হয়েছে এক ভিক্ষুকের টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৬ এপ্রিল বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া এলাকায়। খবরে প্রকাশ, ঐদিন বৃদ্ধ ভিক্ষুক শামসুল হক (৭০) ঠনঠনিয়া এলাকায় ভিক্ষা করছিল। দুপুর ১২ টার সময় ২ জন যুবক এসে ভিক্ষুককে সালাম দিয়ে বলে, 'ফকীর চাচা আমাদের বাসায় দা'ওয়াত খাবেন? আমরা ফকীর খুঁজে পাচ্ছিনা। আপনি যদি দা'ওয়াত খেতে চান তাহ'লে চলুন'। দা'ওয়াত পেয়ে উল্লসিত ভিক্ষুক যুবকদের সাথে রওয়ানা দেয়। যুবক ২ জন ভিক্ষুককে বগুড়া মোহাম্মাদ আলী হাসপাতালের পিছনের একটি ফ্লাট বাড়ীর দোতলায় নিয়ে বলে, ফকীর চাচা! আপনার কাছে কি ১০০ টাকার ভাংতি হবে? অতঃপর তারা এক প্রকার জোর করেই খুচরা টাকা ভর্তি ১টি থলে এবং ভিক্ষার থালাটি নিয়ে খাবার আনার কথা বলে কৌশলে কেটে পড়ে। অনেকক্ষণ পরও যখন যুবকরা খাবার নিয়ে ফিরে আসে না, তখন ভিক্ষুক বুঝতে পারে যে, সে প্রতারিত হয়েছে। অতঃপর টাকার থলিতে রাখা ১৭০ টাকা, ভিক্ষার ঝুলি ও থালা হারিয়ে ভিক্ষুকটি কান্নায় ভেংগে পড়ে।

২য় বুড়িগঙ্গা সেতু উদ্বোধনের ৩ ঘন্টার মধ্যেই ১২টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙ্গে পড়েছে

নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের কারণে দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু উদ্বোধনের মাত্র ৩ ঘন্টার মধ্যে সেতুর দু'পাশের ১২টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০ মে বিকাল ৪টায় ঢাকাস্থ বাবু বাজার প্রান্তে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে সেতুর উদ্বোধন করেন। এরপর সন্ধ্যা ৭টায় ঝড়ো হাওয়ায় সেতুটির জিঞ্জিরা প্রান্তে দু'পাশের ১২টি বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে পড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালে নির্মাণ কাজ শেষ করার টার্গেট নিয়ে ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশী প্রতিষ্ঠান 'দি ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ' এই সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ২০০১ সালের মে মাসে সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই সেতু নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। এদিকে উদ্বোধনের ৩ ঘন্টা পর সামান্য বাতাসে ১২টি বৈদ্যুতিক খুঁটি বিধ্বস্ত হওয়ায় জনগণের মাঝে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভারত প্রেম!

'ঢাকা শিক্ষা বোর্ড' চলতি এইচ,এস,সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পরিচিতিমূলক সাংকেতিক শব্দ হিসাবে বেছে নিয়েছে 'ভারত'-কে। প্রশ্নপত্রের শীর্ষে বামদিকে 'ভারত' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বোর্ডের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া থেকে রক্ষার জন্য পরীক্ষার নাম (এস,এস,সি বা এইচ,এস,সি) উল্লেখ করা হয় না। এর পরিবর্তে একেকবছর একেকটি বিশেষ শব্দ উল্লেখ করা হয়। সেট ও কোড নম্বর উল্লেখ থাকে। কখনো তা নদ-নদী, মাছ, ফল-মূল বা অন্য কোন বিষয়ের নামে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্নপত্রে সাংকেতিক শব্দ হিসাবে কোন রাষ্ট্রের নাম এবারই প্রথম। তাও আবার নির্বাচন করা হয়েছে 'ভারত'। অবশ্য প্রচলিত দু'একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করে ভারত ব্যবহারকে যৌক্তিক করার কৌশলপূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে। এনিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে।

ইয়াসমীন হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল

প্রায় ৪ বছর আগে দিনাজপুরে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর ইয়াসমীন হত্যা মামলার রায়ে হাইকোর্ট ৩ পুলিশের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছে।

ইতিপূর্বে ১৯৯৭ সালের ৩১ আগষ্ট আদালত এই মামলার রায়ে আসামী এ,এস,আই মঈনুল হক, কনেস্টবল আব্দুস সাত্তার ও পিকআপ ভ্যানের চালক অমৃত লাল বর্মনের মৃত্যু দণ্ডের আদেশ প্রদান করেছিল। পরবর্তীতে আসামী পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করে। বিচারপতি আব্দুল মতীন ও বিচারপতি মারযিউল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে মামলার দীর্ঘ শুনানী শেষে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী গত ২৮শে মে এই মামলার ডেথ রেফারেন্সের রায়ে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখেছেন।

রায়ে বলা হয়, 'জনগণের অর্থে পুলিশকে লালন করা হয় জনগণের নিরাপত্তার জন্য। এ মামলায় সেই পুলিশ রক্ষকের বদলে ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। পোশাকধারী রক্ষকরূপী ভক্ষক এ পুলিশের লালসা ও নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও সুযোগ অসহায় তরুণী ইয়াসমীনের ছিল না। এ অবস্থায় মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র উপযুক্ত সাজা বলে আদালত উল্লেখ করে বলেন, এমনকি বিকল্প সাজার বিধান থাকলেও আমরা মৃত্যুদণ্ডই দিতাম'। রায়ে আরো বলা হয়, চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে পুলিশ হেফাযতে থাকা মানুষের উপর পুলিশ অপরাধ করে পার পেয়ে যায় এমন অনেক নযীর আছে। কারণ পুলিশ হেফাযতে নির্যাতনের ক্ষেত্রে চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ

অবস্থার উত্তরণে আইন সংশোধন অপরিহার্য। সরকার যেন আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফৌজদারী আইন ও সাক্ষ্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনে, যেন পুলিশ এ ধরনের অপরাধ করে পার পেতে না পারে। আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত দলীলের আলোকে এ সংশোধনী আনতে হবে বলে উল্লেখ করে আদালত বলেন, 'সমাজে এবং পুলিশ হেফাযতে নারী নির্যাতন আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটেই আমরা এ প্রস্তাবনা ও সুপারিশ করতে বাধ্য হচ্ছি।'

উল্লেখ্য যে, পুলিশের গাড়ীতে কিশোরী ইয়াসমীন ধর্ষিত হওয়ার পর তাকে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় সারাদেশে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণরোষ সৃষ্টি হয়। ফুঁসে উঠে দিনাজপুরবাসী। এতে পুলিশের গুলীতে ৭ জন প্রতিবাদী মানুষ প্রাণ হারায়। গণ আন্দোলনের মুখে ৭ দিন পর কবর থেকে তুলে দ্বিতীয় দফা ময়না তদন্ত করা হয়। পরে রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

খত্বীবের পুনর্বহাল দাবী

-আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের শ্রদ্ধেয় খত্বীব মাওলানা ওবায়দুল হক-কে খত্বীবের পদ হ'তে অব্যাহতি দানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং তাঁকে অনতিবিলম্বে পূর্ব পদে বহাল করার জোর দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জাতীয় মসজিদের খত্বীব এদেশের ১২ কোটি মুসলমানের জাতীয় খত্বীবের মর্যাদায় সমাসীন। তাঁকে নিয়োগ দেন দেশের প্রেসিডেন্ট। তাঁকে অপসারণ করার অধিকারও তাঁর। অথচ সরকার কর্তৃক দু'বছরের জন্য সাময়িক চুক্তিতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ডিজি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত তথাকথিত মাওলানা আব্দুল আউয়াল, যিনি নিজে মুসলমান নন, বরং একজন কাদিয়ানী বলে জনশ্রুতি আছে এবং যেকারণে তার নাম জেদ্দা আন্তর্জাতিক 'ফিক্হ একাডেমী'র প্রস্তাবিত সদস্য পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এমন একজন ব্যক্তির স্বাক্ষরকৃত নির্দেশে তাঁকে অব্যাহতি পত্র দেওয়া হয়েছে। যা দেশের সমস্ত মুসলমানের জন্য অবমাননাকর। আমরা অবিলম্বে মাননীয় খত্বীবের সম্মানজনক পুনর্বহাল দাবী করি এবং প্রশাসনকে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমদের সাথে সম্মানজনক আচরণের আহবান জানাই।

[গত ২৫ শে এপ্রিল তারিখে অত্র বিবৃতি প্রদানের পর ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার খত্বীব ছাহেব স্বীয় পদে পুনর্বহাল হয়েছেন। -সম্পাদক]

স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীরা 'লও সালাম'

-আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সীমান্তের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং গত ১৫ই এপ্রিল রবিবার সিলেটের তামাবিল সীমান্তে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত ভারতের দখলে থাকা পাদুয়া গ্রামটি পুনর্দখল এবং তার প্রতিশোধ নিতে ১৮ই এপ্রিল বুধবার কুড়িগ্রামের রৌমারি সীমান্তের ৪৫০ গজ ভিতরে এসে তিন শতাধিক হানাদার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী (বিএসএফ) বাহিনী কর্তৃক রাতের অন্ধকারে অতর্কিত হামলা প্রতিহত করে মাত্র ১১জন বিডিআর সদস্য ও গ্রামবাসী যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ও হানাদার বাহিনীকে তাদের বহু অস্ত্র ও ১৬টির অধিক লাশ ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, এজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং সৈনিক ও সীমান্তবাসী জনগণের প্রশংসা করেন। তিনি সম্মুখযুদ্ধে নিজ মাটিতে শাহাদত বরণকারী তিন জন বিডিআর সদস্যের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তাঁদের পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

[বিবৃতি দু'টি গত সংখ্যায় ভুলক্রমে প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক]

বিদেশ

অস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলীয় শিল্পপ্রধান প্রদেশ নুইভো লেওনে অবৈধ অস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নিকট অবৈধ অস্ত্র জমা দিবে তাকে এর বিনিময়ে খাদ্য কুপন দেওয়া হবে। গত ৬ মে সরকারী কর্মকর্তাগণ একথা ঘোষণা করেন। তারা জানিয়েছেন, কর্মসূচী চালুর প্রথম চার ঘন্টায় শক্তিশালী ৫০টি অস্ত্র জমা পড়েছে। প্রতিটির পরিবর্তে ১০ ডলার মূল্যের কুপন দেওয়া হয়েছে এবং বন্দুকের জন্য দেওয়া হয়েছে ৫০ ডলার মূল্যের কুপন। নইভো লিওন হচ্ছে মেক্সিকোর দ্বিতীয় প্রদেশ, যেখানে অস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হ'ল। এর আগে গত বছর উত্তরাঞ্চলীয় চিহুয়াহুয়া প্রদেশে এই কর্মসূচী চালু করা হয়। মাদক চোরাচালানের জন্য কুখ্যাত এই প্রদেশটিতে মেক্সিকো সরকার অবৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার বদলে সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করে।

নেশার দায়ে কন্যাদান!

সাত সন্তানের এক ইয়েমেনী পিতা নেশার দ্রব্য খেয়ে পাওনাদারের পাওনা বা জেল এড়াতে শেষপর্যন্ত ২০ বছর বয়সী নিজ কন্যাকে পাওনাদারের সাথে বিবাহ দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছেন। আব্দুল হামীদ নামে ইয়েমেনের এই নাগরিক তার প্রিয় ও ইয়েমেনের বৈধ নেশাদ্রব্য 'কাত পাতা' কিনে কাত ব্যবসায়ীর নিকট প্রায় ৫০০ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কাত ব্যবসায়ী পাওনার জন্য পুলিশের নিকট অভিযোগ করলে পুলিশ তাকে দেনা পরিশোধ না করলে জেলে যেতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়। দেনা পরিশোধের সামর্থ না থাকায় আব্দুল হামীদ নিজেই 'কাত' ব্যবসায়ীর নিকট নিজ কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে কাত ব্যবসায়ী পাওনা অর্থ ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে তার কন্যাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে।

চীনে ৫শ' অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড

চীনা পুলিশ সম্প্রতি দশ সহস্রাধিক অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে। বিভিন্ন অপরাধ দমনের জন্য 'কঠোর আঘাত হানো' নামে এক অভিযানের প্রথম মাসে এই অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে অন্তত ৫শ' অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোষণাও করা হয়। গত ৬ মে চীনের রাষ্ট্রীয় বেতারে এই খবর প্রচার করা হয়। গত ৭ এপ্রিল দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের ফুজিয়ান প্রদেশে এই অভিযান শুরু হয়। চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন অভিযানের সূচনা করেন।

এদিকে লন্ডন ভিত্তিক 'অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' এই অভিযানের সমালোচনা করে বলে যে, এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ রয়েছে। অবশ্য চীনা নেতারা অভিযানের সূচনাতে বলেছিলেন যে, অপরাধীরাই কেবল এর লক্ষ্য।

খেলার ফলাফলের জেরঃ ১৩০ জন দর্শকের মর্মান্তিক মৃত্যু

ঘানার রাজধানী আক্রায় গত ৯ মে একটি ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হুড়োহুড়িতে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে ১৩০ জন দর্শক মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। আহত হয়েছে প্রায় ২০০ জন। জানা যায়, ঐদিন লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণী খেলায় 'আক্রা স্পোর্টস স্টেডিয়ামে' মুখোমুখি হয়েছিল দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল

'হার্টস অফ ওক' এবং 'কুমাসি আশান্তি কোতোকো'। খেলায় হার্টস অফ ওক ২-১ গোলে কুমাসি আশান্তি কোতোকো-কে পরাজিত করে পুনরায় লীগ চ্যাম্পিয়ন হ'লে শুরু হয় গোলমাল। দলের পরাজয়ে ক্ষিপ্ত কোতোকো সমর্থকরা স্টেডিয়ামের আসন উপড়ে ফেলে এবং বিপক্ষ দলের সমর্থকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ ঐ সময় সংঘর্ষ বন্ধ করতে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ভীতসন্ত্রস্ত দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলেও গেট ছিল বন্ধ। ফলে ৪০ হাযার দর্শকের হুড়োহুড়িতে পায়ের নীচে চাপা পড়ে ১৩০ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। আহত হয় প্রায় ২০০ জন। আহতদের দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঘানার এ ঘটনা নিয়ে গত ১ মাসের কম সময়ে আফ্রিকায় খেলাকে কেন্দ্র করে স্টেডিয়ামে চারটি ঘটনা ঘটল।

[বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশে এ রকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন চলে আসে, 'যে খেলার কারণে মানুষের কেবল অর্থ, সময় নষ্ট হয়, জীবনের সামান্যতম নিশ্চয়তাটুকু যেখানে নেই, সে ধরনের খেলা বন্ধ করা কি যুক্তিসঙ্গত নয়'। উল্লেখ্য যে, ইসলামে এ ধরনের খেলাকে চরম ঘৃণাভরে দেখা হয়েছে। -সম্পাদক]

মুসলিম কর্মচারীদের জন্য ছালাতের কক্ষ বরাদ্দ

যুক্তরাষ্ট্রের 'সীমেন্স' কর্তৃপক্ষ তাদের মুসলিম কর্মচারীদের ছালাতের জন্য কক্ষ বরাদ্দ দেবার ঘোষণা দিয়েছে। সীমেন্স জার্মান ভিত্তিক একটি বিশালাকৃতির প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মিনেসোটায় অবস্থানরত তাদের মুসলিম কর্মচারীদের অনুরোধে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। 'সীমেন্স'-এর একজন প্রকৌশলী এবং কেয়ার এম,এন বোর্ডের সদস্য কামাল বালিওগলু বলেন, আমরা সীমেন্স-এর গঠনমূলক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করছি। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে কোম্পানী ধর্মবিশ্বাসী সকলের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

'সীমেন্স এজি' হচ্ছে 'সীমেন্স ইউএসএ'-এর মূল প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর ১৯০ টিরও বেশী দেশে ৪ লাখ ৬০ হাযার লোক এই কোম্পানীতে কর্মরত আছেন। উল্লেখ্য, মিনেয়াপলিস-এসটিতে আনুমানিক ৭৫ হাযার মুসলমান এবং গোটা যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ লাখ মুসলমান কর্মরত আছেন।

সুশাসন ব্যবস্থাই দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম

-বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট

নিম্ন ও মাঝারী আয় সম্পন্ন দেশগুলিতে দারিদ্র্য হ্রাস করতে সাহায্য করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বিশ্বব্যাংক এসব দেশের শাসন ব্যবস্থার মান উন্নত করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। বিশ্বব্যাংক গ্রুপ-এর প্রেসিডেন্ট জেমস উলফেনসন একথা বলেছেন। তিনি বলেন, নিজেদের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল উন্নয়নে এবং তাদের সরকারী ব্যয় ব্যবস্থাপনা সিস্টেম উন্নয়নে সরকারগুলির সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

গত ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) বসন্তকালীন বৈঠকের উদ্বোধনী সংবাদ সম্মেলনে উলফেনসন বলেন, স্বচ্ছতা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার, ধনী দেশগুলির কাছ থেকে সহযোগিতা, যুদ্ধ-সংঘাত পরবর্তী দেশগুলিতে কারিগরী সহযোগিতা প্রদানও দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উলফেনসন জানান, বিশ্বব্যাংক যেসব মূল সমস্যা মোকাবিলা করছে, সেগুলি হ'ল- এইচ আইভি/এইডস, শিক্ষা, সরকারী ঋণ, সরকারী আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো, ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা, সরকারী পণ্য, উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য সহায়ক বাণিজ্য এবং তার পরিচালনার নীতিমালা।

জনাব উলফেনসন জানান, বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা একটা উন্নয়নশীল বা দরিদ্র দেশকে প্রচুর পরিমাণ ঋণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করছে। কিন্তু সে দেশ তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ তো হচ্ছেই, উপরন্তু সে দেশের ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, সে দেশে সুশাসন ব্যবস্থা নেই।

আরাকানে তিন শ' বছরের মসজিদ ধ্বংস

মায়ানমারের বর্বর নাসাকা বাহিনী তিনশ' বছরের পুরোনো একটি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছে। স্থানীয় রোহিঙ্গা মুসলমানরা এই বর্বর কাজে সহযোগিতা না করায় নাসাকা বাহিনীর বন্দীশিবির থেকে শতাধিক রোহিঙ্গা বন্দীকে জোর করে অস্ত্রের মুখে মসজিদ ভাঙ্গার কাজে লাগানো হয়েছে। এই জঘন্য কাজে বাধা দেওয়ার কারণে নাসাকা বাহিনী গ্রেফতার করেছে মসজিদ কমিটির ১০ জনকে। এই ঘটনায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে রোহিঙ্গা মুসলিম অধ্যুষিত আরাকানের বলীবাজার ও মংডু এলাকায়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকায় নাসাকা বাহিনী এ এলাকায় কার্ফ্যু জারি করেছে। বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের মাত্র ৩ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে বলীবাজার এলাকার নাককুরা কালাচাঁদ জামে মসজিদটি প্রায় তিনশ' বছর আগে নির্মিত হয় বলে জানা গেছে। এ মসজিদটি মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ সহ স্থানীয় মুছল্লীগণ পুনঃনির্মাণ করতে গেলে নাসাকা বাহিনী অবৈধভাবে পরিচালনা কমিটির কাছে ১৫ লাখ কিয়াত (বর্মী মুদ্রা) চাঁদা দাবী করে। মসজিদ পরিচালনা কমিটি এই অযৌক্তিত দাবী মেটাতে অপারগতা প্রকাশ করলে নাসাকা বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে গত ১৮ এপ্রিল প্রথমে মসজিদে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করে। অতঃপর পরিকল্পিতভাবে কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ ১০ জনকে গ্রেফতার করে এবং মুছল্লীদেরকে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়। নাসাকারা এলাকায় জানিয়ে দেয় যে, কেউ মসজিদ ভাঙ্গার কাজে বাধা দিলে তাকে গুলী করে হত্যা করা হবে। এতে সাধারণ মুসলমানগণ ভয়ে এবং ক্ষোভে বলীবাজার এলাকা ত্যাগ করে। অতঃপর বন্দী শিবির থেকে মুসলমান বন্দীদের এনে তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে মসজিদ ভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে সীমান্ত এলাকার শত শত মুসলমান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

[আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং বর্মী সরকারের প্রতি তার বাহিনীর এই নৃশংসতা বন্ধের দাবী জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এই মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করে সেখানে মুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তাসহ ছালাত আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বার্মী সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি। -সম্পাদক]

উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল 'অরবিস'

অনেকে ধারণা করতে পারেন হাসপাতাল আবার উড়ন্ত হয় কি করে? আসলে নামকরণের সাথে সাথে তার কাজে-কর্মেও বাস্তবতা আছে। এই হাসপাতালের কার্যক্রম বা রোগীদের সেবা প্রদানের মাধ্যম হ'ল বিমান। ভ্রাম্যমান একটি দল এই বিমানে করে দেশ-বিদেশে হাযার হাযার রোগীর চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। একটি সুপরিসর বিমানে স্থাপিত 'অরবিস' উড়ন্ত হাসপাতালটি ১৯৮৫ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আসে এবং তখন থেকেই এদেশে এর কার্যক্রম শুরু হয়। তারপর থেকে ৬ বার সে বাংলাদেশে আসে এবং বাছাইকৃত চক্ষু রোগীদের চিকিৎসাসহ ডাক্তার ও নার্সদের প্রশিক্ষণ দেয়। আগামী বছরের প্রথমার্ধে 'অরবিস' উড়ন্ত হাসপাতালের বিমানটি

আবার বাংলাদেশে আসবে। বর্তমানে অরবিস বাংলাদেশে ছয়টি দীর্ঘমেয়াদী অন্ধত্ব নিবারণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে। উড়ন্ত এ চক্ষু হাসপাতালটি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ৮০টি দেশে ৫ শতাধিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং ৫৪ হাযারেরও বেশী ডাক্তার-নার্সকে চক্ষু চিকিৎসা ও সেবামূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের প্রায় ৯০ লাখ লোককে অরবিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চক্ষু সেবা দিয়েছে।

কুকুরের মরণোত্তর পুরস্কার লাভ?

চীনে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকালে নিহত একটি কুকুরকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর এই কুকুরটি বহু অপরাধীকে পাকড়াও করার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। গত ৩০ মে রাষ্ট্রীয় খবরে বলা হয় উইকিওয়াও নামের এই গোয়েন্দা কুকুরটি পূর্বাঞ্চলীয় আনহুই প্রদেশের পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত ছিল। ৮ বছরেরও বেশী সময় ধরে কুকুরটি ৩০টিরও বেশী ফৌজদারী মামলার ৭০ জন সন্দেহভাজন আসামীকে পাকড়াও করার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে। চলতি বছরের প্রথম দিকে সন্দেহভাজন একদল দুর্বৃত্তের পিছু নিলে দুর্বৃত্তরা তাকে বড় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এর ফলে তার গোয়েন্দা জীবনের অবসান ঘটে। তাকে বাঁচানোর সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কুকুরটি মারা যায়।

কারাগারে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট যোশেফ এস্ত্রাদা

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার একটি জেলখানা হ'তে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট যোশেফ এস্ত্রাদা বলেছেন, তিনি এখনও ফিলিপাইনের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। গত ২৫ এপ্রিল দুর্নীতির অভিযোগে এই ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হ'লে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারে। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পুলিশবাহী একটি গাড়ীর বহর নিয়ে সাবেক চলচ্চিত্র তারকা প্রেসিডেন্ট যোশেফ এস্ত্রাদাকে ম্যানিলার উপকণ্ঠে অবস্থিত তার নিজস্ব বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাঁর হাযার হাযার সমর্থক গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং পুলিশের প্রতি পাথর ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।

উল্লেখ্য যে, একত্রিশ মাসের শাসনামলে এস্ত্রাদা জুয়া সংগঠকদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন দুর্নীতির মাধ্যমে ৮ কোটি ডলারেরও বেশী অর্থ উপার্জন করেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রধান দুর্নীতি দমন আদালত এই মামলায় তার বিরুদ্ধে জামিনের অযোগ্য গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করে। এস্ত্রাদা ছাড়াও অন্যান্য ৭ জন আসামীর মধ্যে তার পুত্র এজিরসিটও রয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২০ জানুয়ারী এক গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এস্ত্রাদা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ইতিপূর্বেকার তারই মন্ত্রীপরিষদের পদত্যাগী সদস্যা গ্লোরিয়া ম্যাকাপাগল সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মানবাধিকার সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের লজ্জাজনক বিদায়

যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা ভিত্তিক জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মানবাধিকার সংস্থা থেকে তার সদস্যপদ হারিয়েছে। ১৯৪৮ সালে এই সংস্থা গঠনে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থানের ফলে শত্রু এবং মিত্রদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনে পশ্চিমা দেশগুলির জন্য তিনটি আসন বরাদ্দ রাখা হয়। গত ৩রা মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফ্রান্স পায় ৫২ ভোট, অষ্ট্রিয়া ৪১, সুইডেন ৩২ এবং যুক্তরাষ্ট্র পায় মাত্র ২৯ ভোট। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সংস্থার সদস্য পদ হারায়। এই পরাজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষ বলেছে, তাদের জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অভাবে তারা পরাজয় বরণ করেছে। বিপক্ষগণ অবশ্য এই পরাজয়ের জন্য ওয়াশিংটনের বিপুল অংকের চাঁদা বাকী থাকা এবং পরিবেশ, প্রতিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতি বুশ প্রশাসনের অবস্থানকেই দায়ী করেছেন। ৫৩ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্যপদে ছিল। জেনেভা ভিত্তিক ৫৩ জাতি মানবাধিকার কমিশনের প্রধান সংস্থা 'জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ' গত ৩রা মে নিউইয়র্কে গোপন ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। কমিশনের নির্বাচিত মুসলিম দেশের মধ্যে বাহরাইন, পাকিস্তান, সুদান, আলজেরিয়া, সউদী আরব, ক্যামেরুন, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল ও সিরিয়া রয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে ফ্রান্স, চীন, অষ্ট্রিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, কানাডা, কিউবা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ রয়েছে।

এ সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাদ পড়ায় চীন খুশী হয়েছে। চীন বলেছে যে, এতে প্রমাণিত হ'ল যে, তারা নিজের দেশেও মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশ এখন যুক্তরাষ্ট্রকে আর তত গুরুত্ব দিচ্ছে না।

ভারতের পাঁচটি বিধান সভা নির্বাচনঃ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের নিরংকুশ বিজয়

গত ১০ মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট নিরংকুশভাবে বিজয়ী হয়েছে। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হিন্দু মৌলবাদী বিজেপির পরাজয় ঘটেছে। তারা রাজ্য সভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে একটি আসনেও বিজয়ী হ'তে পারেনি। বামফ্রন্ট পেয়েছে ২০০টি আসন। বামফ্রন্টের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস জোট পেয়েছে ৮৭টি ও অন্যান্য দল পেয়েছে ৭টি আসন। তৃণমূল কংগ্রেস জোটের ৮৭টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ৬১টি ও জাতীয় কংগ্রেস ২৬টি আসন পেয়েছে। এবারের নির্বাচনে বামফ্রন্টকে ২টি আসন হারাতে হয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ২০২টি আসন। এবার ২০০টি। বামফ্রন্ট নেতা বুদ্ধদেব গত ১৮ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও একই সময়ে ভারতের অপর ৪টি রাজ্যসভা তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম ও পণ্ডিচেরিতেও নির্বাচন হয়। তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে, টিএমকে ও কংগ্রেস এই ত্রিদলীয় জোট বিজয়ী হয়েছে। তারা রাজ্য সভার ২৩৪টি আসনের মধ্যে ১৯৬টি আসন পেয়েছে। পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন ডিএমকে এবং বিজেপি জোটের পরাজয় ঘটেছে। তারা পেয়েছে ৩৮টি আসন।

ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রসর রাজ্য বলে বিবেচিত কেরালায় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোটের কাছে ক্ষমতাসীন সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন বামজোট বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। এখানে রাজ্য বিধান সভার ১৪০ আসনের মধ্যে ইউডিএফ পেয়েছে ৯৯টি আসন ও বামজোট পেয়েছে ৪০টি আসন। উল্লেখ্য যে, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোটের সাথে শরীক হয়ে নির্বাচন করেছে।

আসামে ক্ষমতাসীন 'অসম গণপরিষদ' বিজেপির সাথে জোট বেঁধেছিল বিজয়ের জন্য। কিন্তু তাদের ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেস এর কাছে। এ রাজ্যের ১২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৭১টি ও বিজেপি জোট পেয়েছে ২৬টি আসন।

এদিকে পণ্ডিচেরিতে ৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৩, ডিএমকে-১২, এআইএডিমকে ৩ এবং অন্যান্য দল ২টি আসন পেয়েছে।

মুসলিম জাহান

পানি সংকট নিরসনে জর্দানে দু'টি নতুন প্রকল্প

বিশ্বের ১০টি দেশ পানির অভাবে ভুগছে। এর মধ্যে জর্ডান অন্যতম। পানির অভাব এই দেশে ব্যাপক আকার ধারণ করছে। এর উপর ১৯৯৬ সাল থেকে দেশটিতে চলছে তীব্র খরা। এ বিশাল মরু রাষ্ট্রের জন্য বছরে ১শ' ১০ কোটি ঘনমিটার পানির প্রয়োজন। কিন্তু চলতি বছরে মাত্র ৮৫ কোটি ঘনমিটার পানি পাওয়া যাবে বলে আগাম হিসাবে ধরা হয়েছে। গত বছরে পানির অভাব ছিল ১৯ শতাংশ। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশে। ফলে সেদেশের কর্মকর্তারা পানি আতংকে ভুগছে। আর তাই ২০২০ সালের মধ্যে পানির অভাব দূর করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য জর্ডান ২টি বৃহত্তর প্রকল্প নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। পানি মন্ত্রী হাতেম হালওয়ালী সম্প্রতি বলেন, গৃহীত ২টি প্রকল্পের জন্য সরকার এ বছর টেণ্ডার আহ্বান করবে। এর একটি হ'ল আলউইহডা বাঁধ। সিরিয়ার সাথে ইয়ারমুক নদীর যৌথ প্রকল্প। অন্যটি হ'ল দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় ডিসিতে মাটির নীচের প্রকল্প। তিনি জানান এই দুই প্রকল্পে পানি প্রাপ্তির মাত্রা ১৮ কোটি ঘনমিটার বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে বিশুদ্ধ খাবার পানি সবার জন্য নিশ্চিত হবে।

মাহাথির 'গ্রীন ব্রেট' পদকে ভূষিত

মালয়েশিয়ার অর্থনীতি রক্ষায় ধৈর্য ও সাহসের জন্য সেদেশের প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদকে সামরিক বাহিনীর 'গ্রীন ব্রেট' পদকে ভূষিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাহাথির গত ৫ মে দক্ষিণাঞ্চলীয় মালাক্কা প্রদেশের কমাণ্ডো ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ রেজিমেন্ট তাকে এই সম্মান জনক পদক প্রদান করেন। বীরত্ব, নিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার জন্য এই পদকে ভূষিত করা হয়ে থাকে। সনদপত্রে মাহাথিরের প্রশংসা করে বলা হয়, তিনি শুধু সশস্ত্র বাহিনীর জন্য নয়, সকল মালয়েশিয়র জন্য একটি মডেল। মাহাথির বলেন, এই রেজিমেন্টের যেসব সদস্য নিবেদিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন, আমি তাদের সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছি। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে যখন এশিয়ার মুদ্রা সংকট তুঙ্গে উঠেছিল, তখন মাহাথির আইএমএফ-এর নির্দেশনা ভেঙ্গে পুঁজি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেন। এর ফলে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি প্রতিবেশী দেশগুলির চেয়ে চাঙ্গা ছিল।

কুয়েত ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসাইনকে উৎখাতের কোন ষড়যন্ত্রে যোগ দিবে না

কুয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসাইনকে উৎখাতের কোন ষড়যন্ত্রে সে যোগ দিবে না। কুয়েতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ সাবাহ আল-আহমাদ আস-সাবাহ গত ৬ মে লণ্ডন ভিত্তিক আরব পত্রিকা আশ-শারক্ব আল-আওসাতে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। শেখ সাবাহ বলেন, তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে বলে দিয়েছেন যে, সাদ্দাম হুসাইনকে উৎখাতের কোন পরিকল্পনায় বিশেষ করে তা যদি ইরাকের বিরোধী নেতা আহমাদ সালাবীর সঙ্গে হয়, তাতে কুয়েত কোন ভূমিকা রাখবে না। তিনি আরো বলেন, কাউকে উৎখাতের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট নন এবং এ বিষয়ে বুশ প্রশাসনের কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি অবগত নন। নয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নতুন প্রশাসন গত মার্চে বলেছে, ওয়াশিংটন আহমাদ সালাবীর নেতৃত্বাধীন সাদ্দাম বিরোধী প্রবাসী কোয়ালিশন গ্রুপকে বর্ধিত সহায়তা প্রদান করবে। এদিকে শেখ সাবাহ আরো বলেন, ইরাকী শাসকের পরিবর্তন সেদেশের জনগণের উপর বর্তায়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার তাদেরই। ইরাকের কাছে আমরা যা চাই তা হ'ল সে আমাদের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে স্বীকৃতি প্রদান করুক।

সার্বদের হামলায় বসনিয়ায় মসজিদ পুনঃনির্মাণের কাজ বন্ধ

বসনিয়া হারজেগোভিনায় যুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মসজিদের পুনঃনির্মাণ কাজে কট্টর সার্বরা বাধা দিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। গত ৫ মে রাজধানী সারায়েভো থেকে ১০০ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত ত্রেবিনিয়া শহরে অবস্থিত এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের উপর সার্বরা হামলা চালায়। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়। এদের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রশাসনের একজন প্রতিনিধিও রয়েছেন। বসনিয়ার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা এ ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে বসনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সার্বদের হামলায় যে শত শত ঐতিহাসিক মসজিদ ধ্বংস হয়, এই মসজিদটি সেগুলির অন্যতম।

আফগানিস্তানে ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠনে পাকিস্তান-ইরান মতৈক্য

আফগানিস্তানে একটি ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠনের প্রতি সমর্থনের কথা ইরান পুনরায় উল্লেখ করেছে। ইরান বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের জন্য তালেবান কর্তৃপক্ষের নিন্দা জানায়। গত ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র দফতরে সফররত ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব ডঃ হাসান রূহানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি আফগানিস্তানকে একটি জটিল ইস্যু উল্লেখ করে বলেন, এতদঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে একটি যুৎসই প্রক্রিয়া গড়ে তোলা দরকার। আফগানিস্তানের চরমপন্থীদেরকে বিপজ্জনক উল্লেখ করে ডঃ রূহানী বলেন, এই সমস্যার সামরিক সমাধান নেই। তিনি বলেন, পাকিস্তান ও ইরান মনে করে দেশটিতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সরকার গঠন এবং বিবদমান দলগুলির কাছে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা যরূরী। অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান দেখানোর ব্যাপারে কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে তিনি তালেবানদের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের নিন্দা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সাত্তার বলেন, আমরা সেখানকার বাস্তব অবস্থা নিয়ে আলোচনার পর একমত হয়েছি যে, আফগানিস্তানের ঘটনাবলী গোটা অঞ্চল বিশেষ করে ইরান-পাকিস্তান সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাই সংঘাত উস্কে না দিয়ে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সবাইকে চেষ্টা করতে হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মহাশূন্যের প্রথম পর্যটক

রুশ নভোচারী ট্যালগাট মুসাবায়েভ ও ইঁউরী বাটুরিনের সাথে বিশ্বের প্রথম মহাকাশ পর্যটক মার্কিন কোটিপতি ডেনিস টিটো গত ৩০ এপ্রিল আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের বোর্ডে পৌঁছেন। অতঃপর ৮ দিনের সফর শেষে গত ৬ মে রবিবার তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। রুশ নভোযান 'সয়ুজ' তাকে নিয়ে কাজাখস্তানের একটি মরুভূমিতে অবতরণ করে।

টিটো যখন নভোযান থেকে নামছিলেন তখন তাকে বেশ সুস্থ ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। রুশ কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান। মহাশূন্যে সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে টিটো বলেন, এ কয়েকদিন যেন তার স্বর্গে কেটেছে। পৃথিবীতে ফিরে এসে টিটো জানান, মাত্র একবার সফরে স্বাদ মেটেনি। তিনি আরেকবার যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

নতুন ধরনের রশ্মি উদ্ভাবন

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এমন একটি নিয়ন্ত্রিত রশ্মি উদ্ভাবন করেছেন, যার দ্বারা কোন বস্তুকে স্পর্শ না করে নাড়াচাড়া করা যাবে। স্কটল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলীয় সেন্ট এণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই রশ্মি উদ্ভাবন করেন। তবে এই রশ্মি শুধুমাত্র আনুবিক্ষনিক বস্তুকে নাড়াচাড়া করতে পারবে। এই রশ্মি দ্বারা এ পর্যন্ত হ্যামস্টার ক্রোনোহম সফলভাবে নাড়াচাড়া করা হয়েছে।

মহাকাশযান পাইওনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে 'নাসা'

নাসার বিজ্ঞানীগণ মহাকাশযান 'পাইওনিয়ার-১০'-এর সঙ্গে আরেকবার যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে এই মহাকাশ যানটি পৃথিবী থেকে ১ হাযার ১০০ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

গত ৩০ এপ্রিল নাসা প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, স্পেনের মাদ্রিদে একটি রেডিও টেলিস্কোপ পরিচালনারত বিজ্ঞানীরা ২৮ এপ্রিল এই ক্ষুদ্র মহাকাশযানটির সাথে যোগাযোগ করেন। ধারণা করা হয়েছিল যে, আজ থেকে ২৯ বছর আগে উৎক্ষেপন করা এই মহাকাশযানটির সংকেত গ্রহণ ও পাঠানোর যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যতের আন্তঃনাক্ষত্রিক অভিযানে যোগাযোগ প্রযুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা স্পেনের মাদ্রিদে একটি রেডিও টেলিস্কোপ অ্যান্টেনা পরিচালনা করছেন। সেখান থেকেই তারা ২৮ এপ্রিল সকাল ১০ টায় এই ক্ষুদ্র মহাকাশ যানটির সাথে যোগাযোগ করেন। ২০০০ সালের আগষ্ট মাসের পর এই প্রথম মহাকাশযানটি বেতার সংকেতে সাড়া দেয়।

নাসার অ্যামেস রিসার্চ সেন্টারের ৬ ল্যারি ল্যাশার ঘোষণা করেন, 'পাইওনিয়ার-১০' টিকে থাকবে। বর্তমানে সৌরজগতের বাইরে কক্ষপথ পরিক্রমণরত পাইওনিয়ার-১০ ১৯৭২ সালের ২ মার্চে উৎক্ষেপন করা হয়। পাইওনিয়ার-১০ই প্রথম মহাকাশযান যেটি গ্রহানুপুঞ্জের বেষ্টনী পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ছাই দিয়ে কংক্রিট!

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ছাই দিয়ে এক বিশেষ ধরনের কংক্রিট আবিষ্কার করেছেন। তাদের নতুন এই প্রযুক্তির কল্যাণে ছাই দিয়ে বাঁধানো হচ্ছে টেমস নদীর পাড়। এই প্রযুক্তিতে এক বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে ছাইকে করা যায় কংক্রিটের চেয়েও কঠিন। বিশেষজ্ঞ বব মিউলটনের মতে এই কার্যকর পদ্ধতির সাথে আরেকটি বড় উপকার পাব। যাতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে বেরুনো 'ফ্লাইঅ্যাশ'গুলিকে কাজে লাগানো যাবে। এই ফ্লাইঅ্যাশ এখনও শুধুমাত্র বায়ুদূষক হিসাবেই পরিচিত।

তাজা মাছ ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

তাজা মাছ ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, তাজা মাছ রান্না করে কিংবা কাঁচা যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন, তা বিশেষ করে ধূমপায়ীদের জন্য ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, ধূমপায়ীরা জাপানীদের মাছ খাওয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে ক্যান্সার হওয়ার আশংকা থেকে বছরে কয়েক হাযার জীবন রক্ষা পেতে পারে। চার হাযার স্বাস্থ্যবান মানুষ এবং এক হাযার ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর খাদ্য তালিকার উপর গবেষণা চালিয়ে জাপানের আইচিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ক্যান্সার হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা তাদের এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রচুর পরিমাণে তাজা মাছ খেয়ে থাকেন তাদের বিশেষ এক ধরনের ফুসফুস ক্যান্সার হবার ঝুঁকি লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মৎস্য আহার আরো দু'ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। তবে লবনযুক্ত মাছ কিংবা শুকনো মাছ ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে তেমন ভূমিকা রাখে না।

প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইল গতিবেগ সম্পন্ন নতুন যাত্রীবাহী বিমান

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা 'নাসা' হাইপারসোনিক গতিবেগ সম্পন্ন নতুন এক যাত্রীবাহী বিমান উদ্ভাবন করেছে। শব্দের পাঁচগুণ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইল বা ঘন্টায় তিন হাযার ছয়শত মাইল হবে এর গতিবেগ। প্রথমে পাইলট ও যাত্রীবিহীনভাবে ফ্লাইট পরীক্ষা করা হবে। 'নাসা' এর নাম রেখেছে 'স্ক্র্যামজেট' সাংকেতিক নাম 'এক্স-৪৩'। সর্বাধুনিক জেট ইঞ্জিনের নবতর সংস্করণ ব্যবহার করা হবে এই বিমানে। আকার-আকৃতি প্রচলিত বিমানের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। এতে ফ্লাইট অনেক বেশী নিরাপদ এবং কম ব্যয়বহুল হবে বলে উদ্ভাবকের বিশ্বাস। এয়ার কম্প্রেসিং-এর কাজে এতে টারবাইন ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যমান বিমানের মধ্যে সবচাইতে দ্রুত গতিসম্পন্ন হচ্ছে মার্কিন সামরিক বিমান 'ব্লাকবার্ড, এসআর-৭১'।

পাঠকের মতামত

[গত সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রের জওয়াবে লেখা নিম্নের চিঠিটি দেশ ও বিদেশের বিচ্ছিন্ন মা-বোনদের উপকারে আসবে মনে করে পত্রস্থ করা হ'ল। -সম্পাদক]

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

প্রাপক,
কুমকুম আখতার খানম
প্রযত্নেঃ মনছুর আলী
সাং খুরমা (বড়বাড়ী)
পোঃ খুরমা
ছাতক, সুনামগঞ্জ-৩০৮৫।

প্রিয় বোন!

আশা করি কুশলে আছেন। পর- মুহতারাম আমীরে জামা'আত বরাবরে আপনার প্রেরিত পত্র পরবর্তীতে আমার হস্তগত হয়েছে এবং তা পাঠ করে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছি। পত্রটি মাসিক **আত-তাহরীকের** মে'২০০১ সংখ্যায় পত্রস্থ হয়েছে দেখে আরও আনন্দিত হয়েছি এজন্য যে, এর দ্বারা অনেক মা-বোন উৎসাহিত হবেন।

প্রিয় বোন! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট চিন্তাধারা ভিত্তিক আন্দোলনের নাম নয়। বরং এটি মুসলিম উম্মাহ্র ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর আন্দোলন। এ আন্দোলন বিভিন্ন মাযহাব, তরীকা ও রাজনীতির নামে শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার আন্দোলন। এ আন্দোলন আক্বীদা ও আমলকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে পরিশুদ্ধ করার আন্দোলন। এই আন্দোলন বা দাওয়াতকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং এই দাওয়াতকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত করার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত 'আন্দোলন'-এর মহিলা বিভাগই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' নামে মা-বোনদের মাঝে দাওয়াতী খিদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছে। যেকোন একটি বোন যেমন যেকোন স্থানে যেকোন মা-বোনের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন। তেমনি কোন স্থানে সমমনা তিনজন মা-বোন মিলে একটি 'শাখা সংগঠন' কায়েম করতে পারেন। যেখানে একজন সভানেত্রী, একজন সম্পাদিকা ও একজন সদস্যা থাকবেন। যারা প্রথমে পাঁচ টাকা দিয়ে 'মহিলা সংস্থার' 'প্রাথমিক সদস্যা ফরম' পুরণ করবেন এবং নাম-ঠিকানা সহ টাকা কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। অতঃপর প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটি করে টাকা আন্দোলন ফাণ্ডে জমা করবেন। এজন্য বাসায় একটি বিশেষ কৌটা রাখতে পারেন। যেখানে জমাকৃত অর্থ মাস শেষে 'আন্দোলন'-এর রসিদে ও খাতায় জমা করবেন এবং সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কাজে ব্যয় করবেন। সাথে সাথে নির্ধারিত মাসিক রিপোর্ট প্রতি ইংরেজী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে পাঠাবেন। আপনাকে দৈনিক কিছু সময় অর্থসহ কুরআন, হাদীছ এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাহিত্য পাঠ করতে হবে। সপ্তাহে একদিন তা'লীমী বৈঠকে বসতে হবে। সেটা সংগঠনের ভিতরের-বাইরের সকল মা-বোনকে নিয়েও হ'তে পারে। সাপ্তাহিক বৈঠকের দিন সবাই কিছু করে 'বৈঠকী দান' হিসাবে আন্দোলন ফাণ্ডে জমা দিতে পারেন। এছাড়াও দাওয়াতী তৎপরতার অংশ হিসাবে মাসিক **আত-তাহরীকের** গ্রাহক বৃদ্ধি, বই ও ক্যাসেট সমূহ বিক্রি বা ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারেন। শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন বর্তমান জাহেলী যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া আমরা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করি।

'মহিলা সংস্থা'র কিছু কাগজপত্র আপনার খেদমতে প্রেরণ করলাম। আশা করি জবাবী পত্র পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত করবেন। ওয়াসসালাম। ইতি-

আপনার বোন
স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
সভানেত্রী
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

আত-তাহরীকই শীর্ষে

আমি একজন সাধারণ মুসলমান। ছিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধানে বিগত ১৯৯৬ সাল থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য এর আগের জীবন উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, জ্ঞান অর্জন ব্যতীত সঠিক আমল সম্ভব নয়। সেই সাথে এ কথাও ঠিক যে, আমল ছাড়া জ্ঞানও ফলদায়ক নয়। অতঃপর বিগত তিন বছরে আমি আহলেহাদীছ বিদ্বানদের রচিত ৪০/৫০টি ছোট-বড় বই সংগ্রহ করেছি। 'আহলেহাদীছ দর্পণ' ১-২১ খণ্ড, মাসিক 'দারুস সালাম' কয়েক সংখ্যা, মাসিক 'মদীনা' অসংখ্য পাঠ করেছি। মাসিক **আত-তাহরীক** এক বছর আগের প্রকাশিত মাত্র দু'টি সংখ্যা আমার পাঠের সৌভাগ্য হয়েছে। সবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হয়েছে যে, **'আত-তাহরীক'ই** সবগুলির শীর্ষে। অতঃপর আমার বিচারে ২য় আহলেহাদীস দর্পণ, ৩য় দারুস সালাম, ৪র্থ আরাফাত, ৫ম কলিকাতার 'আহলেহাদীস', ৬ষ্ঠ মদীনা ও সপ্তম স্থান অধিকার করেছে 'ফুরকান'। অতএব বুকভরা আশা নিয়ে আত-তাহরীকের নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য রিয়াদ ব্যাংকে গিয়ে ড্রাফট করে পাঠালাম। আর গভীর ঔৎসুক্যের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম আমার প্রিয় **'আত-তাহরীক'**-এর জন্য।

মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন
পোষ্ট বক্স নং ২০৮২
রিয়াদ- ১১৯৫১, সঊদী আরব।

*[প্রিয় পাঠককে **আত-তাহরীক** পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা রইল। -সম্পাদক]*

শহীদুল্লাহ ভাই-এর স্মরণে

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০১ সংখ্যা হাতে পেয়ে 'আমাদের প্রিয় শহীদুল্লাহ আর নেই' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তিটি পাঠে হঠাৎ যেন মাথায় বজ্রপাত ঘটল। শহীদুল্লাহ ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন এটা কোনভাবেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিনা। তার মিষ্টি-মধুর আচরণে আমরা যারপর নেই মুগ্ধ। আমি যতবারই মারকাযে গিয়েছি ততবারই তিনি আমাকে বড়ভাই হিসাবে শ্রদ্ধাভরে দেখতেন। খাওয়া-দাওয়া-থাকা সবকিছুর ব্যবস্থা এত দরদের সাথে করতেন যা কখনো ভোলার নয়। গত ১৬ই ডিসেম্বর ২০০০ রামাযান মাসে সর্বশেষ মারকাযে গিয়েছিলাম। তখনই তার সাথে আমার শেষ দেখা। বার বার যেন সেই দৃশ্য আমাকে আন্দোলিত করছে। আমরা তার আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছি। তার পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। আল্লাহ যেন তার পারলৌকিক জীবন সুখময় করেন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।-আমীন!!

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
কলেজ রোড
বিরামপুর, দিনাজপুর।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তা'লীমী বৈঠক

২৭শে মার্চ ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষার মধ্য দিয়ে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'জামা'আতী যিন্দেগী'র উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, প্রত্যেক মুসলিমকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। কেননা মুসলমানদের জন্য জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করা ফরয। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গঠিত জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করবে, তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তিনি মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলীকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গঠিত জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জামা'আতী যিন্দেগী গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

৩রা এপ্রিল ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র প্রধান হাফেয জনাব মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর বক্তব্যে বলেন, আশূরায়ে মুহাররম-এর ফযীলত হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের কারণে নয়। বরং এ দিবসে আল্লাহপাক অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাঊন ও তার দলবলকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এরপর থেকে হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীরা প্রতিবছর আল্লাহপাকের শুকরিয়া স্বরূপ এ দিনে ছিয়াম পালন করতেন। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামও উক্ত নিয়তেই এ দিবসে ছিয়াম পালন করতেন। অতএব আমাদেরকেও শাহাদাতে হুসায়েনের নিয়তে নয়, বরং নাজাতে মূসার শুকরিয়া স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী এ দিনে ছিয়াম পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ইয়াযীদ বিদ্বেষ ও হুসাইন ভক্তির বাড়াবাড়ির ফলে শী'আদের অনুকরণে আমাদের মধ্যে যেসব শিরক ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেসব থেকে মুক্ত হয়ে আমাদেরকে মূসা ও হুসাইনের জাযবা নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের স্থির লক্ষ্যে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে।

১০ই এপ্রিল ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'ইত্তেবায়ে সুন্নাহ'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। দৈনন্দিন পঠিত দো'আ প্রশিক্ষণ দেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম আব্দুল লতীফ। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

জনাব রুস্তম আলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী আমল করে উম্মতে মুহাম্মাদীর দাবী করা যায় না। কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদী বা ফের্কায়ে নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। সুতরাং আমাদেরকে সকল ইযম ও তরীকা পরিহার করে রাসূল (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হ'তে হবে।

১৭ই এপ্রিল ২০০১ঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'সূরা আছর'-এর উপর দরস পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। তিনি প্রত্যেক মুমিনকে সূরা আছরে বর্ণিত ঈমান তথা ইল্ম, আমল, দা'ওয়াত ও ছবর-এর চারটি গুণ অর্জনের আহ্বান জানান।

২৪শে এপ্রিল ২০০১ঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'ইসলামে তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। 'দা'ওয়াতে দ্বীন'-এর উপর বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম আযীযুল্লাহ। দৈনন্দিন পঠিত দো'আ শিক্ষা দেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ এবং বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, তাজবীদ ও আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ শিক্ষা দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র প্রধান হাফেয জনাব মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

ইসলামী সম্মেলন

আন্দারকোঠা, নওগাঁঃ গত ৩১শে মার্চ ২০০১ রোজ শনিবার বাদ আছর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার অন্তর্গত আন্দারকোঠা এলাকার উদ্যোগে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর **শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী**-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও আতাউর রহমান এবং মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক্ব। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

সভাপতির ভাষণে মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর বলেন, সমাজে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত যত মত, তরীকা

ও ফির্কা রয়েছে সবই মানব রচিত। যার মাধ্যমে কখনো পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র মধ্যেই কেবল মানবজাতির শান্তি কল্যাণ ও অগ্রগতি নিহিত রয়েছে। তিনি সকলকে গতানুগতিক ফির্কা ও তরীকা পরিহার করে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র পথ 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমে' ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মনঝার, জয়পুরহাট ১২ই এপ্রিল ২০০১ বৃহস্পতিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার আটী-দাশড়া এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় মনঝার বাজার সংলগ্ন খোলা ময়দানে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা-র অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। 'শিরক ও বিদ'আত' বিষয়ক আলোচনায় তিনি শিরক ও বিদ'আত চিনার উপায় এবং তা থেকে উত্তরণের পদ্ধতি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর নিকটে তুলে ধরেন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'-র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

মণিগ্রাম, রাজশাহী ১৭ই এপ্রিল ২০০১ মঙ্গলবারঃ রাজশাহী যেলাধীন বাঘা-চারঘাট এলাকার উদ্যোগে মণিগ্রাম হাইস্কুল ময়দানে বাদ আছর হ'তে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান। উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, অধ্যাপক আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), সঊদী মাবঊছ শায়খ আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ, স্থানীয় বক্তা মাওলানা আবুল হুসাইন, মাওলানা আবু সুফিয়ান প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী-র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

যেলা সম্মেলন

নওগাঁ ২৭শে এপ্রিল ২০০১ শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আত্রাই থানাধীন পাড়াড়পুর-বুজরুক গ্রামের এক বিস্তীর্ণ ময়দানে যেলা সম্মেলন ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান জনাব **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ দেশের আপামর জনসাধারণকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গতানুগতিক কোন দল বা তরীকার নাম নয়, এটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার এক অনন্য জিহাদী কাফেলা। এ জিহাদী প্লাটফরমে শরীক হয়ে আল্লাহ্র দেওয়া জান ও মাল আল্লাহ্র পথে কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মাষ্টার মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), 'আন্দোলন'-এর রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমান, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম আব্দুল লতীফ, নওগাঁ যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আবু মূসা প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুরআন-হাদীছমুখী হউন

-আমীরে জামা'আত

কুষ্টিয়া ১৭ই মে'২০০১ বৃহস্পতিবারঃ স্থানীয় রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে আয়োজিত এক উপচেপড়া সুধীসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মতবাদ বিক্ষুব্ধ মানব সমাজকে স্ব স্ব মতের অহংকার থেকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপ্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রদত্ত বিধানের নিকটে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তিনি বলেন, এটাই হ'ল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ বা ছিরাতে মুস্তাক্বীম। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে সেপথে ফিরিয়ে আনার জন্যই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কাজ করে যাচ্ছে।

কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি জনাব মুস্তাকীম হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ প্রমুখ। অতঃপর প্রধান অতিথি কর্তৃক প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে অভিনন্দনমূলক বক্তব্য পেশ করেন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ এডভোকেট জনাব সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা সেক্রেটারী মুহাম্মাদ বাহরুল ইসলাম।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দ্বীন কায়েমের শপথ নিন

-আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ১৯শে মে'২০০১ শনিবারঃ স্থানীয় চিলড্রেন্স পার্ক ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা কতৃক 'যেলা সম্মেলন ২০০১' উপলক্ষে আয়োজিত বিরাট

ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরায়ে শূরার ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে শুরু করে খ্যাতনামা মিসরীয় পণ্ডিত সাইয়িদ কুতুব পর্যন্ত বিশ্বের সেরা মুফাসসিরগণের তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, অত্র আয়াতে 'দ্বীন' অর্থ 'তাওহীদ'। আল্লাহ পাক নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীকে এ দুনিয়ায় তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা সে দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করে গিয়েছেন। আমাদেরকেও সেপথে চলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাওহীদকে বাস্তবায়ন করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বর্তমান শতাব্দীর কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ 'দ্বীন' অর্থ 'হুকুমত' করেছেন এবং যেনতেন প্রকারেণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাকেই প্রকৃত অর্থে দ্বীন কায়েম করা বুঝাতে চেয়েছেন। বাকী দ্বীনী দাওয়াতকে তাঁরা 'খেদমতে দ্বীন' বলতে চেয়েছেন। অথচ **আয়াতের প্রকৃত অর্থ হ'লঃ** জীবনের যে ক্ষেত্রেই মুসলমান বিচরণ করবে, সেক্ষেত্রেই তাকে দ্বীন কায়েম করতে হবে। অর্থাৎ তাওহীদ তথা দ্বীনের হেদায়াত অনুযায়ী চলতে হবে। কেবলমাত্র হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা নয়।

তিনি বলেন, এটি এক মারাত্মক বিভ্রান্তি। এর ফলে নবীদের রেখে যাওয়া সর্বাত্মক সমাজবিপ্লবের পথ পরিহার করে এই আক্বীদার লোকেরা ব্যালট (বর্তমান নিয়মে) অথবা বুলেট কিংবা জিহাদ ও ক্বিতালের নামে সশস্ত্র জঙ্গী তৎপরতার মাধ্যমে যেভাবেই হৌক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র দেশের ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে যত্রতত্র ধরপাকড় ও নির্যাতন চালানোর সুযোগ নিচ্ছে। তিনি এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে সবাইকে আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমে নবীদের তরীকায় সঠিক ইসলামী দাওয়াতে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির ভাষণে সিনিয়র নায়েবে আমীর **শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী** বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী মানুষের আক্বীদা ও আমলে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সামাজিক পরিবর্তন কামনা করে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা আধুনিক হাসপাতালের সাবেক সিভিল সার্জন আলহাজ্জ ডাঃ এনায়েত করীম, যশোর এম, এম, সিটি কলেজের প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (টাঙ্গাইল), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ প্রমুখ।

ব্যতিক্রমধর্মী সুধী সমাবেশঃ একই দিন সকালে বাঁকাল 'দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স' জামে মসজিদে এক ব্যতিক্রমধর্মী সুধী সমাবেশে দেড় শতাধিক নতুন আহলেহাদীছ-এর একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর মাননীয় সভাপতির সভাপতিত্বে ও যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মান্নানের উপস্থাপনায় বক্তব্য পেশ করেন আলহাজ্জ ডাঃ এনায়েত করীম, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রঊফ ও বাগেরহাট থেকে আগত তরুণ আলেম ও স্থানীয় হাইস্কুলের মৌলভী শিক্ষক জনাব রূহুল আমীন। উক্ত সমাবেশে প্রদত্ত এক আবেগঘন ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** নতুন আহলেহাদীছ ভাইদেরকে স্রেফ পরকালীন স্বার্থে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর উদাত্ত আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, আগের দিন শুক্রবার **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য সুধীদের সমভিব্যাহারে তওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত **দক্ষিণ বুলারাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ** উদ্বোধন করেন।

যুবসংঘ

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

ঠাকুরগাঁওঃ গত ২৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রাণীশংকৈল 'আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টারে' এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। মাওলানা মুয্যাম্মিল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তাগণ উপস্থিত কর্মী ও সুধীদেরকে দেশে প্রচলিত জাহেলিয়াত উৎখাত করতঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার আন্দোলনকে জোরদার করার উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুবসংঘের ঠাকুরগাঁও যেলা আহ্বায়ক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।

পঞ্চগড়ঃ গত ৩০শে মার্চ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, যুবশক্তির আত্মত্যাগ ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এদেশের যুবসমাজ ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। দেশ ও মানবতার কল্যাণে তাদের ভূমিকা আজ লোপ পেতে বসেছে। এ মুহূর্তে যুবসমাজের আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, যুবকদের মাঝে যত বেশী ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটবে তত বেশী দেশ ও মানবতার মঙ্গল সাধিত হবে। তিনি যুবকদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

যুবসংঘের পঞ্চগড় যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পঞ্চগড় যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যুবসংঘের পঞ্চগড় যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম ও খন্দকার রফীকুল ইসলাম সালাফী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পঞ্চগড় যেলা

সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান।

গোপালগঞ্জঃ গত ১৩ই এপ্রিল ২০০১ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গোপালগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে নবনির্মিত স্থানীয় মিঞাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। বিশেষ অতিথির ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গোপালগঞ্জ যেলা আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ সোহরাব আলী ও এডভোকেট আজমল হোসাইন। বক্তাগণ কর্মীদেরকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত জোরদার করার আহ্বান জানান।

পিরোজপুরঃ গত ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল শনি ও রবিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আদর্শবায়া ও সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৃথক পৃথক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পিরোজপুর যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। বক্তাগণ বলেন, শিরক ও বিদ'আত মুক্ত আমল ছাড়া আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত পেতে হ'লে অবশ্যই আমাদেরকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত আমল করতে হবে। উপরোক্ত হাছিলের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে সমাজে কাজ করে যাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ সবাইকে অহি-ভিত্তিক এই আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান।

রাজশাহীঃ গত ১১ই মে ২০০১ রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রতিনিধিত্ব করা আমাদের সকলের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে মানবরচিত বিধান অনুযায়ী দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দেশের সর্বত্র অশান্তি ও বিশৃংখলা চরম আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থার যদি আমরা পরিবর্তন চাই তাহ'লে আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে। তিনি কর্মীদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের জীবন গড়ার এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান। কর্মী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলার সাবেক আহ্বায়ক মুহাম্মাদ এরশাদ খান। সমাবেশে সমাপনী ভাষণ পেশ করেন রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার নব মনোনীত সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পুনর্গঠন

গত ২৮শে এপ্রিল ২০০১ শনিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' মিলনায়তনে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক পরিচিতির পর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ এখন শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভাগ সহ সর্বত্র অস্থিরতা ও হতাশা বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ সকল অঙ্গন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানো অতীব যরূরী হয়ে পড়েছে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মানবতার কল্যাণে অহি-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাওয়াত ও জিহাদের বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এই নির্ভেজাল আন্দোলন জোরদার করার উদাত্ত আহ্বান জানান। কর্মী সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এস,এম আব্দুল লতীফ। সমাপনী ভাষণ পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২০০১-২০০২ সেশনের মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুযযামান। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন।

মৃত্যু সংবাদ

ভরনিয়া (রাণীসংকৈল, ঠাকুরগাঁও) নিবাসী বিশিষ্ট আহলেহাদীছ দরদী হাজী মুহাম্মাদ সেতাবুদ্দীন আর ইহলোকে নেই। গত ২৯শে এপ্রিল ২০০১ রবিবার দিবাগত রাত ২টায় ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে তিনি ইনতেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে....)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। পরদিন বাদ যোহর মরহুমের গ্রামের বাড়ীতে ছালাতে জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দূর-দুরান্ত থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মুছল্লীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন মরহুমের পুত্র ঠাকুরগাঁও সরকারী মহিলা কলেজ-এর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ ওসমান গণী।

[আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

সংশোধনী *গত সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ সংগঠন সংবাদ-এর আন্দোলন অংশে প্রকাশিত উপরবিল্লি এলাকা সম্মেলন অসাবধানতাবশতঃ মুহাম্মাদপুর এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় লেখা হয়েছে। মূলতঃ উক্ত সম্মেলন উপরবিল্লি এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -নির্বাহী সম্পাদক।*

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৮১)ঃ মাযহাব সাব্যস্ত করার জন্য মাযহাবপন্থী ভাইগণ একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রবী কর'। অর্থাৎ চার মাযহাবের অনুসরণ কর। এ হাদীছের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
গ্রাম ও পোঃ বৈদেশির হাট
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রথমতঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক মিশকাতুল মাছাবীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যা অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। মূলতঃ হাদীছটির কোন মূল সূত্র নেই। হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৭৪-এর টীকা 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৩০)*। অনুরূপভাবে ইবনু মাজাহ-তে আনাস (রাঃ) কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, ঐ হাদীছটিও যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৮, পৃঃ ৩২১; সিলসিলা যাঈফা হা/২৮৯৬)*। **দ্বিতীয়তঃ** হাদীছটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বিরোধী, যেখানে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, 'যদি আপনি অধিকাংশ জগতবাসীর অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। কারণ তারাতো শুধু কল্পনার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ১১৬)*।

তৃতীয়তঃ চার মাযহাব একটি দল নয়; বরং চারটি দল। যা ৪র্থ শতাব্দীর নিন্দিত যুগে সৃষ্ট। এর অনেক পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থে ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত ছিল বড় জামা'আত। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে আর একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। সেটিই হ'ল বড় জামা'আত' *(আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী সনদ ছহীহ তাহকীক মিশকাত হা/১৭২ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৩০)*। উক্ত বড় জামা'আতের অর্থ অন্য হাদীছে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك– 'হক্বের অনুসারী দলই প্রকৃতপক্ষে বড় দল। যদিও তুমি একাকী হও' *(ইবনু আসাকির, তারীখ দেমাশক্বী ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ-আলবানী, তাহকীক মিশকাত ১/৬১ পৃঃ, হা/১৭৩-এর টীকা নং ৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জামা'আত কি প্রশ্ন করা হ'লে, তিনি বলেন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) *(মিশকাত ১/৬১ পৃঃ)*।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হক্বের অনুসারী যদি একজনও হয় তবুও সে বড় দলের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যায় অধিক হ'লেই বড় দল বা জামা'আত ও হক্বের অনুসারী হওয়া যায় না। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীগণই প্রকৃত অর্থে হক্বপন্থী। আর সেই হক্বপন্থীগণই হ'লেন বড় জামা'আত। আর তারা হ'লেন সালাফে ছালেহীন ও তাদের যথাযথ অনুসারীগণ। সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবেন, তারাই বড় জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

প্রশ্ন (২/২৮২)ঃ বর্তমান সমাজে মহিলারা একেবারে পাতলা পোশাক পরিধান করছে। ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে এদের পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাবরীন সুলতানা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য এমন কোন পোশাক পরিধান করা উচিত নয়, যে পোশাকে শরীরের কোন অংশ প্রদর্শিত হয় এবং যে পোশাক শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ পোশাক পরিধান কারিণীদের ভর্ৎসনা করে বলেন, 'এরূপ পাতলা পোশাক পরিধানকারিণী নগ্ন মহিলা এবং বক্র উটের মত মাথা হেলেদুলে বেপরোয়াভাবে যে মহিলা রাস্তায় চলাফেরা করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(মুসলিম ২/২০৫ পৃঃ হা/২১২৮, 'লিবাস' অধ্যায়; মিশকাত ২/১০৪৫ পৃঃ হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায় 'যে পাপাচারের জিম্মাদারী নেই' অনুচ্ছেদ)*। একদা নবী করীম (ছাঃ) পাতলা পোশাক পরিধানকারিণী জনৈকা মহিলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'মেয়েরা যখন যুবতী হয়ে যায় তখন তাদের শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন করা ঠিক নয়' *(ছহীহ আবুদাঊদ ২/৫২০ পৃঃ হা/৪১০৪; আলবানী, হিজাবুল মারআতিল মুসলিম; পৃঃ ২৪ সনদ ছহীহ-মিশকাত হা/৪৩৭২ 'পোষাক' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে আছে, হাফসা বিনতে আবদুর রহমান একটি পাতলা ওড়না পরে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি রেগে ওড়নাটি দু'টুকরো করে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দেন' *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৪৩৭৫ 'পোষাক' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩)ঃ আমাদের এলাকায় বংশে বংশে মারা-মারি, হানাহানি, কলহ-বিবাদ সর্বদা লেগেই থাকে। তাতে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করে বংশের গৌরবে সকলেই সেই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লড়াই কতটুকু বৈধ। দলীলসহ

জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবুর
দিয়াড় মানিক চক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সৎ কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা নিঃসন্দেহে ছওয়াবের কাজ। তবে অন্যায় ও অসৎ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ- 'তোমরা তাক্বওয়া ও পূণ্যের কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করো। অন্যায় ও পাপকাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করে তার তুলনা সেই উটের ন্যায়, যে উট কূপে পতিত হয়েছে, অতঃপর তার লেজ ধরে (উদ্ধারের জন্য) টানা হচ্ছে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৯০৪ 'আদব' অধ্যায়)*। অর্থাৎ উটের শরীরের তুলনায় লেজ খুবই ছোট ও হালকা। উট কূপে পতিত হ'লে লেজ ধরে উদ্ধারের কল্পনা করা বৃথা। অনুরূপভাবে যে গোত্র বাতিলের জন্য যুদ্ধ করে তা মূলতঃ ধ্বংসের দিকে পতিত হয়। সুতরাং বংশ মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে হ'লেও অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া বা সহযোগিতা করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪/২৮৪)ঃ দু'ভাইয়ের মধ্যে স্ব স্ব স্ত্রীর কারণে তুমুল দ্বন্দ্ব। এমতাবস্থায় তৃতীয় কোন পক্ষ মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উভয়ের মাঝে মীমাংসা করলে তা বৈধ হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আমানুল্লাহ
মাকোরকোল, টাংগাইল।

উত্তরঃ দু'ভাই, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট কলহ-বিবাদ মীমাংসা করার লক্ষ্যে সত্যকে গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যায়। উম্মে কুলসুম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সৃষ্ট গণ্ডগোল মীমাংসা করে দেয় এবং পরস্পরের মাঝে ভালবাসা-ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোত্তম বাক্য দ্বারা আলাপ-আলোচনা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/২৬৯২ 'মীমাংসা, অধ্যায়; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫ 'জিহ্বা সংযত, গীবত ও গাল মন্দ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি বিষয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন (১) বাতিলপন্থীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে (২) মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য এবং (৩) স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে কোন বিষয়ে' *(মুসলিম, হা/২৬০৫ 'সৎকাজ, সদাচরণ ও আদব' অধ্যায় অনুচ্ছেদ নং ২৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২৪৯ পৃঃ ১১৪)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫)ঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বীর্যপাত না হ'লে গোসল ফরয হবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ ছাতিয়ান পাড়া
পোঃ কি চক, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বীর্যপাত না হ'লেও গোসল ফরয হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'স্ত্রীর সাথে মিলনে বীর্যপাত না হ'লেও তার উপর গোসল ওয়াজিব' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/২৯১; মিশকাত হা/৪৩০ পৃঃ ৪৭ 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬)ঃ আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যাদের সাথে আমি ভাল ব্যবহার করি। কিন্তু তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে না। এমতাবস্থায় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ হাওয়া খাতুন
পলিকাদোয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। হযরত জুবাইর ইবনে মুত্ব'ইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৫৯৮৪; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২ 'সদাচরণ ও সুসম্পর্ক' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আত্মীয়তা আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে এবং বলছে, যে ব্যক্তি আমাকে তাঁর সাথে রাখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাথে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ছিন্ন করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২১ 'সৎকাজ ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ 'আদব' অধ্যায়)*।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনভাবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়। বরং তাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৭/২৮৭)ঃ খুৎবা শুনা অবস্থায় তন্দ্রা আসলে ওযূ নষ্ট হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
বাঁশবাড়ী
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ তন্দ্রায় ওযূ নষ্ট হয় না। আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এশার ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমতাবস্থায় তাঁদের মাথা তন্দ্রায় ঢুলে পড়ত।

অতঃপর তাঁরা ছালাত আদায় করতেন কিন্তু ওযূ করতেন না *(মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৭ 'কোন্ বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ)*। তবে গভীর ঘুম অবশ্যই ওযূ ভঙ্গের কারণ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৬ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে একে অপরের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এ মর্মে কোন দলীল আছে কি এবং উভয়ের পায়ের মাঝে ফাঁক রাখলে শয়তান প্রবেশ করে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মেহরাব হুসাইন
আর,ডি,এ, মার্কেট
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে পরস্পরে পায়ের সাথে পা মিলানো এবং উভয়ের পায়ের মাঝে ফাঁক থাকলে যে শয়তান প্রবেশ করে এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ছালাতের একামত দেওয়া হ'ত, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বলতেন, 'তোমরা কাতার যথাযথভাবে সোজা কর এবং একে অপরের সাথে লেগে যাও' *(বুখারী, ফাৎহুলবারী সহ ২/২৬৪ পৃঃ হা/৭১৯ 'আযান' অধ্যায়; মিশকাত হা/১০৮৬ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, "تَرَاصُّوْا" অর্থ হ'লঃ তোমরা শিশা ঢালাইয়ের ন্যায় পরস্পরে দাঁড়াও *(মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ২৯৫)*। আনাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ছালাতের কাতারে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং লাইন পরস্পর নিকটে রাখবে। আর তোমাদের কাঁধসমূহ সোজা রাখবে। সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি কাল ছাগলের বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করে' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৬৭ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, 'তোমরা পরস্পরে কাতারের ফাঁক বন্ধ কর, কেননা শয়তান কানা ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০২)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদেরকে কাতার সোজা করে নেওয়ার জন্য বলতেন, তখন আমরা পরস্পরে কাঁধের সাথে কাঁধ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়াতাম' *(বুখারী ১/২১৯ পৃঃ; হা/৭২৫ 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৬)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯)ঃ আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের হাফেয এবং তার তেলাওয়াতও সুন্দর। পক্ষান্তরে অন্য একজন যোগ্য আলেম আছেন কুরআন শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারেন না। মসজিদে ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে গ্রামে উভয়ের পক্ষের লোক আছে। এমতাবস্থায় কাকে ইমাম নিযুক্ত করা যাবে? ছহীহ দলীল সহ জানিয়া বাধিত করবেন।

-আবু রায়হান মুহাম্মাদ মোস্তফা
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ বিশুদ্ধভাবে যিনি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে জানেন, তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। হযরত আবু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জনগণের ইমাম তিনিই নিযুক্ত হবেন, যিনি কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী। যদি সকলেই কুরআন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারেন, তাহ'লে যিনি বয়সে বড় তিনি ইমাম হবেন। কেউ যেন অপর কোন ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতার স্থানে ইমামতি না করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭ 'ইমামতি' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১০০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে তখন যেন তাদের মধ্য হ'তে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়। আর ইমাম হওয়ার অধিকার তিনিই রাখেন, যিনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৮ পৃঃ ১০০)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০)ঃ ওযূর সময় গরদান (ঘাড়) মাসাহ করার কোন ছহীহ দলীল আছে কি? উত্তর দানে উপকৃত করবেন।

-আবদুল মুহায়মিন
কেশবপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযূতে গরদান মাসাহ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এ সম্পর্কে আবুদাঊদে একটি যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩২ পৃঃ ১৯)*। যে হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম নববী, আল্লামা সুয়ূতী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, 'হাদীছটি মওযূ বা জাল'। সুতরাং এটা সুন্নাত নয় বরং বিদ'আত *(নায়লুল আওত্বার ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)*। হেদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, কারো কারো মতে ঘাড় মাসাহ করা বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৫৪ পৃঃ)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ঘাড় মাসাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি *(যাদুল মা'আদ ১/৪৯ পৃঃ)*। অতএব ঘাড় মাসাহ করার পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই। *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলাতু আহাদীছিয যাঈফাহ ১/১৬৭-৭০ পৃঃ, হা/৬৯-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১)ঃ প্রতি মাসে অনেকেই তিনটি করে ছিয়াম পালন করে থাকেন। এ ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়াম পালন করতে পারবে কি-না, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসমাউল হুসনা
নাচোল ষ্টেশন

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামকে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম বলা হয়। নিয়মিত উক্ত ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ এক বছরের নফল ছিয়ামের ছওয়াব বা নেকী পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি (চান্দ্র) মাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করা এক বছর ছিয়াম পালনের শামিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১৯৭৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০১৫; মিশকাত হা/২০৫৪-৫৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত মাসের অন্যান্য সময়েও নফল ছিয়াম পালন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৫-৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২)ঃ মাথার চুল ছাড়া অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহীদা খাতুন
গ্রামঃ মেরীগাছা
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ পুরুষ হোক বা মহিলা হোক চুল ছাড়া অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। সিজদায় গিয়ে বরং ধূলা-বালি লাগার ভয়ে কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদার সময় এটা করা একেবারেই অন্যায় *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/৬৪৮ পৃঃ; মিরক্বাত ২/৩১৯ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৩/১২২-২৩ পৃঃ)*।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাক-কপাল, দু'হাত, দু'হাটু, এবং দু'পায়ের অগ্রভাগ। আর আমি যেন কাপড় ও চুল গুটিয়ে না নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৮০৯; মুসলিম হা/৪৯০; মিশকাত হা/৮৮৭ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চুল ছাড়া অবস্থায় কেউ ছালাত আদায় করলে তার ছালাত সিদ্ধ হবে। তবে ছালাত অবস্থায় অহংকারবশে কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩)ঃ জমিতে উৎপাদিত অথবা ক্রয়কৃত খাদ্যশস্য বেশী দামে বিক্রয়ের আশায় জমা রাখা যায় কি?

-আব্দুর রহমান
হোমিও হল, নজিপুর বাজার,
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'ইহতেকার' হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনে বেশী দামের উদ্দেশ্যে শস্যাদি গুদামজাত করা। অথচ মানুষ ঐ শস্যের মুখাপেক্ষী *(তুহফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, 'ইহতেকার' অধ্যায়)*। মানুষ যেসব খাদ্যশস্যের মুখাপেক্ষী, সেসব খাদ্য শস্য গুদামজাত করে রাখা জায়েয নয়। হযরত মা'মার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য জমা করে রাখবে সে পাপী হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'ঐ খাদ্যশস্য জমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত, যে শস্যের দাম কমলে চিন্তিত হয় এবং বেশী হ'লে খুশী হয়' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৮৯৭)*।

প্রকাশ থাকে যে, খাদ্যশস্য গুদামজাত করায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হলে তা জায়েয *(আউনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড , পৃঃ ২২৬-২২৮, 'ইহতেকার নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; নায়ল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২২, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত মানুষ তার প্রয়োজনীয় বাৎসরিক খাদ্য জমা করতে পারে' *(আউনুল মা'বূদ ৫/২২৭ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র খাদ্যশস্যেই 'ইহতেকার' হয় অন্য কোন শস্যে নয় *(নায়ল ৫/২২২; 'আউনুল মা'বূদ' পৃঃ ঐ)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪)ঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল ছিয়াম পালন করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কাসেম
ভূগরইল, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল ছিয়াম পালন করতে পারে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল ছিয়াম পালন করা কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় এবং বাড়ীতে কোন পুরুষকে প্রবেশ করতে দেওয়া জায়েয নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩১ 'ক্বাযা ছিয়াম' অধ্যায়)*। প্রকাশ থাকে যে, ফরয ছিয়াম পালনের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫)ঃ জান্নাতে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পাবে কিন্তু অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা কি পাবে? তাদের কি বিবাহ হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ঝর্ণাআরা খাতুন
রাতইল, কালীগঞ্জ হাট
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জান্নাত এমন একটি স্থান যেখানে জান্নাতীদের বিন্দুমাত্রও সমস্যা থাকবে না। আল্লাহ বলেন, 'জান্নাত মানুষের চাহিদা অনুপাতে হবে' *(হা-মীম সাজদা ৩২)*। জান্নাতীদেরকে বিবাহ দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমি বড় ও সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হূরদের সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দিব' *(দুখান ৫৪, তূর ২০)*। অতএব জান্নাতে যুবক-যুবতীর বিবাহের বন্দোবস্ত করা হবে।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬)ঃ একামতে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' এবং 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফিরাতে হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছাদেক্ব
অফিস সহকারী
হাকীমপুর ডিগ্রী কলেজ
হিলি, দিনাজপুর।

উত্তরঃ একামতে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময়ে ডানে-বামে মুখ ফিরাতে হবে না। এই মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। আবু যুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে আযানে ডানে-বামে মুখ ফিরাতে দেখেছি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ইরওয়া ১/২৫১ পৃঃ হা/২৩৩; বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮, 'আযানে মুখ ফিরানো' অনুচ্ছেদ)*। প্রকাশ থাকে যে, 'রাদ্দুল মুহতার মা'আ দুররিল মুখতার' নামক ফিক্হ গ্রন্থে এ মর্মে যে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে, তা সঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭)ঃ জুম'আর খুৎবায় হাতে লাঠি নেওয়া সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
ইমাম, চণ্ডিপুর জামে মসজিদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন খুৎবায় বা বক্তব্যে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। হাকাম ইবনে হুযন আল-কুলফী বলেন, আমি সপ্তম অথবা অষ্টম দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করুন। .... আমরা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর সাথে আমরা জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়ালেন *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১০৯৬ 'ছালাত' অধ্যায় 'লাঠি অথবা বল্লম হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়া' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৮ পৃঃ, হা/৬১৬; আহমাদ ৪/২১২; বায়হাক্বী ৩/২০৬ পৃঃ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতেন' *(বায়হাক্বী, নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৮ পৃঃ সনদ ছহীহ)*। ছহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, বসে বক্তব্য দেওয়াকালীন সময়েও তাঁর হাতে লাঠি ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২ পৃঃ ৪৭৫)*।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু জুম'আ নয়, যেকোন খুৎবা বা বক্তব্য দেওয়ার সময় হাতে লাঠি রাখা সুন্নাত। উল্লেখ্য যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন' বলে সমাজে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮)ঃ পশ্চিম (ক্বিবলা) দিকে পা দিয়ে শয়ন করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
বাঁশবাড়ী
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরীয়তে পশ্চিম ও পূর্ব দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু শয়ন করতে নিষেধ করা হয়নি। হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬ 'পেশাব পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)*। তবে শোয়ার কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পা অপর পায়ের উপর না উঠানো *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭০৯ 'চলা, বসা ও ঘুমানোর আদব' অনুচ্ছেদ, 'আদব' অধ্যায়)*। উপুড় হয়ে না শোয়া *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭১৮ সনদ ছহীহ)*। খোলা ছাদের উপর না শোয়া *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭২০ সনদ ছহীহ)*। শোয়ার সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল ডান কাতে শোয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান কাতে শয়ন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮৪ 'সকাল, সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় কি বলবে' অনুচ্ছেদ)*। ডান হাত ডান গালের নীচে দেওয়া *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪০০ ও ২৪০২ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯)ঃ কেউ হজ্জ করার নিয়ত করার পর মৃত্যুবরণ করলে হজ্জের নেকী পাবে কি এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নযরুল ইসলাম
ইসলাবাড়ী
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হজ্জ বা যেকোন নেক আমল করার নিয়ত করে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে উক্ত আমলের নেকী পাবে বলে আশা করা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও পাপ লিখেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন নেকী করার ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, (এমতাবস্থায়) আল্লাহ তার পূর্ণ নেকী লিখে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় তার আমলনামায় ১০ থেকে ৭শ'র অধিক নেকী লিখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাপের ইচ্ছা করে তা করে না, তার জন্য পূর্ণ নেকী এবং যে ব্যক্তি করে তার জন্য মাত্র একটি পাপ লিখা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'আল্লাহ্র রহমত প্রশস্ত' অনুচ্ছেদ 'দো'আ' অধ্যায়)*। তবে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা উচিৎ *(আবুদাঊদ, ২৫২৯)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০)ঃ ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নফল ছালাত আদায়ের কিরূপ গুরুত্ব রয়েছে? পবিত্র কুরআন

ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূরুন নাহার
গাংনী, মেহেপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নফল ছালাত আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি কারু ফরয ছালাত কমে যায়, তাহ'লে নফল ছালাত দিয়ে তা পূর্ণ করা হবে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৬৬ 'ছালাত' অধ্যায় অনুচ্ছেদ-৯)*। উম্মে হাবীবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি রাত দিনে ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। (তা হ'ল) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৫৯ 'সুন্নাত ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফজরের দু'রাক'আত নফল ছালাত পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৪)*। কাজেই এ ছালাতগুলি গুরুত্ব সহকারে আদায় করা উচিৎ।

প্রশ্ন (২১/৩০১)ঃ নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাতে জামা'আতবদ্ধভাবে কিংবা একাকী কবরের পার্শ্বে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দো'আ করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

- রেযাউল করীম
গ্রাম ও পোঃ মৌবাড়িয়া
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে যেকোন সময় কবরের পাশে গিয়ে কবরবাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারকাদে' গিয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করতেন' *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায় 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, কবর যিয়ারতের সংক্ষিপ্ত দো'আ ব্যতীত অন্যান্য দীর্ঘ দো'আ ক্বিবলামুখী হয়ে করতে হবে। কেননা কবরমুখী হয়ে দো'আ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮ 'মৃতের ফাফন' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২২/৩০২)ঃ বাজারের অধিকাংশ মিষ্টির দোকান হিন্দুদের। হিন্দুদের তৈরি মিষ্টি খাওয়া যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হিন্দু বা অমুসলিমদের তৈরি মিষ্টি খাওয়া যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এক হিন্দু বা মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছিলেন *(বুখারী, বুলুগুল মারাম হা/২০)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক অমুসলিমকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ইহুদী মহিলার দা'ওয়াত খেয়েছিলেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩১ মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। এ ছাড়াও ছহীহ বুখারীতে মুশরিকদের হাদিয়া কবুলের একটি অধ্যায় রয়েছে। কাজেই রুচিসম্মত হ'লে তাদের তৈরি মিষ্টি খাওয়ায় কোন দোষ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, মুশরিকদের পাতিল ধৌত করে ব্যবহার করার প্রমাণে যে হাদীছ রয়েছে, তা তাদের অপবিত্রতা প্রমাণ করে না; বরং তারা যে পাতিলে হারাম খাদ্য রান্না করত সে কথা প্রমাণ করে।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩)ঃ জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি যে, বিধর্মীদের পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে মুনাফা হয় তা হারাম এবং উক্ত মুনাফার অর্থ খেয়ে সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান জারজ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে। বিষয়টির সত্যতা জানতে আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু মূসা
বড়তারা, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। কারণ এতে তাদের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও পাপ কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ২)*। তবে উক্ত মুনাফার টাকা খেয়ে সন্তান জন্ম দিলে সে জারজ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে, একথাটি আদৌ ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪)ঃ পেশাব-পায়খানায় বসে মিসওয়াক বা ব্রাশ করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- দেলোয়ার হুসাইন
খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করার সময় মূলতঃ অপবিত্র বস্তু ত্যাগ করা হয়। কাজেই ঐ সময় এ ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের কাজ থেকে বিরত থাকাই যরূরী। নবী করীম (ছাঃ) অধিক মিসওয়াক করতেন। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে- তিনি মিসওয়াক করা অবস্থাতেই বাড়ীতে প্রবেশ করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬)*। অন্য এক বর্ণনায় আছে- তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া মাত্রই মিসওয়াক করতেন *(আবুদাউদ, মিশকাত*

হা/৩৮৩)। এতদসত্ত্বেও তিনি পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় মিসওয়াক করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব পেশাব-পায়খানা করার সময় মিসওয়াক বা ব্রাশ করা উচিৎ নয়।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫)ঃ যেসব পশু-পাখি পায়খানা ভক্ষণে অভ্যস্ত তাদের গোশত খাওয়া যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাবীবুল্লাহ
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যেসব হালাল পশু–পাখি পায়খানা কিংবা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে এদেরকে সরাসরি না খেয়ে তিন দিন বেঁধে রেখে খাওয়া উচিৎ। ইবনে ওমর (রাঃ) অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করলে তিন দিন বেঁধে রাখতেন *(ইবনে আবী শায়বা, ইরওয়া হা/২৫০৫)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬)ঃ বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দ্বীন প্রচারের নামে ইসলামী জাগরণীর বিভিন্ন ক্যাসেট প্রকাশ করছে। আমার প্রশ্নঃ সুর সমৃদ্ধ এরূপ ইসলামী গান গাওয়া এবং প্রচার করা শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
কান্দিভিটুয়া, নাটোর।

উত্তরঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা ছন্দাকারে বলা যায়। নবী করীম (ছাঃ) কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'হে হাসসান! তুমি আমার পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি ছন্দাকারে জবাব দাও'। তিনি আরো বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি হাসসানকে কাফেরদের প্রত্যুত্তর করার জন্য জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে শক্তিশালী কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৮৯, ৪৭৯৩, ৪৮০৫ 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা-গান বলা' অনুচ্ছেদ)*। হাসসান বিন ছাবিতের কবিতা আবৃত্তির জন্য মসজিদে একটি মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছিল *(তিরমিযী, ফাৎহুলবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮, 'মসজিদে কবিতা আবৃত্তি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামী জাগরণী মুখে ও ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করা যায়।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭)ঃ হজ্জ করে এসে কিংবা যেকোন সফর থেকে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাকীম
জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ হজ্জের সফর বা যেকোন সফর থেকে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যায়। জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় আগমন করে উট বা গরু যবেহ করেছিলেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৭৪৭ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফর থেকে এসে দা'ওয়াতের ব্যবস্থা করা যায়। তবে হজ্জ থেকে ফিরে এসে সুনাম বা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য দা'ওয়াতের ব্যবস্থা করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮)ঃ জনৈক ইমামকে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেন, 'হে আদম! হাযারে একজনকে জান্নাতে এবং বাকী ৯৯৯ জনকে জাহান্নামে দাও। উক্ত একজন নাকি মুসলমান এবং বাকীরা ইয়াজূজ-মাজূজের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মশিউযযামান
মাষ্টার পাড়া
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি সঠিক এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবেন, আমি হাযির। সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামী দলকে বাছাই কর। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামীদের দলে কতজন? উত্তরে আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন। এ সময় শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তোমরা লোকদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। বস্তুতঃ তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না। বরং আল্লাহ্র আযাবই হবে কঠিন। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে সে একজন কে হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ শুনে রাখ যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজূজ-মাজূজের মধ্য থেকে হবে ৯৯৯ জন'। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা একথা শুনে 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আমরা আবার 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে একটি সাদা গরুর পশমের মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর পশমের মধ্যে একটি সাদা পশম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪১ 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯)ঃ অনেক অভিভাবককে দেখা যায় সন্তানদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। সন্তানদের সম্পর্কে এসব অভিভাবকদের জবাবদিহিতার ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-বিধান কি?

-মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি বড় নে'মত ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন' *(কাহাফ ৪৬)*। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। জন্মের পর থেকে সন্তানের শিক্ষা শুরু হয়। ১০ বছর পর্যন্ত সন্তানের শিক্ষার উপযুক্ত সময়। এই বয়সেই তাকে তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ'আত, ছালাত-ছিয়ামসহ ইসলামের সকল প্রকার মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য। এ দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ তা'আলার কাছে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬)*। সুতরাং সকলের কর্তব্য হ'ল নিজেকে সহ স্বীয় পরিবারকে প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'ইমারত অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০)ঃ চাকুরী বা অন্য কোন কাজে সুপারিশকারী ব্যক্তিকে গিফ্‌ট বা উপঢৌকন দেওয়া যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোলাইমান
গ্রামঃ রাজবাড়ী
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে গিফ্‌ট বা উপঢৌকন প্রদান সুদ প্রদানের শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কারু জন্য সুপারিশ করল, অতঃপর এর বিনিময়ে তাকে কোন জিনিস প্রদান করা হ'লে তা গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি একটি বড় ধরনের সুদ গ্রহণ করল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৭ সনদ হাসান, 'ইমারত' অধ্যায়; ছহীহুল জামে হা/৬৩১৬)*।

প্রকাশ থাকে যে, সুপারিশকারী আল্লাহ্‌র নিকটে পুরস্কৃত হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, اشفعوا تؤجروا 'তোমরা অপরের জন্য সুপারিশ কর, পুরস্কৃত হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুল বারীসহ ১০/৭২৬ পৃঃ 'আদব' অধ্যায়, মুমিনদের পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৫১৩২)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১)ঃ আমার স্ত্রী বিদেশিনী, সে সব সময় ছোট চুল রাখতে ভালবাসে। বড় চুল রাখতে চায় না। চুল ছোট করে রাখা জায়েয কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-টিটু
বারীধারা, ঢাকা।

উত্তরঃ পুরুষের সাথে সাদৃশ্য যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাথার চুল ছোট করে রাখা যায় *(ছহীহ মুসলিম, দেওবন্দ ছাপা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)*। তবে মহিলাদের চুল বড় করে রাখাই শরীয়ত সম্মত। যা মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ। মাথার চুল চিরুনী করলে সাজ-সজ্জা বৃদ্ধি পায়। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। ... অতঃপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে সবাই আপন আপন গৃহে চলে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এখানে অবস্থান কর, সন্ধ্যায় আমরা স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে যাব। যাতে করে স্ত্রীরা মাথায় চিরুনী করে নেয় ও অন্যান্য বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩০৮৮ 'বিবাহ' অধ্যায় পৃঃ ২৬৭)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, উম্মে আতিয়াহ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত কন্যা জয়নবের কেশকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম এবং পিছন দিকে ছেড়ে দিয়েছিলাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৪ 'মাইয়েতকে গোসল করানো ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১৪৩)*। উক্ত হাদীছ দ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী-কন্যাদের মাথায় বড় চুল ছিল। সুতরাং বড় চুল রাখাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৩২/৩১২)ঃ মসজিদের বাঁশ, কাঠ, ইট ইত্যাদি মানুষ তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুশিবুল ইসলাম
সাহার বাটি
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মসজিদের জমি কিংবা যেকোন আসবাবপত্র কেউ ক্রয় করে নিয়ে নিজ দায়িত্বে ব্যবহার করতে পারবেন। দামেশক্বের মসজিদে চুরি হ'লে হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদের স্থান বিক্রি করে মসজিদ স্থানান্তর করতে বলেন। পরে বিক্রিত স্থানকে খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত করা হয় *(ফাৎওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩)ঃ আলেম বা কোন মুসলিম ভাইয়ের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- খোকা
সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ভাইকে লাঞ্ছিত হ'তে দেখলে এর প্রতিবাদ করা অত্যন্ত যরূরী। শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের পক্ষে প্রতিবাদ করল ক্বিয়ামতের

দিন আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা থেকে আগুনকে সরিয়ে নিবেন। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে বাচাবেন' *(তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫২৮ সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪)ঃ ফরযকে অস্বীকার করেনা তবে অলসতার কারণে ছালাতও আদায় করে না, এমন ব্যক্তি মুসলমান না কাফের। দলীলসহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুস সাত্তার
কলারোয়া বাজার
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করল, সে কুফুরী করল' *(মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী হা/২৬২৩; নাসাঈ ১/২৩১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪, ৫৮০ 'ছালাত' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*। যারা ছালাত আদায় করে না, তাদেরকে ছাহাবাগণ কাফের হিসাবেই গণ্য করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯ 'ছালাত' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, ছাহাবাগণ ছালাত পরিত্যাগকারীকে ছাড়া কাউকে কাফের সাব্যস্ত করতেন না *(রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯১)*। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার উপর ছালাতকে ফরয মনে করে না সে ব্যক্তি যে কাফের তাতে বিদ্বানগণের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। তবে যারা নিজেদের উপর ছালাতকে ফরয মনে করে কিন্তু অবহেলার কারণে ছালাত আদায় করে না, তাদেরকে কাফের বলার ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও অনেকেই তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। যেমন- চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ), আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক, ইসহাক্ব ইবনে রাওহা প্রমুখ। ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) হত্যা করা যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন *(নায়লুল আওত্বার ১/২৯১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫)ঃ মৃত ব্যক্তির ক্বাযা ছালাত বা ছিয়াম ওয়ারিছগণ আদায় করতে পারবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাঈমা আখতার
বংশাল
ঢাকা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির অছিয়ত না থাকলে তার পক্ষ থেকে ওয়ারিছগণকে ক্বাযা ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, কেউ কারো পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না' *(মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৩০ 'ক্বাযা ছালাত' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুলবারী, ১১/১১৫ পৃঃ)*। তবে তার মৃত্যুকালীন অছিয়ত থাকলে অছিয়ত পূরণ করতে হবে।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ্ ক্লিনিক
মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :
➢ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➢ মাদকাসক্তি নিরাময়
➢ সাইকোথেরাপি
➢ বিহেভিয়ার থেরাপি
➢ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন :৭৭ ৫৮ ০৫।